বঙ্গীয়

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন।

(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

[সংশোধিত আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক
প্রণীত নূতন নিয়মাবলী ও ফরম সমেত]

আইন ও আদালত, হিন্দু আইন, মুসলমান আইন, ফৌজদারী
কার্য্যবিধি আইন, দণ্ডবিধি আইন, ইউনিয়ন বোর্ড আইন,
সাক্ষ্যবিষয়ক আইন প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল

সম্পাদিত।

১৩৩৬

ইষ্টার্ণ ল হাউস,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র,
২৯নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা :—

১। শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র, প্রকাশক,
২৯ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। ইষ্টার্ণ ল হাউস,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৪। হিতবাদী পুস্তক বিভাগ,
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৮৬।২৯

বিজ্ঞাপন।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক সংশোধিত আইনসম্বন্ধে ইতিমধ্যে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলির মূল্য কিছু অধিক হওয়ায় অনেকের অনুরোধে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী সুলভ মূল্যে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করা হইল। ইহাতে প্রত্যেক সংশোধিত ধারার নিম্নে আইনের পরিবর্ত্তনগুলি টীকাদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং কি কারণে সংশোধন হইল এবং সংশোধনের ফলে পূর্ব্বেকার নজীরের কি পরিবর্ত্তন হইল তাহাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আইনের বঙ্গানুবাদ করিবার সময়ে ভাষাটি যতদূর সম্ভব সরল করা হইয়াছে। মূল ইংরাজী আইনের ভাষা অত্যন্ত জটিল, তথাপি অনুবাদকালে ভাষার প্রাঞ্জলতা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই।

সংশোধিত আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে নূতন নিয়মাবলী ও ফরম প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও এই পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। হিন্দু আইন (দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা)

মূল্য এক টাকা।

২। মুসলমান আইন (সুন্নি ও সিয়া আইন)

মূল্য এক টাকা।

৩। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন

মূল্য ২॥৹ টাকা।

৪। দণ্ডবিধি আইন

মূল্য দুই টাকা।

৫। আইন ও আদালত

(দেওয়ানী আদালতের কার্য্যশিক্ষা বিষয়ক পুস্তক)

মূল্য পাঁচ সিকা।

৬। ইউনিয়ন বোর্ড আইন

মূল্য এক টাকা।

৭। সাক্ষ্যবিষয়ক আইন

মূল্য ৸৹ আনা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়—উপক্রমণিকা।

চতুর্থ অধ্যায়—মোকররী রাইয়ত।

চতুর্থ-ক অধ্যায়—মধ্যস্বত্ব ও যোতের হস্তান্তর এবং ভূম্যধিকারীর ফী-বিষয়ক বিধান।

পঞ্চম অধ্যায়—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত।

সাধারণ।

দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গ।

খাজনা বৃদ্ধির কথা।

সপ্তম অধ্যায়—কোর্ফা রাইয়ত।

সপ্তম-ক অধ্যায়।

আদিমনিবাসী কর্ত্তৃক ভূমি হস্তান্তরের ক্ষমতার সীমা।

অষ্টম অধ্যায়—খাজনা বিষয়ে সাধারণ বিধান।

খাজনার পরিমাণসম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

খাজনা দিবার কথা।

দাখিলা ও হিসাব।

দশম অধ্যায়।

স্বত্বের লিখনপ্রস্তুত ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

প্রথম ভাগ—স্বত্বের লিখন।

দ্বিতীয় ভাগ—যে স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, সেই স্থলে খাজনা ধার্য্যকরণ, বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুতকরণ ও আপত্তির মীমাংসাকরণ।

চতুর্থ ভাগ—পরিশিষ্ট বিধান।

একাদশ অধ্যায়—দখলীস্বত্বের অনুদ্ভব ও খামার জমি লিপিবদ্ধ করণ।

দ্বাদশ অধ্যায়—[রহিত হইয়াছে।]

ত্রয়োদশ অধ্যায়—বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী।

ত্রয়োদশ-ক অধ্যায়।

বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনানুযায়ী খাজনা আদায়ের সরাসরি কার্য্যপ্রণালী।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে নিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়—চুক্তি ও দেশাচার।

ষোড়শ অধ্যায়—তামাদি।

সপ্তদশ অধ্যায়—অতিরিক্ত বিধি।

তফ্সীল সমূহ।

বঙ্গীয়

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন।

(১৯২৮ সালের ৪ আইন দ্বারা সংশোধিত)

বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের [বর্ত্তমানে গবর্ণরের] শাসনাধীন স্থানসমূহে ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক কতকগুলি আইন সংশোধন ও সংগ্রহকরণার্থ আইন।

যেহেতু বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের [বর্ত্তমানে গবর্ণরের] শাসনাধীন স্থানসমূহে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত কতকগুলি আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত, অতএব নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

সংক্ষিপ্ত নাম।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ ধার্য্য করেন, সেই তারিখ হইতে এই আইন প্রবল হইবে (অতঃপর সেই তারিখই এই আইনের প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া কথিত হইবে)।

আরম্ভ।

(৩) এই আইন সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানসমূহে প্রযোজ্য হইবে না :—

ব্যাপ্তি

(/০) কলিকাতা সহর, অর্থাৎ কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের প্রথম তফশীলে যে স্থান কলিকাতা সহর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানে ;

(৵০) (ক) কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের ৩ (ক) ধারা মতে যে স্থান কলিকাতা সহরের সহিত সংযোজিত হইয়াছে এবং সেই মর্ম্মে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই স্থানে ;

(খ) কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের ৫৪৩ (৩) ধারা অনুসারে বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান বা তাহার অংশ কলিকাতা সহরের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেই স্থানে ;

(৶০) বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের (১৮৮৪ সালের ৩ আইন) বিধানমতে যে স্থান মিউনিসিপালিটিরূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই মর্ম্মে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই স্থানের অন্তর্গত চাষের জমি ব্যতিরেকে অন্যান্য ভূমিসমূহে ; এবং

(।০) ১৮৭৪ সালের তফসীললিখিত প্রদেশবিষয়ক আইনের (Scheduled Districts Act 1874) প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত জিলাসমূহে ;

কিন্তু এই প্রকরণের (৵০) ও (৶০) দফা মতে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিতে হইলে—

(ক) তাহা সেই সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পূর্ব্বে প্রচারিত করিতে হইবে, এবং

(খ) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এক প্রস্তাব (resolution) করিয়া ঐরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশে অনুমোদন করিবেন।

টীকা। এই ধারার (৩) প্রকরণটী সংশোধিত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর স্থান সমূহে এই আইন পূর্ব্বেও যেমন প্রচলিত ছিল, এখনও সেইরূপ প্রচলিত থাকিবে। তবে কোন মিউনিসিপালিটীর স্থান হইতে এই আইনটী রহিত করিতে হইলে সেই কথা সেই স্থানে প্রচারিত করিতে হইবে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে এক প্রস্তাব পাশ করাইতে হইবে।

১৯২৮ সালের সংশোধন আইনটী ১৯২৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ঐ তারিখ হইতে কার্য্যকর হইয়াছে।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন প্রচলিত হইয়াছে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

যে যে আইন রহিত হইবে।

(২) এই আইন দ্বারা যে সমুদয় আইন রহিত করা হইল, কোন আইনে বা দলীলে সেই সকল আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা ইহার তদ্বিষয়ক অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে, এই আইনে—

অর্থ নির্দ্দেশ।

(১) কৃষি বৎসর (agricultural year) বলিতে ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা সন বুঝাইবে;

কিন্তু যে স্থানে ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধক আইনের প্রারম্ভের পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোনরূপ বৎসর গণনা প্রচলিত

ছিল সেই স্থানে এই সংশোধক আইনের প্রারম্ভের পর প্রথম ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত সেইরূপ বৎসর গণনা প্রচলিত থাকিবে ;

(২) "কালেক্টর" (Collector) শব্দে কোন জিলার কালেক্টরকে, কিংবা এই আইনমতে কালেক্টরের কোন কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারককে বুঝাইবে ;

(৩) "সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধক" (complete usufructuary mortgage) শব্দে, হাওলাতি টাকা বা শস্য, বন্ধকের মিয়াদের মধ্যে ভূমি হইতে উৎপন্ন লভ্যের দ্বারা সুদসমেত সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হইবে এই সর্ত্তে প্রজা যে জমির দখল হস্তান্তর করে সেইরূপ হস্তান্তর বুঝাইবে ;

(৪) "মহাল" (estate) শব্দে, প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিষ্টার বহি প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই সেই রেজিষ্টারের কোন রেজিষ্টারে একই দফার অন্তর্গত যে ভূমি লেখা যায়, সেই ভূমি বুঝাইবে। গভর্ণমেণ্টের খাসমহাল, ও কোনও রেজিষ্টারে লেখা হয় নাই এরূপ লাখেরাজ ভূমিও মহাল শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৫) "যোত" (holding) শব্দে, কোন রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত স্বতন্ত্র প্রজাস্বত্বের বিষয়ীভূত যে ভূমিখণ্ড বা তাহার অবিভক্ত অংশ ভোগ করেন, তাহা বুঝাইবে ;

(৬) ভূম্যধিকারী (landlord) শব্দে, যে ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করে, সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ; গবর্ণমেণ্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(৭) খাজনা সম্বন্ধে "দেওয়া", "দেয়" ও "প্রদান" (pay,

payable, payment) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে "অর্পণ করা", "অর্পণযোগ্য" ও "অর্পণকরণ" ইত্যাদি বুঝাইবে ;

(৮) "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (Permanent Settlement) বলিতে ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা বুঝাইবে ;

(৯) "কায়েমী মধ্যস্বত্ব" (permanent tenure) শব্দে যে মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকার হইতে পারে ও যাহা অবধারিত সময়ের জন্য ভোক্তব্য নহে, সেই মধ্যস্বত্ব বুঝাইবে ;

(১০) "নির্দ্দিষ্ট" (prescribed) শব্দে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই আইন অনুসারে যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন, সেই নিয়মাবলী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে ;

(১১) "ভূস্বামী" বা "জমিদার" (proprietor) শব্দে যে ব্যক্তি ন্যাস (trust) স্বরূপে বা স্বীয় উপভোগার্থ কোন মহালের বা মহালের অংশের মালিক হন, তাঁহাকে বুঝাইবে ;

(১২) "রেজিষ্টারী করা" শব্দে দলীল রেজেষ্টরী করিবার যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে রেজিষ্টারী করা বুঝাইবে।

(১৩) "খাজনা" (rent) শব্দে, প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন তাহার ব্যবহার বা দখলনিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে নগদ টাকা বা শস্যরূপে যাহা কিছু আইনমতে দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা বুঝাইবে ;

প্রচলিত কোন আইনক্রমে যে টাকা খাজনার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে, এই আইনের ৫৩ হইতে ৬৮ পর্য্যন্ত ধারায় ও ৭২ হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত ধারায় ও ১৪ অধ্যায়ে ও তৃতীয় তফসীলে 'খাজনা' অর্থে সেই টাকাও বুঝাইবে ;

(১৪) এই আইনের কোন বিধানে "রাজস্ব কর্ম্মচারী" (Revenue

officer) শব্দের উল্লেখ থাকিলে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিধানমতে রাজস্ব-কর্ম্মচারীর কোন কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নামোল্লেখে বা পদানুসারে নিযুক্ত করেন, উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারীকে বুঝাইবে ;

(১৫) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারায় কোন চিহ্ন দিলে, "স্বাক্ষরিত" (signed) শব্দে ঐ চিহ্ন দেওয়া বুঝাইবে ; এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত"ও বুঝাইবে ;

(১৬) "উত্তরাধিকার" (succession) শব্দে উইল-বিনা উত্তরাধিকার ও উইলমতে উত্তরাধিকার, উভয় প্রকারই বুঝাইবে ;

(১৭) "প্রজা" (tenant) শব্দে যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমিভোগ করে ও তাঁহাকে সেই ভূমির নিমিত্ত খাজনা দিতে দায়ী থাকে কিংবা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ;

কিন্তু যে ব্যক্তি "আধি", "বর্গা" বা "ভাগ" নিয়মে ফসলের অংশ দিবার চুক্তিক্রমে অন্য লোকের জমি চাষ করে, সে প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে না ;

তবে যদি—(/০) সেরূপ ব্যক্তি সেই ভূমির মালিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত বা তাঁহার অনুকূলে সম্পাদিত ও তাঁহাদ্বারা গৃহীত কোন দলীলে প্রজা বলিয়া স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিংবা (৵০) সেই ব্যক্তি প্রজা বলিয়া কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইয়া থাকে বা হয়, তাহা হইলে সে প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে ;

(১৮) "মধ্যস্বত্ব" (tenure) শব্দে, মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বার্থ বুঝাইবে ;

(১৯) "গ্রাম" (village) বলিতে—

(ক) বঙ্গদেশের যে সাধারণ ভূমিরাজস্বের জরিপ করা হইয়াছে সেই জরিপে, অথবা

(খ) গভর্ণমেণ্ট-কৃত যে জরিপ, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই দফার প্রয়োজনার্থ গ্রাম নির্দ্দেশ করিয়াছে বলিয়া কলিকাতা বা পূর্ব্ববঙ্গ-ও-আসাম গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে স্বীকৃত হইয়াছে, বা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনদ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে সেই জরিপে, যে স্থান স্বতন্ত্র ও পৃথক গ্রাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা, জরিপ করা ও লিপিবদ্ধ করা হয় সেই স্থান বুঝাইবে,

এবং যে স্থলে গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক অথবা গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে কোনও জরিপ করা হয় নাই, সেই স্থলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমোদন সহকারে কালেক্টর সাধারণ বা বিশেষ আদেশ-ক্রমে যে স্থান গ্রাম বলিয়া ব্যক্ত করেন সেই স্থান বুঝাইবে ;

কিন্তু এই আইনের ১০১ ধারামতে কোন স্থান, বা মহাল, বা মধ্যস্বত্ব কিংবা তাহার অংশ সম্বন্ধে কোন জরিপ করা হউক এবং স্বত্বের লিখন (record of rights) প্রস্তুত করা হউক, এরূপ মর্ম্মে আদেশ করা হইয়া থাকিলে, গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, সেই স্থানে বা মহালে, বা মধ্যস্বত্বে কিংবা তাহার অংশে, ঐ জরিপ ও স্বত্বের লিখনের প্রয়োজনার্থ ১১৫ক ধারানুসারে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমোদন সহকারে যে স্থান রাজস্ব-কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক জরিপের ও লিখনের ক্ষুদ্রতম সমগ্র অংশ বা "ইউনিট" বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, "গ্রাম" বলিতে সেই স্থান বুঝাইবে।

টীকা। (১)দফা। "কৃষি বৎসর" বলিতে এখন সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা বৎসর (অর্থাৎ ১লা বৈশাখ হইতে চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত বৎসর) গণনা প্রচলিত

হইবে, সংশোধিত আইনে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার কতকাংশে ও চট্টগ্রাম জেলায় অন্যপ্রকার বৎসর প্রচলিত ছিল।

(৩)দফা। "সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধক"—এই শব্দের অর্থ নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

(৫)দফা। "যোত" শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বহু নজীরে অবিভক্ত অংশকে এবং কোর্ফারাইয়তের জমীকে যোত বলা হইত না, কিন্তু সংশোধিত আইনে ঐগুলিকেও যোত বলা যাইবে।

(১৭)দফা। "প্রজা" শব্দের অর্থ সংশোধন করিবার সময়ে প্রস্তাব হইয়াছিল যে, বর্গাদারকে প্রজা বলিয়া গণ্য করা হইবে। কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে ; তবে ইহা বলা হইয়াছে যে, যদি বর্গাদার তাহার ভূম্যধিকারীকর্ত্তৃক কোন দলিলে প্রজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, বা দেওযানী আদালত কর্ত্তৃক প্রজারূপে গণ্য হইয়া থাকে, তবে তাহাকে 'প্রজা' বলা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী।

প্রজাদের শ্রেণী।

৪ ধারা। এই আইনানুসারে নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীর প্রজা থাকিবে, যথা :—

(১) মধ্যস্বত্বাধিকারী ; অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীও ইহার অন্তর্গত ;

(২) রাইয়ত ; এবং

(৩) কোর্ফা রাইয়ত, অর্থাৎ যে প্রজারা সাক্ষাৎ ভাবে বা পরম্পরা সম্বন্ধে রাইয়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে ;

এবং নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীর রাইয়ত থাকিবে, যথা :—

(ক) মোকররী রাইয়ত ; যাহারা চিরকালের নিমিত্ত অপরিবর্ত্তিত খাজনায় বা চিরকালের নিমিত্ত অপরিবর্ত্তিত হারে খাজনা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত ;

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, অর্থাৎ যে রাইয়তদের দখলী ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে ; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত, অর্থাৎ যে রাইয়তদের ঐরূপ দখলীস্বত্ব নাই।

"মধ্যস্বত্বাধিকারী" ও "রাইয়ত" শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। (১) **"মধ্যস্বত্বাধিকারী"** বলিতে, যে ব্যক্তি খাজনা আদায় করিবার বা প্রজা বসাইয়া ভূমি আবাদ করাইবার উদ্দেশ্যে ভূস্বামীর বা অন্য কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে ভূমিভোগ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে, এবং তাহার স্বার্থের উত্তরাধিকারীগণকেও বুঝাইবে।

(২) **"রাইয়ত"** শব্দে, যে ব্যক্তি স্বয়ং বা নিজ পরিবারস্থ লোকদ্বারা বা চাকর বা মজুরদ্বারা বা অংশীদারদের সাহায্যে ভূমি চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তিকে মুখ্যতঃ বুঝাইবে ; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপ স্বত্বপ্রাপ্ত হন তাঁহাদের স্বার্থের উত্তরাধিকারীগণকেও ঐ শব্দে বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা—যদি কোন ভূমির প্রজা উহা আবাদ করাইবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তিনি তাহার উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করিবার বা গবাদি চরাইবার নিমিত্ত উহা ব্যবহার করিলেও, তিনি চাষ করিবার নিমিত্ত উহা ভোগ করিবার স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ বিবেচিত হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রাইয়ত বলিয়া জ্ঞান করা হইবে না।

(৪) কোন প্রজা মধ্যস্বত্বাধিকারী কি রাইয়ত ইহা নির্ণয় করিতে হইলে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন ঃ—

(ক) স্থানীয় প্রথা, এবং

(খ) যে অভিপ্রায়ে প্রজাস্বত্ব প্রথমে গৃহীত হইয়াছিল।

(৫) কোন প্রজার ভোগকৃত ভূমি নিয়মিত মাপের ১০০ বিঘার অধিক হইলে, যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাণিত না হয়, তাবৎ সেই প্রজা মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া অনুমিত হইবে।

টীকা। এই ধারার (২) দফায় "বেতনভোগী চাকর" কথার পরিবর্ত্তে "চাকর বা মজুর" এই কথাগুলি ১৯২৮ সালের সংশোধক আইন দ্বারা বসান হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ।

খাজনাবৃদ্ধি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে মধ্যস্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোন কোন স্থলে মাত্র তাহার খাজনাবৃদ্ধি হইতে পারিবে।

৬ ধারা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে মধ্যস্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ পাইলে তাহার খাজনাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে—

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে উহা ভোগ করা যাইতেছে তিনি স্থানীয় প্রথা অনুসারে, বা যে যে সর্ত্তের অধীনে ঐ মধ্যস্বত্ব ভোগ হয় তদনুসারে, তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান আছেন ; অথবা

(খ) ঐ মধ্যস্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ হ্রাস হওয়া ভিন্ন অন্য কারণে পূর্ব্বে কম খাজনা দিয়া আসিয়াছেন সুতরাং এক্ষণে তিনি দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজনা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজনা উঠান যাইতে পারে।

মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধির সীমা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধিযোগ্য, সেস্থলে উক্ত খাজনা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া, নিকটস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ স্থানীয় প্রথানুসারে যে হারে খাজনা দেন, সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যে স্থলে স্থানীয় প্রথানুসারে খাজনার কোন হার নাই, সেস্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য মনে করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) কিরূপ খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হইবে তাহা বিবেচনা করিবার সময়ে, আদালত, মধ্যস্বত্বাধিকারীর মোট যত খাজনা পাওনা হয় তাহা হইতে খাজনা আদায় করিবার খরচা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার শতকরা দশভাগের কম লভ্য তাঁহাকে দিবেন না, এবং আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন—

(ক) কি অবস্থায় মধ্যস্বত্ব সৃষ্ট হইয়াছিল, যথা—মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি কিংবা তাহার অধিকাংশ, মধ্যস্বত্বাধিকারীর কিংবা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম আবাদ করা হইয়াছিল কিনা, মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির সময়ে কোন সেলামী বা পণ দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এবং জমি হাসিল করাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত কম খাজানায় প্রথমতঃ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছিল কিনা ; এবং

(খ) মধ্যস্বত্বাধিকারী বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীগণ কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন কিনা।

(৪) উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী নিজ মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ স্বয়ং দখল করিয়া থাকিলে অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ বিনা খাজনায় বা সামান্য খাজনায় দিয়া থাকিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজনার মধ্যে ধরিতে হইবে।

খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবার আদেশের ক্ষমতা।

৮ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে, এককালে খাজনা বৃদ্ধি করিলে প্রজার কষ্ট হইবে, তবে এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, দশ বৎসরের অনধিক (আদালত যেরূপ নির্দ্ধারিত করিবেন) সময় ব্যাপিয়া নির্দ্দেশমত সময়ে সময়ে খাজনা ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া বর্দ্ধিত হইবে।

টীকা। এই ধারাটী সংশোধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ৫ বৎসরের ভিতর খাজনা বৃদ্ধি করিবার বিধান ছিল। নূতন ধারায় ৫ বৎসর স্থলে ১০ বৎসর করা হইয়াছে; এবং কোন্ কোন্ সময়ে কিরূপভাবে খাজনা বৃদ্ধি হইবে তৎসম্বন্ধে আদালতের আদেশ দিবার ক্ষমতারও প্রসার করা হইয়াছে।

খাজনা একবার বর্দ্ধিত হইলে ১৫ বৎসর মধ্যে পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না।

৯ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা আদালত কর্ত্তৃক কিংবা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা হইলে, যে তারিখে ঐরূপে বৃদ্ধি করা হইয়াছে, আদালত সেই তারিখের পর পনের বৎসরের মধ্যে ঐ খাজনা আর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না; এবং যদি ৮ ধারা অনুসারে আদালত খাজনার ক্রমশঃ বৃদ্ধির আদেশ দিয়া থাকেন, তবে সেই

আদেশের তারিখ হইতেই খাজনার পূর্ণবৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া এই ধারা মতে বিবেচিত হইবে।

টীকা। এই ধারার "এবং…বিবেচিত হইবে" এই কথাগুলি ১৯২৮ সালে নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

মধ্যস্বত্বের অন্যান্য অনুষঙ্গ।

কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী উচ্ছেদযোগ্য নহে।

১০ ধারা। কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বাকারী ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি আছে তাহার সর্ত্তক্রমে যে নিয়মভঙ্গ করিলে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন এইরূপ হেতু বিনা, উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীকে তাঁহার ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না;

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পর চুক্তি করা হইয়া থাকিলে, উক্ত চুক্তির সর্ত্ত এই আইনের বিধানসঙ্গত হওয়া আবশ্যক।

কায়েমী মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার।

১১ ধারা। অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে পারে, প্রত্যেক কায়েমী মধ্যস্বত্বও এই আইনের বিধানাধীনে সেইপ্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর বা দান করা যাইতে পারিবে।

কায়েমী মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর।

১২ ধারা। (১) (ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম দ্বারা কিংবা পত্তনী বা অন্য মধ্যস্বত্বসংক্রান্ত আইনমত সরাসরি নিলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইযা) কোন কায়েমী মধ্যস্বত্ব বিক্রয়, দান বা বন্ধকমূলে হস্তান্তর করিতে হইলে, তাহা কেবল রেজিষ্টরী-করা দলীল দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

(২) যে দলীল দ্বারা বিক্রয়, দান বা খাই-খালাসী বন্ধকমূলে কোন

কায়েমী মধ্যস্বত্ব উক্ত মধ্যস্বত্বের একমাত্র ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্যের নিকট হস্তান্তর করা হয়, সেই দলীল রেজিষ্টারী করিতে হইলে রেজিষ্টারী আইন মতে যে ফী দিতে হয়, তদতিরিক্ত পরওয়ানার ফী স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট টাকা ও "ভূম্যধিকারীর ফী" বলিয়া অভিহিত নিম্নলিখিত ফী দেওয়া না হইলে, রেজিষ্ট্রার তাহা রেজিষ্টারী করিবেন না ঃ—

(ক) উক্ত মধ্যস্বত্ব নিষ্কর না হইলে, মধ্যস্বত্বের বার্ষিক খাজনার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে ; কিন্তু ঐরূপ ফী এক টাকার কম কিংবা একশত টাকার অধিক হইবে না ; এবং

(খ) উক্ত মধ্যস্বত্ব নিষ্কর হইলে, দুই টাকা ফী দিতে হইবে ; উভয়স্থলেই উক্ত ফী ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইবার নির্দ্ধারিত খরচা সমেত দিতে হইবে।

(৩) ঐরূপ কোন দলীল রেজিষ্টারী হইয়া গেলে রেজিষ্ট্রার কালেক্টরের নিকট ভূম্যধিকারীর ফী, উহা পাঠাইবার নিমিত্ত আবশ্যক খরচা, এবং হস্তান্তর ও রেজিষ্টারীকরণের নোটিশ নির্দ্দিষ্ট ফরমে পাঠাইবেন, এবং কালেক্টর, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, ঐ নোটিশে লিখিত ভূম্যধিকারীকে, বা তাঁহার সাধারণ এজেন্ট (common agent) যদি কেহ থাকে তাঁহাকে, ঐ ফী পাঠাইয়া দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর ঐ নোটিশ জারী করাইবেন।

(৪) এই ধারা এবং ১৩ ও ১৫ ধারা অনুসারে দেয় ভূম্যধিকারীর ফী বা তাহা পাঠাইবার নির্দ্ধারিত খরচা রেজিষ্ট্রারকে, বা আদালতে অথবা কালেক্টরকে, নির্দ্দিষ্ট প্রকারে দিতে হইবে।

টীকা। এই ধারার (২) প্রকরণে "উক্ত মধ্যস্বত্বের একমাত্র ভূম্যধিকারী (sole landlord) ভিন্ন অন্যের নিকট" এই কথাগুলি যোগ করা হইয়াছে। "আবশ্যকীয় খরচা" স্থলে "নির্দ্ধারিত খরচা" বসানো হইয়াছে ; (৩) প্রকরণে "বা

তাঁহার সাধারণ এজেণ্ট যদি কেহ থাকে” এই কথাগুলি নূতন যোগ করা হইয়াছে। (৪) প্রকরণটী একেবারে নূতন। ১৩ ধারাতেও এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

খাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে কায়েমী মধ্যস্বত্বের নিলাম।

১৩ ধারা। (১) কোন কায়েমী মধ্যস্বত্ব উহার নিজ বাকী খাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইলে, কিংবা খাই-খালাসী বন্ধক ভিন্ন কায়েমী মধ্যস্বত্বের অন্য কোন প্রকারের বন্ধক উদ্ধার-করণের স্বত্ব রহিত (foreclose) করা হইলে, আদালত দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডার ৯২ রুলমতে নিলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে, কিংবা উদ্ধারকরণের স্বত্ব রহিতকরণার্থ চূড়ান্ত ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে, ক্রেতার কিংবা বন্ধকগ্রহীতার প্রতি এই আদেশ করিবেন যে, তিনি ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইবার নির্দ্ধারিত খরচা সমেত ১২ ধারার উল্লিখিত ভূম্যধিকারীর ফী, এবং ভূম্যধিকারীর উপর নিলামের কিংবা ফোরক্লোজ করণের নোটিশ জারীকরণার্থ আরও যে ফী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন।

(২) নিলাম দৃঢ় করা হইলে কিংবা বন্ধক ফোরক্লোজ করণার্থ চূড়ান্ত ডিক্রী বা আজ্ঞা করা হইলে, আদালত কালেক্টরের নিকট ভূম্যধিকারীর ফী, উহা পাঠাইবার নির্দ্ধারিত খরচা ও নির্দ্দিষ্ট ফরমে নিলামের কিংবা ফোরক্লোজের নোটিশ পাঠাইবেন; এবং কালেক্টর, নোটিশে লিখিত ভূম্যধিকারীকে বা তাঁহার সাধারণ এজেণ্ট কেহ থাকিলে তাহাকে, নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ফী পাঠাইয়া দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর নোটিশ জারী করাইবেন।

১৪ ধারা। [রহিত হইয়াছে।]

১৫ ধারা। [illegible] উত্তরাধি-

কারী ব্যক্তি, কালেক্টরকে নির্দ্দিষ্ট ফরমে উত্তরাধিকারের নোটিশ দিবেন, এবং ভূম্যধিকারীর উপর নোটিশ জারী করাইবার নির্দ্দিষ্ট ফী ও ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইতে যে খরচা নির্দ্ধারিত আছে সেই খরচা সমেত ১২ ধারার উল্লিখিত ভূম্যধিকারীর ফী কালেক্টরকে দিবেন; এবং কালেক্টর নোটিশে লিখিত ভূম্যধিকারীকে ভূম্যধিকারীর ফী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে পাঠাইবেন ও তাঁহার উপর নোটিশজারী করাইবেন।

কিন্তু যদি উত্তরাধিকারের ৬ মাসের মধ্যে উত্তরাধিকারীর আবেদনে ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় নাম খারিজ দাখিল হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে উত্তরাধিকারীর এই ধারা অনুসারে নোটিশ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

টীকা। এই ধারার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটী নূতন। ইহা দ্বারা কালেক্টরের মারফৎ নোটিশ ও ফী ইত্যাদি না দিয়া আপোষে জমীদারের সেরেস্তায় নাম খারিজ দাখিল করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

১৬ ধারা। কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকারী যাবৎ ১৫ ধারার উল্লিখিত কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সম্পাদন না করিতেছেন, তাবৎ তিনি মধ্যস্বত্বের অধিকারী-স্বরূপ তাঁহার প্রাপ্য খাজনা নালিশ করিয়া বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা আদায় করিতে পারিবেন না।

উত্তরাধিকারের নোটিশ না দেওয়া পর্য্যন্ত খাজনা আদায়ে বাধা।

টীকা। এই আইনে ক্রোকের নিয়মাবলী উঠিয়া যাওয়াতে 'ক্রোক'শব্দও এই ধারা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

১৬ক ধারা। ১৩, ১৫, এবং ১৬ ধারায় "উত্তরাধিকারী" "হস্তান্তরগ্রহীতা "ক্রেতা", "বন্ধকগ্রহীতা" এবং "মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকারী" এই সকল বাক্যে তাঁহাদের স্বার্থের উত্তরাধিকারিগণকেও বুঝাইবে; কিন্তু যেখানে ভূম্যধিকারী স্বয়ং একমাত্র ভূম্যধিকারী সেখানে তাঁহাকে বুঝাইবে না।

অর্থ নির্দ্দেশ।

টীকা। এই ধারাটী ১৯২৮ সালে নূতন যোগ করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থের উত্তরাধিকারীগণকেও বুঝাইবে, এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলাই এই ধারার উদ্দেশ্য।

কায়েমী মধ্যস্বত্বের আংশিক হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার।

১৭ ধারা। ৮৮ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, ১২ হইতে ১৬ক পর্য্যন্ত ধারাগুলি কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বের কোন অংশের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও খাটিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকররী রাইয়ত।

মোকররী হারে ভূমি ভোগের অনুষঙ্গ সমূহ।

১৮ ধারা।—(১) চিরকালের নিমিত্ত মোকররী খাজনা বা মোকররী হারে খাজনা দিয়া যে রাইয়ত ভূমি ভোগ করেন—

(ক) তিনি, কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীকে যে সকল নিয়মাধীনে থাকিতে হয়, স্বীয় যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সকল বিধানের নিয়মাধীন থাকিবেন;

(খ) তিনি ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি আছে সেই চুক্তির মর্ম্ম অনুসারে, এই আইনসঙ্গত যে সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তিনি উচ্ছেদযোগ্য হন, তিনি সেই সর্ত্তভঙ্গ করা ছাড়া অন্য কোন কারণে স্বীয় ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উচ্ছেদ হইবেন না;

(গ) তিনি ২০ ধারায় উল্লিখিত সর্ত্তগুলি পালন করিলে সেই গ্রামের "স্থিতিবান প্রজা" বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ঘ) তিনি তাঁহার যোতের অন্তর্গত ভূমিতে (/০) কোন গাছ রোপন করিতে, (৵০) তাহার ফুল ফল ও অন্যান্য উৎপন্ন ভোগ করিতে, (৶০) তাহা কাটিতে, ও (।০) তাহার কাঠ ব্যবহার বা হস্তান্তর করিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) যোতের জমিতে দখলীস্বত্ব থাকিলেও ২৩ক হইতে ৩৮ পর্য্যন্ত ধারাগুলির বিধানসমূহ মোকররী রাইয়তের প্রতি খাটিবে না।

টীকা। এই ধারার অনেক অংশ নূতন। (গ) ও (ঘ) দফা ও (২) প্রকরণ নূতন। পূর্ব্বে নজীর ছিল যে, মোকররী রাইয়তগণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের বা স্থিতিবান রাইয়তের স্বত্বলাভ করিতে পারে না। এই নজীর এখন রহিত হইল। গাছ রোপন, তাহা কাটা ইত্যাদি কতকগুলি নূতন ক্ষমতা মোকররী রাইয়তকে দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ-ক অধ্যায়।

মধ্যস্বত্ব ও যোতের হস্তান্তর এবং ভূম্যধিকারীর ফী বিষয়ক বিধান।

হস্তান্তরের যে দলীলে ভূম্যধিকারী কোন পক্ষ নহেন তাহার উক্তি বাঁচাইবার কথা।

১৮-ক ধারা। ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য-বিষয়ক আইনের (Indian Evidence Act, 1872) ১৩ ধারায় লিখিত কোন বিধানসত্ত্বেও, ভূম্যধিকারী যাহাতে কোন পক্ষ নহেন এরূপ কোন হস্তান্তরের দলীলে যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ দলীলের উল্লিখিত মধ্যস্বত্ব বা যোতের চির-স্থায়িত্ব, খাজনার টাকার পরিমাণ বা স্থিরতা, ভূমির পরিমাণ বা হস্তান্তরযোগ্যতা বা অন্য কোন অনুষঙ্গের সাক্ষ্যস্বরূপ গণ্য হইবে না।

ভূম্যধিকারী কর্তৃক ফী গ্রহণ সম্বন্ধে বাঁচাইবার কথা।

১৮-খ ধারা। তৃতীয় বা চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে যে ভূম্যধিকারীর ফী দেয় হয়, তাহা কোন ভূম্যধিকারী কর্তৃক গৃহীত হইলে, উহা—

(ক) ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের চিরস্থায়িত্ব, খাজনার টাকার পরিমাণ বা স্থিরতা, ভূমির পরিমাণ বা হস্তান্তরযোগ্যতা বা অন্য কোন অনুষঙ্গসম্বন্ধে স্বীকারকরণস্বরূপ গণ্য হইবে না ; কিংবা

(খ) ৮৮ ধারার বিধানানুসারে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগ-করণ সম্বন্ধে কিংবা উহার জন্য দেয় খাজনার বণ্টন সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে সম্মতিদানস্বরূপ বিবেচিত হইবে না।

ভূম্যধিকারীর ফী বাজেয়াপ্তের কথা।

১৮-গ ধারা। ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধক) আইনের প্রচলনের সময়ের পূর্ব্বে বা পরে, যে সকল ভূম্যধিকারীর ফী বা ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম অধ্যায় অনুসারে কালেক্টরের নিকট জমা হয়, এবং ৪৮জ ধারার (১) প্রকরণ অনুসারে যে সমস্ত ফী কালেক্টরের নিকট জমা হয়, তাহা নোটিশজারীর তারিখ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে ভূম্যধিকারী গ্রহণ বা দাবী না করিলে, গভর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইবে ও যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এলাকার মধ্যে এইরূপ ফী জমা হয়, সেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে তাহা প্রদান করা হইবে।

টীকা। এই ধারাটী সংশোধিত করিয়া 'তিন বৎসর' স্থলে পাঁচ বৎসর করা হইয়াছে, এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে টাকা দেওয়ার কথাটী নূতন যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত।

সাধারণ।

বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিতে থাকিবে।

১৯ ধারা। (১) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধক) আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, আইনের বলে কিংবা দেশাচারক্রমে কিংবা অন্য প্রকারে কোন ভূমিতে যে রাইয়তের দখলী-স্বত্ব থাকে, সেই আইন প্রচলিত হইলে পরও সেই রাইয়তের উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে।

(২) ১ ধারার (৩) প্রকরণের (/০) কিংবা (৵০) দফার বিধানানু-সারে বিজ্ঞাপনদ্বারা উক্ত দফার উল্লিখিত কোন স্থান বা তাহার অংশ এই আইনের এলাকা হইতে বাদ দেওয়া হইলেও, তৎসম্বন্ধে অগ্রেই যে স্বত্ব, বাধ্যতা বা দায়িত্ব উৎপন্ন হইয়াছে, উক্তরূপ বাদ দেওয়া দ্বারা ঐ স্বত্ব প্রভৃতির কোনও বিঘ্ন হইবে না।

"স্থিতিবান" শব্দের অর্থ।

২০ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পূর্ব্বে বা পরে, যে ব্যক্তি, ১২ বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে কোন গ্রামস্থ জমি রাইয়ত-স্বরূপ পাট্টাক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে ভোগ করিয়া থাকে, সে উক্তকাল অতীত হইবার পর ঐ গ্রামের "স্থিতিবান রাইয়ত" বলিয়া গণ্য হইবে।

(১ক) উক্ত দ্বাদশ বৎসর কাল আরম্ভ হইবার পরে কোন গ্রাম জরিপকৃত এবং লিপিবদ্ধ হইলেও, বা 'গ্রাম' বলিয়া অভিহিত হইলেও,

এই ধারার কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর কাল ধরিয়া সেই গ্রামে ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমি-বিশেষ ভোগ করিয়া থাকিলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ঐ গ্রামস্থ জমি ক্রমান্বয়ে ভোগ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি রাইয়ত-স্বরূপে কোন ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, তাহার উত্তরাধিকারীও এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই ভূমি রাইয়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) দুই বা ততোধিক অংশীদার, রাইয়তী যোতস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রাইয়তস্বরূপ ঐ জমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যতকাল রাইয়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সে সেই গ্রামের স্থিতিবান রাইয়ত থাকিবে।

(৬) যদি কোন রাইয়ত ৮৭ ধারা মতে পুনরায় জমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও স্থিতিবান রাইয়ত রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৭) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রাইয়ত-স্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ তদ্বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও তাহার উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর মধ্যে ইহাই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর কাল রাইয়ত-স্বরূপ ভোগ করিয়াছে।

২১ ধারা। (১) যে ব্যক্তি ২০ ধারার অর্থমত কোন গ্রামের স্থিতিবান রাইয়ত হয়, সে ব্যক্তি উক্ত গ্রামের রাইয়ত-স্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে দখলীস্বত্ব পাইবে।

স্থিতিবান্ রাইয়তদের দখলীস্বত্ব থাকিবে।

(২) যে ব্যক্তি ২০ ধারার অর্থমত কোন গ্রামের স্থিতিবান রাইয়ত হইয়া ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চ হইতে এই আইনের আরম্ভ-কাল পর্য্যন্ত যে-কোনও সময়ে, রাইয়তস্বরূপে গ্রামের অন্তর্গত ভূমি ভোগ দখল করে, সে তাৎকালিক আইনানুসারে সেই ভূমিতে দখলীস্বত্ব পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কোন আদালত যে ডিক্রী বা হুকুম দিয়াছেন এই প্রকরণের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

২২ ধারা। (১) কোন দখলিস্বত্ববিশিষ্ট যোতের উপরিস্থ মালিক যদি ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী হয়, এবং সেই যোতে ভূম্যধিকারীর ও রাইয়তের যে সমুদয় স্বত্ব থাকে তাহা হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে একই ব্যক্তিতে মিলিত হয়, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি তদ্দ্বারা ঐ ভূমি রাইয়ত স্বরূপ দখল করিবার স্বত্ব পাইবেন না, তবে অবস্থানুসারে ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী-রূপে উহা ভোগ করিবেন। কিন্তু এই প্রকরণের কোন কথায় কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের কোন হানি হইবে না।

ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফল।

(২) ভূমিতে যে ব্যক্তির ভূস্বামীস্বরূপে অথবা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধি-কারীরূপে এজমালী স্বার্থ থাকে বা উদ্ভূত হয়, তিনি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে বা অন্য যে-কোন প্রকারে উক্ত ভূমির অন্তর্গত

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোত বা তাহার কোন অংশ এবং তৎসহ দখলীস্বত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবেন, তাহাতে কোন বাধা নাই।

কিন্তু কোন সরিক ভূম্যধিকারী খাজনার ডিক্রীজারীর নিলামে বা এই আইনমতে সার্টিফিকেট জারীক্রমে কোন প্রজার যোত ক্রয় করিলে, তিনি উক্ত যোতের অন্তর্গত ভূমি রাইয়তরূপে ভোগ করিতে পারিবেন না, তিনি উহা অবস্থানুসারে ভূস্বামী অথবা মধ্যস্বত্বাধিকারীরূপে দখল করিতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমি ব্যবহারের জন্য তাঁহার অংশীদারগণকে সঙ্গত ও ন্যায্য অর্থ দিবেন। হস্তান্তরের সময়ে রাইয়ত কর্ত্তৃক অন্য সরিক ভূম্যধিকারীগণকে যে খাজনা দেয় হয় তাহাই সঙ্গত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া বিবেচিত হইবে, যতক্ষণ না দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজনার বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধে এই আইনের বিধিমতে অন্যরূপ নিয়ম স্থিরীকৃত হইতেছে।

(৩) কোন ব্যক্তি অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী অথবা খাজনার ইজারাদার-স্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে, তিনি ঐরূপ ভোগ করিবার কালে নিজ মধ্যস্বত্বে অথবা ইজারার অন্তর্গত কোন ভূমিতে রাইয়ত স্বরূপ দখল করিবার কোন স্বত্ব পাইবেন না।

ব্যাখ্যা। যদি কোন ব্যক্তি রাইয়তস্বরূপ কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান হন, তাহা হইলে তিনি পরে অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী অথবা খাজনার ইজারাদাররূপে উক্ত ভূমি ভোগ করিলেও উক্ত স্বত্ব লুপ্ত হইবে না।

টীকা। এই ধারার (২) প্রকরণটী সংশোধিত হইয়া নূতনভাবে লিখিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য প্রকরণে ভাষার কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পুরাতন ধারার (২) প্রকরণে এই দোষ ছিল যে কোন অংশী ভূম্যধিকারী কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ক্রয় করিলে তাহাতে তাঁহার যে কি স্বত্ব জন্মিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট

করিয়া লিখিত ছিল না। কিন্তু এই সংশোধিত ধারা অনুসারে উক্ত অংশী দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইবেন বলিয়া স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। তবে এই উপবিধি করা হইযাছে যে, বাকী খাজনার নিলামে বা সার্টিফিকেট অনুসারে ঐ প্রকার যোত প্রাপ্ত হইলে তাহাতে উক্ত স্বত্ব হইবে না বা তিনি রাইয়তরূপে দখল করিতে পারিবেন না; এবং তিনি তাঁহার অন্য অংশীদারগণকে খাজনারূপে কিছু না দিয়া, নিজে জমি ভোগ-দখল করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গ।

ভূমির ব্যবহার বিষযে রাইয়তদের স্বত্ব।

২৩ ধারা। কোন ভূমিতে কোন রাইয়তের দখলীস্বত্ব থাকিলে, যাহাতে ভূমির মূল্যের বিশেষরূপ হানি না হয় কিংবা ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি যে কোন প্রকারে ভূমি ব্যবহার করিতে পারেন।

দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের বৃক্ষে স্বত্ব।

২৩ক ধারা। ২৩ ধারার বিধানের অধীনে কোন রাইয়তের কোন ভূমিসম্বন্ধে দখলীস্বত্ব থাকিলে তিনি তাঁহার ভূমির উপর (১) কোন বৃক্ষ রোপন করিতে (২) তাহার ফুল, ফল ও অন্য উৎপন্ন ভোগ করিতে, (৩) বৃক্ষ কাটিতে, এবং (৪) তাহার কাঠ ব্যবহার বা হস্তান্তরিত করিতে স্বত্ববান হইবেন।

টীকা। এই ধারাটী নূতন সংযোজিত হইয়াছে, এবং গাছকাটা সম্বন্ধে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে সম্পূর্ণ স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে ২৩ ধারায় উক্ত রাইয়তকে গাছ কাটিতে স্পষ্টরূপে নিষেধ করা ছিল।

রাইয়তের খাজনা দিবার দায়।

২৪ ধারা। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত স্বীয় যোতের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজনা দিবেন।

২৫ ধারা। নিম্নলিখিত কারণে উচ্ছেদের ডিক্রীজারীক্রমে ভিন্ন অন্য কোনমতে ভূম্যধিকারী কোন দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে তাঁহার যোত হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না—

বিশেষ হেতু বিনা উচ্ছেদ হইতে পারিবে না।

(ক) রাইয়ত তাঁহার যোতের অন্তর্গত ভূমি এরূপভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহা প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়াছে ; কিংবা

(খ) তিনি এই আইনের বিধানসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ হইলে তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত তাঁহার যে চুক্তি আছে তাহার সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে।

২৬ ধারা। কোন রাইয়ত তাঁহার দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে উইল না করিয়া মৃত হইলে, অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাহার উত্তরাধিকার হইবে ; (তবে বিপরীত ভাবের দেশাচার থাকিলে তাহা প্রযোজ্য হইবে) ; কিন্তু যেস্থলে উত্তরাধিকার আইনমতে তাঁহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে অর্শায় সেস্থলে তাঁহার দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

রাইয়তের মৃত্যুতে দখলীস্বত্বের উত্তরাধিকার।

২৬ক ধারা। ১৯২৯ সালের ১লা এপ্রিলের পর দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়তের যোতের কিংবা তাহার অংশের ও তন্নিহিত দখলীস্বত্বের হস্তান্তরে ২৬খ হইতে ২৬ঞ পর্য্যন্ত ধারার বিধানগুলি প্রযোজ্য হইবে।

২৬ খ হইতে ২৬ ঞ পর্য্যন্ত ধারার প্রয়োগ।

টীকা। এই ধারা হইতে ২৬ ঞ ধারা পর্য্যন্ত নূতন যোগ করা হইয়াছে। এই ধারাগুলিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

২৬খ ধারা। অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা যায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোত কিংবা তাহার অংশ, এবং তন্নিহিত দখলীস্বত্ব, এই আইনের বিধানের অধীনে সেইরূপ হস্তান্তর করিতে পারা যাইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার যোত দখলীস্বত্ব সমেত হস্তান্তরযোগ্য।

২৬গ ধারা। (১) উইল দ্বারা বা ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম দ্বারা বা ১৯১৩ সালের বঙ্গীয় রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইন (Public Demands Recovery Act) অনুসারে সার্টিফিকেট দ্বারা হস্তান্তর ব্যতিরেকে, প্রত্যেক হস্তান্তরই রেজিষ্ট্রীকৃত দলীল দ্বারা সম্পাদিত করিতে হইবে।

কি প্রকারে হস্তান্তর হইবে; ভূম্যধিকারীকে নোটিশ।

(২) হস্তান্তরের দলীলে প্রত্যেক যোতের কিংবা তাহার অংশের বিক্রয়ের পণ, অথবা পণ না থাকিলে তাহার মূল্য, পৃথকভাবে লেখা না থাকিলে এবং তাহার সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বলিত না থাকিলে, কোন রেজিষ্ট্রার তাহা রেজিষ্টারী করিবেন না—

(ক) হস্তান্তরের বিশদ বিবরণযুক্ত নির্দ্দিষ্ট ফরমে নোটিশ,

(খ) ভূম্যধিকারী বা তাঁহার সাধারণ এজেণ্টের (যদি কেহ থাকে) উপর সেই নোটিশ জারি করিবার জন্য নির্দ্ধারিত পরওয়ানা ফী,

(গ) ২৬ঘ ধারায় নির্দ্ধারিত টাকার ফী (অতঃপর যাহা ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী" (landlord's transfer-fee) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে); এবং

(ঘ) ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার সাধারণ এজেণ্টের নিকট (যদি কেহ থাকে) ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী পাঠাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট খরচা।

(৩) এইরূপ দলীলের রেজিষ্টারী কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, রেজিষ্ট্রার

কালেক্টরের নিকট ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী, তাহা পাঠাইবার খরচা এবং নির্দ্দিষ্ট ফরমে হস্তান্তরের নোটিশ পাঠাইয়া দিবেন; এবং নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কালেক্টর নোটিশে উল্লিখিত ভূম্যধিকারী অথবা তাঁহার সাধারণ এজেন্টের (যদি কেহ থাকে) নিকট ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী পাঠাইয়া দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর নোটিশ জারী করাইবেন।

কিন্তু যে স্থলে কোন সাধারণ এজেন্ট না থাকে, সে স্থলে কোন সরিক ভূম্যধিকারী কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়া, ও ভূমি রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টর কর্ত্তৃক সংরক্ষিত মধ্যবর্ত্তী রেজিষ্টারের (intermediate register) নকল অথবা এই আইনের দশম অধ্যায়মতে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনের (record of rights) উদ্ধৃত অংশবিশেষ অথবা দরখাস্তকারীর অংশ ও স্বত্বপ্রকাশক অন্য কোন দলীল দাখিল করিয়া, নিজ অংশের অনুপাতে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফীর অংশ লইতে পারিবেন।

আরও যখন কোন একমাত্র ভূম্যধিকারী কোন যোত বা তাহার অংশ ক্রয় করেন তখন ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী জমা দিবার এবং কোন নোটিশ জারী করিবার প্রয়োজন নাই। এবং যখন কোন সরিক-ভূম্যধিকারী কোন যোত বা তাহার কোন অংশ ক্রয় করেন এবং হস্তান্তরের দলীলে যদি তাঁহার স্বীয় অংশের পরিমাণ উল্লিখিত থাকে, তবে তিনি বক্রী সরিকদের অংশের ন্যায় হারাহারিভাবে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী জমা দিতে পারিবেন।

(৪ উইলদ্বারা হস্তান্তর হইলে, প্রোবেট বা লেটার্স অফ্ এডমিনিষ্ট্রেশন দিবার পূর্ব্বে আদালত সেই দরখাস্তকারীকে উইলের বিশদ বিবরণসম্বলিত নির্দ্দিষ্ট ফরমে নোটিশ দাখিল করিতে এবং নির্দ্ধারিত পরওয়ানা ফী (তলবানা) ও ২৬ঘ ধারায় নির্দ্ধারিত

ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী, এবং তাহা ভূম্যধিকারী বা তাঁহার সাধারণ এজেণ্টের (যদি কেহ থাকে) নিকট পাঠাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট খরচা জমা দিতে, আদেশ করিবেন।

(৫) প্রোবেট বা লেটার্স অফ্ এডমিনিষ্ট্রেশন দেওয়া হইলে, আদালত কালেক্টরের নিকট ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী, তাহা পাঠাইবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট খরচা ও নির্দ্দিষ্ট ফরমে নোটিশ পাঠাইয়া দিবেন; এবং কালেক্টর নোটিশে উল্লিখিত ভূম্যধিকারী অথবা তাঁহার সাধারণ এজেণ্টের (যদি কেহ থাকে) নিকট উক্ত ফী পাঠাইয়া দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর নোটিশ জারী করাইবেন।

(৬) হস্তান্তরের তারিখে যোতের বাকী খাজনা বাবদ কিংবা ঐ যোতের বা তাহার কোন অংশের বন্ধক বাবদ যদি কিছু টাকা দেয় থাকে এবং খরিদদার যদি তাহা পণ বা পণের অংশ স্বরূপ পরিশোধ করে বা করিতে সম্মত থাকে, তবে হস্তান্তরের দলীলেও তাহা লিখিত থাকিবে; এবং দলীলে লিখিত উক্ত টাকা, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়, ২৬ঘ কিংবা ২৬চ ধারার অভিপ্রায়মত পণের টাকা বা তাহার অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।

(৭) ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী এবং তাহা পাঠাইবার খরচা (যাহা এই ধারা বা ২৬ঙ ধারা অনুসারে দেয়) রেজিষ্ট্রারের কিংবা আদালতের নিকট নির্দ্দিষ্ট প্রকারে দিতে হইবে।

ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী।

২৬-ঘ ধারা। (ক) যে যোতের খাজনা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক-ভাবে ফসলে দেওয়া হয়, এরূপ যোত বা তাহার অংশ বিক্রয় স্থলে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী বা নজরের পরিমাণ হস্তান্তরের দলীলে লিখিত পণের টাকার শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে হইবে।

(খ) যে যোতের খাজনা নগদ টাকায় দেওয়া হয়, এরূপ যোত বা তাহার অংশ বিক্রয় স্থলে ঐ নজরের পরিমাণ হস্তান্তরের দলীলে লিখিত পণের টাকার শতকরা ২০৲ টাকা হইবে অথবা যে যোত বা অংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার বার্ষিক খাজনার ৫ গুণ হইবে, এই দুইএর মধ্যে যাহা অধিকতর হয় ;

(গ) যোত বা তাহার কোন অংশ বিনিময়দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, উক্ত নজরের পরিমাণ হস্তান্তরের দলীলে লিখিত মূল্যের টাকার শতকরা ৫৲ টাকা, কিংবা যে যোত বা তাহার অংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার বার্ষিক খাজনার সওয়া গুণ, ইহাদের মধ্যে যেটা বেশী হয়, তাহা প্রত্যেক পক্ষকর্ত্তৃক দেয় হইবে ;

(ঘ) যোত বা তাহার কোন অংশ দান দ্বারা হস্তান্তরিত করা হইলে ঐ ফীর পরিমাণ হস্তান্তরের দলীলে লিখিত মূল্যের টাকার শতকরা ২০৲ টাকা হইবে, অথবা যে যোত বা অংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার অংশের বার্ষিক খাজনার ৫ গুণ হইবে, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিকতর হয় ;

(ঙ) যোত বা তাহার অংশ উইলদ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, প্রোবেট বা লেটার্স অফ এডমিনিষ্ট্রেশন লইতে গেলে ষ্টাম্প-কর ধার্য্যের জন্য আদালত যে মূল্য নির্দ্ধারিত করেন তাহার শতকরা ১০৲ টাকা, অথবা হস্তান্তরিত যোত বা তাহার অংশের বার্ষিক খাজনার আড়াই গুণ, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশী হয় তাহা ভূম্যধিকারীকে নজর দিতে হইবে।

কিন্তু, বিশেষ বিধি এই যে, যখন কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোতের কোন অংশমাত্র হস্তান্তরিত হয়, তখন এই ধারা কিংবা ২৬ঙ ধারা অনুসারে ভূম্যধিকারীর নজর নিরূপণ করিবার জন্য, হস্তান্তরিত অংশের পরিমাণ সমগ্র যোতের পরিমাণের যত ভাগ হয়, হস্তান্তরিত অংশের

খাজনাও সমগ্র যোতের খাজনার পরিমাণের তত ভাগ হইবে বলিয়া ধরিতে হইবে ;

আরও বিশেষ বিধি এই যে, নিম্নলিখিত স্থলে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর ফী দিতে হইবে না—

(৴০) **স্বামীকে** বা স্ত্রীকে বা তিন পুরুষের আত্মীয়দের মধ্যে কাহাকে উইল বা দান বা হেবা দ্বারা হস্তান্তর করা হইলে ;

(৵০) মুসলমান আইনের বিধানমতে, কোন ওয়াক্‌ফে যদি তাহার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে দাতার নিজের বা তাঁহার স্বামীর বা স্ত্রীর বা তিনপুরুষের আত্মীয়দের মধ্যে কাহারও ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকে ;

(৶০) কোন ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক লাভের কোন ব্যবস্থা না রাখিয়া ধর্ম্মার্থে বা লোকহিতার্থে দান করা হইলে।

কিন্তু কোন ওয়াক্‌ফে স্বয়ং দাতা বা তাঁহার স্বামী বা স্ত্রী বা তাঁহার তিনপুরুষের আত্মীয়গণ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকিলে, এই ধারার বিহিত ভূম্যধিকারীর ফী দিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—(১) হেবা অর্থে কোন অর্থের বিনিময়ে হেবা-বিল-এওয়াজ্ বুঝাইবে না।

ব্যাখ্যা।—(২) এই ধারার কার্য্যপক্ষে আত্মীয় অর্থে হিন্দু আইন অনুসারে দত্তকপুত্রকেও বুঝাইবে।

২৬৬ ধারা। (১) বাকী খাজনার ডিক্রী বা সার্টিফিকেট ব্যতীত অন্য ডিক্রীজারীক্রমে, বা রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইন অনুসারে সার্টিফিকেটক্রমে, যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোত কিংবা তাহার কোন অংশ নিলাম হয়, এবং ক্রেতা বা ডিক্রীদার একমাত্র ভূম্যধিকারী না হন, তাহা হইলে

ডিক্রীজারী অথবা সার্টিফিকেট ক্রমে নিলাম, বা বন্ধক ফোরক্লোজ হইলে কার্য্যপ্রণালী।

আদালত কিংবা রাজস্ব কর্ম্মচারী, নিলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ফরমে হস্তান্তরের বিশদ বিবরণসম্বলিত নোটিশ দাখিল করিতে ও পণের টাকার সঙ্গে নির্দ্ধারিত পরিমাণ পরওয়ানা-ফী, এবং ক্রয়মূল্যের শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে কিংবা বিক্রীত যোত বা তদীয় অংশের বার্ষিক খাজনার ৫ গুণ হিসাবে (যেটা বেশী হয়) ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী এবং তাহা ভূম্যধিকারীকে পাঠাইবার নির্দ্দিষ্ট খরচা জমা দিতে ক্রেতাকে আদেশ করিবেন।

কিন্তু কোন সরিক-ভূম্যধিকারী ক্রয় করিলে, তিনি পরোয়ানা ফীর উপর অন্যান্য বাকী সরিকদের অংশের অনুপাতে ভূম্যধিকারীর ফী ও তাহা পাঠাইবার খরচাও আমানত করিবেন।

(২) যখন কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোতের বা তদীয় অংশের বন্ধক ফোরক্লোজ হয়, এবং ডিক্রীদার স্বয়ং একমাত্র ভূম্যধিকারী না হন, তখন ফোরক্লোজের ডিক্রী বা হুকুম চূড়ান্ত করিবার পূর্ব্বে, আদালত ভূম্যধিকারীকে বা তাঁহার সাধারণ এজেণ্টকে (যদি কেহ থাকেন) নোটিশ দিয়া উক্ত যোতের বাজারদর নিরূপণ করিবেন, এবং বন্ধকগ্রহীতাকে নির্দ্দিষ্ট ফরমে হস্তান্তরের বিশদ বিবরণসম্বলিত নোটিশ দাখিল করিতে এবং নির্দ্দিষ্ট পরওয়ানা-ফী (তলবানা) এবং উক্ত বাজারদরের শতকরা ২০৲ টাকা হারে হিসাব করিয়া ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী ও তাহা ভূম্যধিকারীকে পাঠাইবার নির্দ্দিষ্ট খরচা, জমা দিতে আদেশ করিবেন।

(৩) আদালত বা রাজস্ব কর্ম্মচারী (১) প্রকরণমতে যে আদেশ করেন, সেই আদেশে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা উক্ত আদেশ পালন না করিলে, উক্ত আদালত বা রাজস্ব কর্ম্মচারী পণের টাকা জব্দ করিবার ও উক্ত যোত বা তদীয় অংশের পুনরায় নিলাম হইবার

আদেশ দিতে পারিবেন। কোন বন্ধকগ্রহীতা (২) প্রকরণমতে আদেশের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই আদেশমত কার্য্য না করিলে, আদালত ফোরক্লোজের মোকদ্দমা ডিস্‌মিসের আদেশ দিতে পারিবেন।

(৪) নিলাম দৃঢ় করা হইয়া গেলে কিংবা বন্ধক-ফোরক্লোজের ডিক্রী বা হুকুম চূড়ান্ত হইয়া গেলে, আদালত কালেক্টরের নিকট ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী ও তাহা পাঠাইবার নির্দ্দিষ্ট খরচা এবং নির্দ্দিষ্ট ফরমে নিলামের কিংবা ফোরক্লোজের নোটিশ পাঠাইয়া দিবেন, এবং কালেক্টর নোটিশে উল্লিখিত ভূম্যধিকারীর কিংবা তাঁহার সাধারণ এজেণ্টের (যদি কেহ থাকেন) নিকট নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত ফী পাঠাইয়া দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর নোটীশ জারী করাইবেন।

কিন্তু কোন সাধারণ এজেণ্ট না থাকিলে, কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়া ও ভূমি রেজেষ্টারী বিষয়ক আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টর কর্ত্তৃক সংরক্ষিত মধ্যবর্ত্তী রেজিষ্টারের (intermediate register) নকল অথবা এই আইনের দশম অধ্যায়-মতে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনের (record of rights) উদ্ধৃত অংশবিশেষ, অথবা দরখাস্তকারীর অংশ ও স্বত্বপ্রকাশক অন্য কোন দলীল দাখিল করিয়া, নিজ অংশের অনুপাতে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর ফী-র অংশ লইতে পারিবেন।

২৬চ ধারা। (১) (ক) ক্রয় ভিন্ন অন্য প্রকারে যোতে যাঁহার বর্ত্তমান স্বার্থ অর্জ্জিত হইয়াছে এরূপ সরিকের নিকট হস্তান্তর, (খ) যোতের বাকী খাজনা, বা খাজনার ন্যায় যাহা আদায় করা হয় এরূপ পাওনার ডিক্রীর জারীক্রমে অথবা রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইন অনুসারে সার্টিফিকেট-ক্রমে নিলাম,

অব্যবহিত উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর ক্রয়ের ক্ষমতা।

(গ) বিনিময় ক্রমে হস্তান্তর, কিংবা

(ঘ) ২৬ঘ ধারার দ্বিতীয় বিশেষবিধিতে লিখিত হস্তান্তর,

এই উপরোক্ত চারি দফার লিখিত হস্তান্তর ব্যতীত অন্যান্য হস্তান্তরে, যোতের কিংবা হস্তান্তরিত অংশের অব্যবহিত উপরিস্থ ভূম্যধিকারী, তাঁহার উপর ২৬-গ ধারা ও ২৬ঙ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি হইবার দুই মাসের মধ্যে আদালতে এই বলিয়া দরখাস্ত করিতে পারেন যে, উক্ত যোত কিংবা তদীয় অংশ তাঁহার নিকট যেন হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়া হয়।

(২) উক্ত ভূম্যধিকারী, তাঁহার উপর যে নোটিশ জারী হইয়াছে তাহাতে লিখিত পণের টাকা কিংবা সম্পত্তির মূল্য, এবং তৎসহিত উক্ত টাকার শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণের টাকা যদি দরখাস্তের সঙ্গে আদালতে জমা না দেন, তবে উক্ত দরখাস্ত ডিসমিস হইবে।

(৩) উক্তরূপ টাকা জমা দেওয়া হইলে, আদালত, ক্রেতাকে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির হইতে ও হস্তান্তরের তারিখের পরবর্ত্তী কালের খাজনা বাবদ কিংবা ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর ফী-স্বরূপ কিংবা সম্পত্তি দায়মুক্ত করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু টাকা তিনি দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে নোটিশ দিবেন। আদালত তৎপরে দরখাস্তকারীকে, এবং (৪) প্রকরণের (খ) দফা অনুসারে যে ব্যক্তি সহ-দরখাস্তকারীরূপে পক্ষভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাকে, ন্যায্য সময়মধ্যে, ক্রেতা এই বাবদ যাহা দিয়াছেন তত টাকা, ও যে তারিখে উক্তরূপ খাজনা বা ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী দেওয়া হইয়াছিল কিংবা সম্পত্তি দায়মুক্ত করা হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে শতকরা অনধিক ১২৷৷৹ টাকা হার হিসাব করিয়া যে সুদ হয় তাহা, জমা দিতে আদেশ করিবেন।

(৪)(ক) কোন অব্যবহিত উপরিস্থ সরিক-ভূম্যধিকারী (১) প্রকরণ অনুসারে দরখাস্ত করিলে, বাকী সরিক-ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে কেহ, এবং ক্রেতা যদি তাঁহাদের মধ্যে একজন হন তবে তিনিও, উক্ত প্রকরণে লিখিত দুইমাস কাল অথবা দরখাস্তের তারিখ হইতে একমাস, এই দুই-এর মধ্যে যে সময় পরবর্ত্তী হয়, তাহার মধ্যে, উক্ত অব্যবহিত উপরিস্থ সরিক ভূম্যধিকারীর আবেদনে সহ-দরখাস্তকারীরূপে যুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন ; এবং যে সরিক-ভূম্যধিকারী (১) প্রকরণ অনুসারে দরখাস্ত করেন নাই, কিংবা এই প্রকরণ অনুসারে পক্ষভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করেন নাই, তাঁহার এই ধারা অনুসারে আর ক্রয় করিবার কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

(খ) আদালত (৪) (ক) প্রকরণে উল্লিখিত দুই মাসের অনূর্দ্ধে যে সময় নির্দ্ধারিত করেন, সেই সময় মধ্যে, যে সরিক-ভূম্যধিকারী (১) প্রকরণ অনুসারে দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহাকে (২) প্রকরণ অনুসারে তাঁহার দেয় অংশ দিবার জন্য আদালত যে টাকা নিরূপণ করেন, সেই টাকা দরখাস্তকারী আদালতে আমানত করিলে, সহ-দরখাস্তকারীরূপে পক্ষভুক্ত হইবার দরখাস্ত মঞ্জুর হইবে।

(৫) উপরোক্ত (২) প্রকরণ মতে অথবা (৪) প্রকরণের (খ) দফামতে এবং (৩) প্রকরণমতে টাকা আমানত করা হইলে, আদালত দরখাস্ত মঞ্জুরের আদেশ দিবেন, ও (২) ও (৩) প্রকরণানুসারে আমানত-করা টাকা ক্রেতাকে অথবা আদালত উচিত বিবেচনা করিলে অন্য কোন ব্যক্তিকে দিবার আদেশ করিবেন।

(৬) উপরোক্ত (৫) প্রকরণ-অনুযায়ী আদেশের তারিখ হইতে—

(৵০) হস্তান্তরিত যোতে কিংবা তাহার খণ্ড বা অংশে ক্রেতার যাহা কিছু স্বত্ব স্বামিত্ব ও স্বার্থ উদ্ভূত হইয়াছিল, সে সমস্তই

২২ ধারার বিধানাধীনে, সেই অব্যবহিত উপরিস্থ ভূম্যধিকারী বা সরিক-ভূম্যধিকারীতে বর্ত্তিবে ও হস্তান্তরের তারিখের পর যে সকল দায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইবে ;

(৵০) যোতের খাজনার নিমিত্ত ক্রেতার কোন দায়িত্ব থাকিবে না ; এবং

(৶০) উক্ত ভূম্যধিকারীর অথবা অব্যবহিত উপরিতন সরিক ভূম্যধিকারীর (যাঁহাতে উক্তরূপে সম্পত্তি বর্ত্তিয়াছে) পুনর্দরখাস্ত অনুসারে আদালত তাঁহাকে সম্পত্তির দখল দিতে পারিবেন।

(৭) ক্রেতার স্বত্ব স্বামিত্ব ও স্বার্থ (৬) প্রকরণ অনুসারে রহিত করা হইয়া থাকিলে, তিনি ১৫৬ ধারার (ক), (গ) ও (ঘ) দফার অভিপ্রায়ার্থ, যে তারিখে ভূম্যধিকারী (১) প্রকরণ অনুসারে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, সেই তারিখে আরব্ধ কার্য্যপ্রণালী দ্বারা যেন স্বীয় যোত হইতে উচ্ছেদ হইয়াছেন এইরূপ গণ্য করা হইবে।

(৮) মুসলমান আইনমতে কাহারও হক্‌সফার স্বত্ব থাকিলে, তিনি এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

২৬-ছ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত তাঁহার যোত বা তাহার খণ্ড বা অংশবিশেষ সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধক দিতে পারেন, কিন্তু তাহা কোন চুক্তি মতে কোন অবস্থাতেই ১৫ বৎসরের অধিক কালের জন্য হইতে পারিবে না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের বন্ধক দিবার ক্ষমতা।

(২) চুক্তি থাকা সত্ত্বেও, উক্ত ১৫ বৎসর কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে ঐ বন্ধক উদ্ধার করা যাইতে পারিবে।

(৩) এরূপ প্রত্যেক বন্ধকই ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

(৪) এই আইনের অন্যত্র বা অপর কোন আইনে অন্য কিছু বিধান থাকা সত্ত্বেও, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত স্বীয় যোত কিংবা তদীয় খণ্ড বা অংশ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকারের খাইখালাসী বন্ধক দিলে তাহা কার্য্যকর হইবে না ; এবং—

(ক) ১৫ বৎসরের উর্দ্ধ কালের জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের স্বীয় যোতের বা তদীয় খণ্ড বা অংশবিশেষের সম্পূর্ণ খাইখালাসী-বন্ধকের দলিল, কিংবা

(খ) উক্তরূপ যোতের বা তাহার খণ্ড বা অংশবিশেষের সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধক ভিন্ন অন্য কোন প্রকার খাই-খালাসী বন্ধকের দলিল—

রেজিষ্টারীর জন্য গৃহীত হইবে না, এবং কোন আদালত বা সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রমাণরূপে গৃহীত বা কার্য্যে অনুসৃত হইবে না।

নিষ্কর যোতের হস্তান্তর।

২৬ জ ধারা। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের নিষ্কর যোতের বা তদীয় খণ্ড বা অংশের হস্তান্তর হইলে, হস্তান্তরগ্রহীতা ভূম্যধিকারীকে ২৲ টাকা ফী-স্বরূপ দিবেন ; উহা স্থলবিশেষে ১২ বা ১৩ ধারার বিধানমতে দিতে হইবে ; এবং হস্তান্তরের অবস্থাভেদে, ১২ ধারার (৩) প্রকরণ, ১৩ ধারা অথবা ১৫ ধারার বিহিত নিয়মে যোতের বা তদীয় খণ্ডের বা অংশের হস্তান্তরের নোটিশ ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে।

অর্থ নির্দ্দেশ ও রক্ষণ।

২৬ ঝ ধারা। (১) ২৬গ, ২৬ঘ, ২৬চ, ২৬জ, ও ২৬ঞ ধারায় "হস্তান্তর-গ্রহীতা" (বা ক্রেতা) অর্থে তাঁহার স্বার্থের উত্তরাধিকারীকেও বুঝাইবে।

(২) ২৬খ, ২৬গ, ২৬ঘ, ২৬চ, ২৬জ, ও ২৬ঞ ধারাগুলিতে "হস্তান্তর" শব্দে উইল দ্বারা হস্তান্তরও বুঝাইবে, কিন্তু ২৬গ, ২৬ঘ, ২৬চ,

২৬জ ও ২৬ঞ ধারাগুলিতে উক্তশব্দে (৴০) বণ্টন, বা (৵০) পাট্টা অথবা সাধারণ বন্ধক বা (৶০) খাই-খালাসী বন্ধক কিংবা (।০) ফোরক্লোজের ডিক্রী বা আদেশ দ্বারা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কটকোবালা (mortgage by conditional sale) বুঝাইবে না।

(৩) ২৬ঙ ধারায় "ক্রেতা" শব্দে তাঁহার স্বার্থের উত্তরাধিকারীকে ও 'বন্ধকগ্রহীতা' শব্দে তাঁহার স্বার্থের উত্তরাধিকারীকে বুঝাইবে।

(৪) ভূম্যধিকারী কর্তৃক ২৬ঘ, ২৬ঙ, বা ২৬ঞ ধারার বিধানমতে হস্তান্তর-ফী গ্রহণ করার দরুণ অথবা ২৬চ ধারার বিধানমতে আদালতে দরখাস্ত করার দরুণ, খাজনার পরিমাণ অথবা ভূমির পরিমাণ অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্য কোন অনুষঙ্গ সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর স্বীকারোক্তি বুঝাইবে না, অথবা যোতের বিভাগ বা তাহার খাজনাবণ্টন সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর প্রকাশ্য সম্মতি আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কেবলমাত্র ঐ যোতে দখলীস্বত্ব আছে ইহাই স্বীকৃত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৬ঞ ধারা। যে সকলস্থলে ২৬গ ও ২৬ঙ ধারা প্রযোজ্য হয় সেই সকল স্থলে—

কোন কোন হস্তান্তর-স্থলে খেসারত সহ ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী।

(১) যদি দখলস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোত বা তদীয় খণ্ড বা অংশ হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু হস্তান্তরের দলীলে কিংবা বয়নামায় এইরূপ লেখা থাকে যে কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা মোকররী রাইয়তের বা নিষ্কর যোতের রাইয়তের স্বত্ব হস্তান্তরিত হইল, তাহা হইলে হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত দলীলে যাহা লেখা থাকে তাহা সত্ত্বেও, উপরোক্ত দুই ধারার বিধানমতে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) এইরূপ টাকা না দেওয়া হইলে, ১২, ১৩, ১৭, ১৮ বা ২৬জ ধারা অনুসারে প্রদত্ত ভূম্যধিকারীর ফী বাদ দিয়া ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী-র বাকী টাকা ও তৎসহিত আদালত যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন, কিন্তু ২৬ঘ বা ২৬ঙ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অনধিক, খেসারত ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী-স্বরূপে উক্ত ভূম্যধিকারী আদায় করিতে সক্ষম হইবেন।

(৩) এই ধারার (২) প্রকরণের উল্লিখিত হস্তান্তরস্থলেও ২৬চ ধারার বিধান খাটিবে ; এবং ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী-র বাকী টাকা ও ক্ষতিপূরণের টাকা আদালতে জমা হইবার তারিখের দুই মাসের মধ্যে, অব্যবহিত উপরিস্থ ভূম্যধিকারী তাঁহার ক্রয় করিবার অধিকার পরিচালনা করিতে সক্ষম থাকিবেন।

খাজনা বৃদ্ধির কথা।

২৭ ধারা। যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাণ না হয়, তাবৎ দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ত কর্ত্তৃক তৎকালে যে খাজনা দিতে হয় তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমিত হইবে।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা সম্বন্ধে অনুমান।

২৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত নগদ খাজনা দিলে, তাঁহার খাজনা এই আইনের বিধান ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

নগদ খাজনা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়ম।

২৯ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত যে নগদ খাজনা দেয় তাহা নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে চুক্তি ক্রমে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে :—

চুক্তিক্রমে খাজনা বৃদ্ধিকরণ।

(ক) চুক্তিপত্র লিখিত ও রেজিষ্টারীকৃত হইবে ;

(খ) রাইয়তের পূর্ব্বে দেয় খাজনা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক বর্দ্ধিত হইবে না ;

(গ) চুক্তিদ্বারা যে খাজনা ধার্য্য হয়, তাহা চুক্তিপত্রের তারিখ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে আর বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না।

কিন্তু—

(১) যে কালের নিমিত্ত খাজনার দাবী করা হইতেছে, সেই কালের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমাগত অন্যূন তিন বৎসর কাল যে হারে প্রকৃতপক্ষে খাজনা দেওয়া হইয়াছে, (ক) প্রকরণের কোন কথায় সেই হারে খাজনা আদায় করিতে ভূম্যধিকারীর কোন বাধা হইবে না।

(২) ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক কিংবা তাঁহার খরচে যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করা হইলে, সেই উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে রাইয়ত চুক্তিক্রমে যে বর্দ্ধিত খাজনা দিতে স্বীকৃত হন, (খ)প্রকরণের কোন কথা তৎসম্বন্ধে খাটিবে না (অর্থাৎ এই বর্দ্ধিত খাজনা টাকায় ৵৹ আনার অধিক হইতে পারিবে); কিন্তু ঐ উৎকর্ষ প্রকৃতপক্ষে সাধিত হইলে তবে ঐ বর্দ্ধিত খাজনা দেয় হইবে, এবং যদি ঐ উৎকর্ষ সম্বন্ধে রাইয়তের কোন ক্রটি না থাকে, তবে যতকাল ঐ উৎকর্ষ বর্ত্তমান থাকে এবং ঐ যোতের উন্নতি সাধন করে, কেবল ততকালই উক্ত চুক্তিক্রমে অবধারিত বর্দ্ধিত খাজনা দেয় হইবে, তাহার অধিক কাল নহে।

(৩) ভূম্যধিকারীর সুবিধার নিমিত্ত বিশেষ কোন ফসলের চাষ করার জন্য রাইয়ত অত্যন্ত কম খাজনার হারে আপনার ভূমি ভোগ করিলে, পরে ঐ ফসলের চাষ করিবার দায় হইতে তিনি অব্যাহতি পাইবার জন্য ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা দিবার চুক্তি করিতে (খ) প্রকরণে কোন বাধা হইবে না।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি।

৩০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত নগদ খাজনা দিয়া যে যোত ভোগ করেন, তাহার ভূম্যধিকারী, এই আইনের বিধানাধীনে, নিম্নলিখিত এক বা একাধিক হেতুতে খাজনা বৃদ্ধির জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন, যথা—

(ক) সেই গ্রামের কিংবা নিকটবর্ত্তী গ্রামের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তেরা সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজনা দিয়া থাকেন, উক্ত রাইয়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজনা দিতেছেন, এবং তাঁহার তত কম হারে ভোগ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই ;

(খ) বর্ত্তমান খাজনা চলিত থাকিবার সময়ে প্রধান উৎপাদ্য খাদ্যশস্যের স্থানীয় গড় দর বৃদ্ধি হইয়াছে ;

(গ) বর্ত্তমান খাজনা চলিত থাকিবার কালে, ভূম্যধিকারী দ্বারা বা তাঁহার সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচায় যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহাতে রাইয়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে ;

(ঘ) রাইয়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি নদীর স্রোতের ক্রিয়াদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে নদী হইতে ভূমিতে জল আনিয়া সেচন করা সহজসাধ্য ছিল না, কিন্তু এখন নদীর গতির পরিবর্ত্তন দ্বারা জলসেচন সুসাধ্য হইয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে "নদীর স্রোতের ক্রিয়া" শব্দে নদীর ঐ গতির পরিবর্ত্তনও বুঝাইবে।

টীকা। (গ) দফায় "সম্পূর্ণ বা আংশিক" কথাগুলি নূতন বসান হইয়াছে, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী যদি উৎকর্ষ সাধনের আংশিক খরচাও দেন, তাহা হইলে তিনি সেই অনুপাতে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৩১ ধারা। প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজনা দেওয়া হইতেছে এই কারণে খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হইলে—

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজনাবৃদ্ধি।

(ক) প্রচলিত হার নিরূপণার্থ, আদালত, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যূন তিন বৎসর কাল সাধারণতঃ যে হারে খাজনা দেওয়া হইয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন; এবং রাইয়ত যে হারে খাজনা দিতেছেন ও আদালত যে প্রচলিত হার নিরূপণ করেন, এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলে খাজনা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী দিবেন না;

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায়, স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা না যাইতে পারে, তবে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৬ অর্ডারের ৯ রুল-মতে কৃত নিয়মাবলী অনুসারে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব-কর্ম্মচারীকে তদর্থে ক্ষমতা দেন, সেই কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উক্ত আইনের ২৬ অর্ডার ও ৭৮ ধারা মতে স্থানীয় তদন্ত করা হউক, আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন;

(গ) এই ধারামতে রাইয়তকে যে হারে খাজনা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে রাইতের জাতি সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে না; তবে যদি ইহা প্রমাণ হয় যে, হার নির্ণয়কালে স্থানীয় প্রথা অনুসারে জাতিবিচার করা হয়, তবে অবশ্য জাতিবিষয়ে বিবেচন করা হইবে; আরও, যদি দেখা যায় যে, স্থানীয় প্রথা অনুসারে কোন প্রকারের রাইয়তেরা অনুকূল হারে খাজনা দিয়া ভূমিভোগ করে, তবে সেই স্থানীয় প্রথা অনুসারে তাহাদের খাজনার হার নির্ণয় করা হইবে;

(ঘ) খাজনার প্রচলিত হার নিরূপণকালে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ-সাধন জন্য খাজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, সেই বৃদ্ধি বিবেচনা করা যাইবে না ;

(ঙ) যদি কোন প্রকারের রাইয়তদের জন্য (গ) দফা অনুসারে কোন অনুকূল হার নির্ণয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রচলিত হার নিরূপণকালে সেই হার বিবেচনা না করিতেও পারেন ;

(চ) যদি থোক খাজনায় যোত ভোগ করা হয় তাহা হইলে যে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমি ঐ যোতের অন্তর্গত, তাহা স্থির করিয়া, এবং সেই গ্রামের অথবা নিকটবর্ত্তী গ্রামের মধ্যে উক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজনা দেওয়া হয়, সেই সেই শ্রেণীর ভূমি সম্বন্ধে সেই প্রচলিত হার প্রয়োগ করিয়া, খাজনা নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

কোন জিলায় প্রচলিত হার কাহাকে বলে।

৩১ক ধারা। (১) যে জিলায় বা জিলার অংশে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই প্রকরণটী প্রচলিত করেন, তথায় যখনই ৩০ ধারার (ক) দফা অনুসারে কোন গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমি সমূহ যে সকল হারে ভোগ করা হয় সেই সকল হার পরীক্ষা করিয়া, কোন্ শ্রেণীর ভূমির প্রচলিত হারটী কি তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, তখনই ঐ সকল ভূমির মধ্যে বেশী পরিমাণ ভূমি যে উচ্চতম হারে এবং এই উচ্চতম হার হইতেও উচ্চতর হারে ভোগ করা হয়, সেই হারকেই প্রচলিত হার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমিসমূহ যে সকল হারে ভোগ করা হয় তাহা এই—

বিঘা	খাজনার হার
১০০	বিঘা প্রতি ১৲
২০০	" ১॥০
১৫০	" ১৸০
১০০	" ২৲
১৫০	" ২।০
মোট ৭০০	

এই স্থলে ২।০ প্রচলিত হার নয়, কারণ মাত্র ১৫০ বিঘা, অর্থাৎ অর্দ্ধেকের কম জমি ঐ হারে ভোগ করা হইতেছে; ২৲ টাকাও প্রচলিত হার নয়, কারণ ২৫০ বিঘা, অর্থাৎ অর্দ্ধেকের কম জমি ঐ হারে বা উচ্চতর হারে ভোগ করা হইতেছে। এস্থলে ১৸০ প্রচলিত হার, কারণ ৪০০ বিঘা, অর্থাৎ অর্দ্ধেকের অধিক জমি ঐ হারে বা উচ্চতর হারে ভোগ করা হয়, এবং এই হারই সেই উচ্চতম হার, যে হারে ও যে হার অপেক্ষা উচ্চতর হারে অর্দ্ধেকেরও অধিক ভূমি ভোগ করা হইতেছে।

(খ) কোন গ্রামে সেই প্রকারের বা তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমি যে সকল হারে ভোগ করা হয় তাহা এই:—

বিঘা	খাজনার হার
১০০	বিঘা প্রতি ১৲
২৫০	" ১।০
১৫০	" ১॥০
১৫০	" ১৸
৫০	" ২৲
মোট ৭০০	

এইস্থলে (ক) উদাহরণের লিখিত কারণে ২৲ কি ১৸০ কি ১৷৷০, ইহার কোনটীই প্রচলিত হার নয়, যেহেতু ৩৫০ বিঘা অর্থাৎ ঠিক অৰ্দ্ধেক জমি ১৷৷০ টাকা হারে অথবা ১৷৷০ টাকার অধিক হারে ভোগ করা হইতেছে। এই স্থলে ১।০ প্রচলিত হার, কারণ অৰ্দ্ধেকের বেশী ভূমি ১।০ বা তদপেক্ষা উচ্চতর হারে ভোগ করা হয়, এবং এই হারই সেই উচ্চতম হার, যে হারে বা যে হার অপেক্ষা উচ্চতর হারে অৰ্দ্ধেকের অধিক ভূমি ভোগ করা হইতেছে।

(২) যে কোন জিলায় বা জিলার অংশে পূর্ব্বোক্ত মতে (১) প্রকরণটী প্রচলিত করা হইয়াছে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া সেই জিলা বা জিলার অংশ হইতে ঐ প্রকরণটী প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

প্রচলিত হার বৃদ্ধি করিবার সীমা।

৩১ খ ধারা। দশম অধ্যায়ানুসারে কোন রাজস্ব-কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কিংবা এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক প্রচলিত হার একবার নির্ণয় করা হইলে, কেবলমাত্র ৩০ ধারার (খ) দফায় ও ৩২ ধারায় বর্ণিত কারণে ও পরিমাণে ঐ হার বর্দ্ধিত হইতে পারিবে, এতদ্ভিন্ন নহে।

৩২ ধারা। দরবৃদ্ধি হেতু খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হইলে—

দর বৃদ্ধি হেতু খাজনা বৃদ্ধি।

(ক) আদালত মোকদ্দমা রুজু করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশবৎসরের গড় দরের সহিত, অন্য যে দশ বৎসর ন্যায্য ও সাধ্য বোধ করেন, তাহার গড় দরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন;

(খ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে দশ বৎসর লওয়া হয়, সেই দশ বৎসরের গড় দরের সহিত শেষ দশ বৎসরের গড় দরের যে

অনুপাত থাকে, সাবেক খাজনার সহিত বর্দ্ধিত খাজনারও সেই অনুপাত থাকিবে। কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এই অনুপাত হিসাব করিবার কালে, শেষ সময়ের গড় দর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গড় দর অপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক হয়, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ শেষের গড় দর হইতে বাদ দিতে হইবে ;

(গ) আদালতের মতে, (ক)প্রকরণের লিখিত দশবৎসর কাল গ্রহণ করা সাধ্য না হইলে, আদালত আপন বিবেচনামতে তৎপরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় ধরিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধি।

৩৩ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষসাধন হইয়াছে এই হেতুতে খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হইলে—

(ক) এই আইনানুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করা না হইয়া থাকিলে, আদালত খাজনা বৃদ্ধির আদেশ দিবেন না ;

(খ) খাজনা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময় আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন—

(/০) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উর্ব্বরা শক্তি কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা,

(৵০) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে,

(৶০) এই উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে ; এবং

(।০) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজনা কত, ও উচ্চতর খাজনা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(২) যদি উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলে বা ফলন

বন্ধ হয়, তাহা হইলে প্রজা বা তাঁহার স্বার্থগত উত্তরাধিকারী প্রার্থনা করিলে এই ধারামত ডিক্রী পুনর্ব্বিবেচনা করা হইবে।

স্রোতের ক্রিয়াজনিত উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজনা বৃদ্ধি।

৩৪ ধারা। নদীর স্রোতের ক্রিয়ার জন্য উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, এই হেতুতে খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হইলে—

(ক) যে বৃদ্ধি অল্পকালস্থায়ী বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন না;

(খ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন; কিন্তু এরূপ বৃদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপন্নের নিট্ (net) বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

মোকদ্দমাক্রমে খাজনা বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্য হইবে।

৩৫ ধারা। ৩০ হইতে ৩৪ ধারায় অন্যপ্রকারের কথা থাকিলেও, অবস্থাবিবেচনায় যাহা অনুপযুক্ত ও অন্যায় বোধ হয়, আদালত কোথায়ও এরূপ খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

ক্রমে ক্রমে খাজনা বৃদ্ধির আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা।

৩৬ ধারা। যে আদালত খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী দেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে, ডিক্রী অবিলম্বে পূর্ণপরিমাণে প্রবল করা হইলে রাইয়তের পক্ষে কষ্টকর হইবে, তাহা হইলে আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, সময়ে সময়ে ও কিস্তীতে কিস্তীতে, আদালত তন্মর্ম্মে যাহা নির্দ্ধারিত করিবেন, সেই ভাবে বৃদ্ধি করা হইবে, এবং এইরূপে দশবৎসরের অনূর্দ্ধকাল মধ্যে পূর্ণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ৩৭ ধারার কার্য্যপক্ষে, ডিক্রীর তারিখ হইতেই পূর্ণ খাজনা বৃদ্ধি প্রবল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা। এই ধারা সংশোধিত হইয়াছে ; পূর্ব্বে ৩৬ ধারামতে ৫ বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে খাজনাবৃদ্ধি হইবার কথা ছিল, এখন সংশোধিত আইনে ৫ বৎসর স্থলে ১০ বৎসর করা হইয়াছে ; পূর্ব্বে কিস্তীর কথা ছিল না, সংশোধিত ধারায় তাহা স্পষ্ট লেখা হইয়াছে ; এবং এই ধারার শেষ দুই লাইন নূতন যোগ করা হইয়াছে। ৮ ও ৯ ধারায়ও এইরূপ সংশোধন করা হইয়াছে।

উপর্য্যুপরি খাজনা-বৃদ্ধির মোকদ্দমা করণের ক্ষমতার সীমা।

৩৭ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজনা দেওয়া হইতেছে এই হেতুতে, কিংবা দরবৃদ্ধির হেতুতে, কোন যোতের খাজনাবৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী পনের বৎসরের মধ্যে, ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ যোতের খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে, * * * অথবা এই আইনমতে পূর্ব্বোক্ত কোন হেতুতে বা তত্তুল্য কোন হেতুতে খাজনা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, কিংবা কোন খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা দোষগুণবিচারপূর্ব্বক ডিস্‌মিস্‌ হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৩ অর্ডার ১ রুলের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

টীকা। পূর্ব্বেকার আইনে এই ধারায় "কিংবা যদি পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫ বৎসর মধ্যে ৪০ ধারা মতে ফসলে দেয় খাজনা নগদান করা হইয়া থাকে" এই কথাগুলি ছিল, সংশোধিত আইনে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ সংশোধিত আইনে ৪০ ধারাও বাদ দেওয়া হইয়াছে।

খাজনা কমাইবার কথা।

খাজনা হ্রাসকরণ।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত নিম্নলিখিত এক কিংবা একাধিক হেতুতে স্বীয় খাজনা কমাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ; এবং

যোতের ভূমির পরিমাণ কম হওয়া ছাড়া নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে পারিবেন না :—

(ক) যোতের জমি রাইয়তের দোষব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা অন্য আকস্মিক বা ক্রমজাত বিশেষ কারণে স্থায়ীরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে ;

(খ) বর্ত্তমান খাজনা প্রচলিত থাকা কালে প্রধান উৎপান্ন খাদ্যশস্যের স্থানীয় গড় দর কোন অস্থায়ী কারণ ব্যতিরেকে কমিয়া গিয়াছে ; কিংবা

(গ) যে সময়ে খাজনা ধার্য্য হইয়াছিল, সেই সময়ে জলসেচনের বা বাঁধরক্ষা করা সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল ভূম্যধিকারী তাহা করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করিয়াছেন, ও তৎকারণে যোতের জমি খারাপ হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা।—কোন যোতের সরিক-প্রজাদের মধ্যে যে কেহ, উপরোক্ত কারণে খাজনাহ্রাসের জন্য উপযুক্তভাবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন অথবা তিনি খাজনা হ্রাসের জন্য জবাব দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে, আদালত যতদূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন ততদূর খাজনা কমাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

টীকা। পূর্ব্বেকার আইনে এই ধারার প্রথমে "নগদান খাজনা দিয়া ভোগ কারী" এই কথাগুলি ছিল ; অর্থাৎ কেবলমাত্র নগদ-খাজনা দিয়া ভোগকারী রাইয়তগণ এই ধারা মতে খাজনাহ্রাসের জন্য নালিস করিতে পারিত। এখন বর্ত্তমান সংশোধিত আইনে, যাহারা ফসলে খাজনা দেয় সেই সকল দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তও খাজনা হ্রাসের জন্য এই ধারামতে মোকদ্দমা করিতে পারিবে।

(গ) দফা এবং ব্যাখ্যা নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

মূল্যের তালিকা।

৩৯ ধারা। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই সেই স্থানে যে সকল প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর মাসে মাসে বা আরও কম সময় ব্যবধানে সেই সকল শস্যের বাজারদরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং তাহা অনুমোদন বা সংশোধনের জন্য রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকা।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কোন অতীত কালের মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, এবং তজ্জন্য আদেশ করিলে, কালেক্টর কোন স্থানের ঐরূপ কালের মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং তালিকা প্রস্তুত হইলে তাহা অনুমোদন ও সংশোধনের জন্য রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) কালেক্টর এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেভিনিউ বোর্ডের নিকট পাঠাইবার একমাস পূর্ব্বে, উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানীয় কোন ভূমির মালিক বা প্রজা উক্ত একমাসের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট কোন লিখিত আপত্তি দিলে, তিনি তাহাও ঐ তালিকার সহিত রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৪) উক্ত মূল্যের তালিকা রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে; এবং প্রকাশের পর ঐ তালিকায় কোন স্পষ্ট ভুল দেখা গেলে কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে সময়ে সময়ে যে সকল তালিকা প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসরের প্রচলিত গড় দরের তালিকা সঙ্কলন করাইয়া সরকারী গেজেটে বৎসর বৎসর প্রকাশ করাইবেন।

(৬) দরের বৃদ্ধি বা হ্রাস হেতু খাজনা বাড়াইবার বা কমাইবার কোন মোকদ্দমায়, আদালত এই ধারামতে প্রকাশিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন বৎসরের নিমিত্ত যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে লিখিত দর যে ঠিক তাহাই অনুমান করিবেন; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন বৎসরের নিমিত্ত যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে লিখিত দরগুলি যতদিন ভুল বলিয়া প্রমাণিত না হয় ততদিন উহা ঠিক আছে ইহা অনুমান করিলেও করিতে পারিবেন।

(৭) কোন স্থানে কি কি শস্য প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্য বলিয়া গণ্য হইবে ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, এবং এই ধারা মতে যে কর্ম্মচারীরা দরের তালিকা প্রস্তুত করেন তাঁহাদের কর্ম্ম পরিচালনের জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

৪০ ধারা ও ৪০ক ধারা। [রহিত হইয়াছে।]

এই দুই ধারায় শস্যরূপে দেয় খাজনা নগদখাজনায় পরিবর্ত্তিত করণ সম্বন্ধে বিধান ছিল। এই বিধানগুলি ১৯২৮ সালের সংশোধিত আইন দ্বারা রহিত করা হইয়াছে, কারণ বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ইহার আর কোন কার্য্যকারিতা বা আবশ্যকতা নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত।

এই অধ্যায়ের প্রয়োগ।

৪১ ধারা। যে সকল রাইয়তের দখলীস্বত্ব নাই ও এই আইনে যাহাদিগকে দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের প্রতি এই অধ্যায় খাটিবে।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তের প্রারম্ভিক খাজনা।

৪২ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তকে ভূমির দখল দেওয়া হইলে, তাঁহাকে দখল দিবার সময় তাঁহার ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজনা দিবার চুক্তি হয়, তাঁহাকে সেই খাজনা দিতে হইবে।

খাজনা বৃদ্ধির নিয়ম।

৪৩ ধারা। রেজিষ্টারী করা চুক্তিপত্র বা ৪৬ ধারামত চুক্তিপত্র ব্যতিরেকে কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যে সময়ের নিমিত্ত খাজনা দাবী করা হইতেছে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমাগত অন্যূন তিনবৎসর কাল প্রকৃতপক্ষে যে হারে খাজনা দেওয়া হইয়াছে, এই ধারার কোন কথা ক্রমেই ভূম্যধিকারীর সেই হারে খাজনা আদায় করিতে কোন বাধা হইবে না।

যে যে কারণে দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৪৪ ধারা। এই আইনের বিধানাধীনে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে নহে :—

(ক) তিনি বাকী খাজনা দিতেছেন না ;

(খ) তিনি ভূমি এরূপভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হইয়াছে, অথবা তিনি এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ করিলে, তাঁহার ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি আছে সেই চুক্তিপত্রের সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে ;

(গ) (রেজিষ্টারীকৃত পাট্টাক্রমে তাঁহাকে ভূমির দখল দেওয়া থাকিলে) পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই কারণে ;

(ঘ) ৪৬ ধারামত যে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা দিতে তিনি অস্বীকৃত হইয়াছেন, বা ঐ খাজনায় তিনি যতকাল ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে এই হেতুতে।

৪৫ ধারা। [রহিত হইয়াছে।]

বর্দ্ধিত খাজনা দিতে অস্বীকার হেতু উচ্ছেদ করিবার নিয়ম।

৪৬ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিতহারে খাজনা দিবার একখানি চুক্তিপত্রের খসড়া রাইয়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিনমাসের মধ্যে ঐ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিতে রাইয়ত অস্বীকার না করিলে, বর্দ্ধিত খাজনা দিতে রাইয়ত অস্বীকার করিয়াছেন এই কারণে কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তের বিরুদ্ধে কোন উচ্ছেদের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাইয়তের নিকট চুক্তিপত্রের খসড়া অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রাইয়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রাইয়তের উপরে তাহা জারী করাইবেন

এবং তাহা ঐরূপে জারী করা হইলে এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা রাইয়তের নিকট অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যে রাইয়তের উপর (২) প্রকরণ মতে কোন চুক্তিপত্রের খসড়া জারী করা হইয়াছে সেই রাইয়ত যদি সেই চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন, এবং যে আফিস হইতে উহা জারী হইয়াছিল, সেই আফিসে জারীর তারিখ হইতে একমাসের মধ্যেই দাখিল করেন, তবে পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের আরম্ভ হইতে ঐ চুক্তিপত্র কার্য্যকর হইবে।

(৪) কোন রাইয়ত (৩) প্রকরণমতে চুক্তিপত্র সম্পাদন ও দাখিল করিলে, যে আদালত বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐরূপে দাখিল হয়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহার সম্পাদন ও দাখিলের নোটিশ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রাইয়ত (৩) প্রকরণ মতে চুক্তিপত্র সম্পাদন ও দাখিল না করিলে, তিনি এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এইরূপ বিবেচনা করা হইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রাইয়তের নিকট যে চুক্তিপত্রের খসড়া অর্পণ করা হয়, তিনি যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করেন, তবে ঐ যোতের যে খাজনা উপযুক্ত বা ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐরূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, তাহা দিতে রাইয়ত সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ হইতে পাঁচবৎসর কাল তিনি ঐ খাজনায় যোত দখল করিতে স্বত্ববান থাকিবেন, কিন্তু উক্ত কাল গত হইলে, যদি তিনি দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন, তবে এই আইনের বিধানাধীনে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজনা নির্ণীত হয় রাইয়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদের ডিক্রী দিবেন।

(৯) উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনানির্ণযার্থে আদালত ঐ গ্রামস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রাইয়তেরা সাধারণতঃ যে খাজনা দেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী হইলে, যে কৃষি-বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ হইতে উহা প্রবল হইবে।

৪৭ ধারা। কোন রাইয়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ও সেই দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া হইলে, যদিও 'তাহাকে দখল দেওয়া হইল' এই মর্ম্মের কথা পাট্টায় লেখা থাকে, তাহা সত্বেও, এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া হইল বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

'দখল দেওয়া' শব্দের অর্থ।

সপ্তম অধ্যায়।

কোর্ফা রাইয়ত।

৪৮ ধারা। কোন কোর্ফা রাইয়তকে ভূমির দখল দেওয়া হইলে, এই আইনের বিধানাধীনে, তাঁহাকে দখল দিবার কালে, তাঁহার ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজনা দিবার চুক্তি হয়, উক্ত কোর্ফা রাইয়ত সেই খাজনা দিতে বাধ্য হইবেন।

কোর্ফা রাইযতগণের খাজনা দিবার দাযিত্ব।

কিন্তু কোর্ফা রাইয়ত কর্ত্তৃক যে খাজনা বা যে হারে খাজনা দিবার চুক্তি হয়, তাহা, রাইয়ত স্বীয় ভূম্যধিকারীকে যে খাজনা বা যে হারে খাজনা দেন, তাহা হইতে যেন কম না হয়।

টীকা। এই অধ্যায়টী সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে . ইহার সব ধারাগুলি নূতন। পূর্ব্বে ৪৮ ধারায় এই নিয়ম ছিল যে রাইয়ত তাঁহার ভূম্যাধিকারীকে যে খাজনা দেন, তিনি কোর্ফা রাইয়তের নিকট হইতে তাহার সওয়া গুণ (রেজেষ্টারী করা পাট্টা হইলে) বা দেড়গুণ (বিনা রেজেষ্টারী পাট্টা হইলে) আদায় করিতে পারিবেন, তাহার অধিক নহে। এখন সেরূপ কোন বাঁধা নিয়ম নাই।

৪৮ ক ধারা। ৪৮খ হইতে ৪৮ঘ ধারার নিয়ম ব্যতিরেকে কোর্ফা রাইয়তের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

কোর্ফা রাইয়তের খাজনা বৃদ্ধি।

৪৮ খ ধারা। (১) লিখিত ও রেজিষ্টারীকৃত চুক্তিপত্র দ্বারা কোর্ফা রাইয়তের নগদান খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে ;

চুক্তি দ্বারা বৃদ্ধি।

কিন্তু কোর্ফা রাইয়তের পূর্ব্ব দেয় খাজনা অপেক্ষা টাকা প্রতি চারি আনার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না ; কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে তদধিক বৃদ্ধি করা যাইবে—

(/•) যদি রাইয়তের সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচায় কোর্ফা রাইয়তের যোত সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষ সাধিত হয়, তবে সেই হেতু কোনও কোর্ফা রাইয়ত বর্দ্ধিত খাজনা দিতে চুক্তি দ্বারা অঙ্গীকার করিতে পারেন ; কিন্তু এইরূপে চুক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত বর্দ্ধিত খাজনা উক্ত উৎকর্ষ প্রকৃতপক্ষে সাধিত হইলেই তবে দেয় হইবে ; এবং যদি ঐ উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোর্ফা রাইয়তের কোন ত্রুটি না থাকে, তবে যতকাল ঐ উৎকর্ষ বর্ত্তমান থাকে এবং ঐ যোতের উন্নতি সাধন করে, কেবল

ততকালই উক্ত চুক্তিক্রমে অবধারিত বর্দ্ধিত খাজনা দেয় হইবে, তাহার অধিককাল নহে।

(৵•) কোন কোর্ফা রাইয়ত যদি তাঁহার ভূম্যধিকারীর সুবিধার নিমিত্ত বিশেষ কোন ফসলের চাষ করেন বলিয়া অত্যন্ত কম খাজনার হারে ভূমি ভোগ করেন, তবে পরে ঐ ফসলের চাষ করিবার দায় হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে উক্ত কোর্ফা রাইয়ত ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন।

(২) উপরোক্ত (১) প্রকরণের বিধানমতে চুক্তিদ্বারা যে খাজনা ধার্য হয়, তাহা চুক্তির তারিখ হইতে পনের বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না।

টীকা। এই ধারা নূতন। ইহার বিধানগুলি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত সম্বন্ধে ২৯ ধারার বিধানের অনুরূপ।

কোর্ফা রাইয়তের উচ্ছেদ।

৪৮গ ধারা। এই আইনের বিধানাধীনে, কোন কোর্ফা রাইয়তকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে নহে :—

(ক) তিনি বাকী খাজনা দিতেছেন না, এই হেতুতে ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি কোর্ফা রাইয়তকে ফসলে খাজনা না দিয়া নগদান খাজনা দিতে হয় এবং যদি তিনি আদালতের মারফত হালতারিখ পর্য্যন্ত সমস্ত বাকী খাজনা সাথ সুদ ও আদালতের নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়া দেন, তাহা হইলে তদ্রূপ বাকীখাজনার জন্য তিনি উচ্ছেদযোগ্য হইবেন না।

(খ) তিনি ভূমি এরূপভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে তজ্জন্য উহা প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হইয়াছে ; অথবা তিনি

এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ করিলে, তাঁহার ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি আছে সেই চুক্তির সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে ;

(গ) (লিখিত পাট্টাক্রমে তিনি ভূমি ভোগ করিতে থাকিলে) পাট্টার মিয়াদ গত হইয়াছে, এই কারণে ;

(ঘ) (লিখিত পাট্টাক্রমে তিনি ভূমিভোগ করিতে না থাকিলে) তাঁহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উঠিয়া যাইবার জন্য একবৎসরের নোটিশ দিয়াছেন এবং কৃষি-বৎসরের শেষে নোটিশের মিয়াদ অন্ত হইবে, এই কারণে ; কিংবা

(ঙ) ৪৮ঘ ধারার (৪) প্রকরণ অনুসারে আদালত কর্ত্তৃক অবধারিত খাজনা দিতে তিনি অস্বীকৃত হইয়াছেন, এই কারণে ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, নিম্নলিখিতস্থলে (গ) ও (ঘ) দফার লিখিত কারণে কোন কোর্ফা রাইয়ত উচ্ছেদযোগ্য হইবেন না—

(/০) যদি উক্ত কোর্ফা রাইয়ত, (১) স্বীয় ভূমি সম্বন্ধে কায়েমী ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তিযোগ্য স্বত্বে স্বত্ববান বলিয়া তাঁহার ভূম্যধিকারী-যোতদার কর্ত্তৃক কোন দলীলে স্বীকৃত হইয়া থাকেন, কিংবা (২) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধক আইনের পূর্ব্বে বা পরে, বা আংশিক পূর্ব্বে বা আংশিক পরে, ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসরকাল তাঁহার কোর্ফা যোত দখল করিতে থাকেন, বা তাহার উপর বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন ;

(৵০) উক্ত (/০) দফায় বর্ণিত রাইয়ত ব্যতীত অন্যান্য রাইয়তকে উচ্ছেদ করিতে হইলে, ভূম্যধিকারী-যোতদারকে আদালতের সন্তোষ-জনকরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে উক্ত ভূমিতে তাঁহার নিজ বাসভবন নির্ম্মাণের জন্য অথবা স্বয়ং বা নিজ পরিবারস্থ লোকজন

দ্বারা বা বেতনভোগী চাকর দ্বারা বা অংশীদের সাহায্যে চাষ করার জন্য তাঁহার নিজ দখলে আনা প্রয়োজন; নচেৎ উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

টীকা। এই ধারা নূতন. ইহার সহিত দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তকে উচ্ছেদ করা সম্বন্ধে ৪৪ ধারার বিধান তুলনা করা যাইতে পারে। এই ধারার লিখিত (গ) ও (ঘ) দফা সংক্রান্ত যে (/•) ও (৵•) বিশেষ বিধি আছে. তাহা ৪৪ ধারায় নাই, এবং এই কারণে কোর্ফা রাইয়তের অবস্থা দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তের অবস্থা হইতে ভাল বলিয়াই মনে হয়।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি।

৪৮ঘ ধারা। (১) এই আইনের বিধানাধীনে, কোন ভূম্যধিকারী কোর্ফা রাইয়তের খাজনা বৃদ্ধির নিমিত্ত, এবং তিনি আদালতের নির্দ্ধারিত খাজনা দিতে অস্বীকৃত হইলে. তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত, মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন।

(২) আদালত উক্ত যোত সম্বন্ধে. কত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন; কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এইরূপে নির্দ্ধারিত খাজনার হার, নগদ খাজনার বেলায়, মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী দশবৎসরের গড় অনুমিত উৎপন্ন শস্যের মূল্যের এক তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না, এবং ফসলে খাজনার বেলায়, এইরূপ উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশের অধিক হইবে না।

(৩) কোর্ফা রাইয়ত উক্তরূপে নির্দ্ধারিত খাজনা দিতে স্বীকৃত কিনা তাহা আদালত তৎপরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন; কোর্ফা রাইয়ত সম্মত হইলে তিনি সম্মতির তারিখ হইতে পনর বৎসরকাল ঐ খাজনায় উক্ত যোত তাঁহার দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(৪) উক্তরূপে নির্দ্ধারিত খাজনা দিতে কোর্ফা রাইয়ত অসম্মত হইলে, আদালত উচ্ছেদের ডিক্রী দিবেন।

(৫) এই ধারা অনুসারে উচ্ছেদের ডিক্রী হইলে, যে কৃষি-বৎসরে ডিক্রী হইল সেই কৃষিবৎসরের শেষে উক্ত ডিক্রী কার্য্যকর হইবে।

টীকা। এই ধারা নূতন। ইহা ৪৬ ধারার (৬) (৭), (৮), (৯) ও (১০) প্রকরণের অনুরূপ। এই ধারার (৩) প্রকরণ মতে কোর্ফা রাইয়ত পনর বৎসর কাল নির্দ্ধারিত খাজনায় ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান থাকিবেন. কিন্তু ৪৬ ধারার (৭) প্রকরণমতে দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত মাত্র ৫ বৎসর ভোগ করিতে পারিবেন।

যোত পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কোর্ফা রাইয়তের দরখাস্ত।

৪৮ঙ ধারা। ৪৮গ ধারার (গ) ও (ঘ) দফা লিখিত কারণে কোন রাইয়ত কোন কোর্ফা রাইয়তকে উচ্ছেদ করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের সময় হইতে চারি বৎসরের মধ্যে যদি রাইয়তের ভূম্যধিকারী উক্ত যোত বা উহার কোন অংশ আর কাহাকেও বিলি করেন, তবে যে যোত হইতে কোর্ফা রাইয়ত উচ্ছেদ হইয়াছেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য, যে আদালত উচ্ছেদের ডিক্রী দিয়াছিলেন সেই আদালতে, তিনি দরখাস্ত করিতে পারেন; এবং তৎপরে আদালত যদি তদন্ত করিয়া সন্তুষ্ট হন যে, ভূম্যধিকারী উক্ত ভূমি নিজ বাসভবনের জন্য অথবা স্বয়ং বা নিজ পরিবারস্থ লোকজন-দ্বারা বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা বা অংশীদের সাহায্যে চাষ করিবার নিমিত্ত ব্যবহার করেন নাই, তাহা হইলে আদালত দখল পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং তদ্দরুণ কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, আদালতের বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত হয় তাঁহাকে সেই ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিতে পারেন।

টীকা। এই ধারাটী নূতন, এবং প্রজাস্বত্ব আইনে এইরূপ পুনঃপ্রাপ্তির বিধানও একেবারেই নূতন।

৪৮চ ধারা। কোন কোর্ফা রাইয়তের যোত তাঁহার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীতে অর্শিবে, কিন্তু ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করিতে পারা যাইবে না।

কোর্ফা রাইয়তের যোতের অনুষঙ্গ।

টীকা। এই ধারা নূতন। ইহার সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোতের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ২৬ ধারার বিধান তুলনা করিতে পারা যায়।

৪৮ছ ধারা। (১) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধক) আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে কোর্ফা রাইয়তের দেশাচার অনুসারে ভূমিতে দখলীস্বত্ব ছিল, তাঁহার উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে।

কোর্ফা রাইয়তের দখলীস্বত্ব।

(২) যে কোর্ফা রাইয়তের দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে, তাহার অব্যবহিত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা—

(/০) ২০, ২১, ২২, ও ২৬ক হইতে ২৬ঞ পর্য্যন্ত ধারা ব্যতীত পঞ্চম অধ্যায়ের অন্যান্য ধারার লিখিত অধিকারসমূহ ;

(৵০) ৬৫, ৮৬, ১১৬ এবং ১৭৮ ধারায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার যতখানি সম্ভবপর হয় ; এবং

(৶০) চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে লিখিত অধিকারসমূহ ;

এবং ঐ সকল ধারা ও অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে তাঁহার যোত উক্তরূপ ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোতরূপে গণ্য হইবে।

(৩) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোর্ফা রাইয়তের স্বত্ব ১৬০ ধারার (ঘ) দফা অনুসারে সংরক্ষিত স্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) ৪৮ক হইতে ৪৮ঙ পর্য্যন্ত ধারার যে বিধানগুলি এই ধারার

বিধানের বিপরীত, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোর্ফা রাইয়তের প্রতি সেই বিধান গুলি প্রযোজ্য হইবে না।

টীকা। এই ধারা নূতন।

৪৮ জ ধারা। (১) বার বৎসরের অধিককালের জন্য কোন কোর্ফা রাইয়তের পাট্টা রেজিষ্টারী করিতে হইলে, পাট্টাদেওয়া ভূমির মূল্যের শতকরা ২০ ভাগের সমান, অথবা পাট্টাদাতার বাৎসরিক খাজনার পাঁচ গুণের সমান, ইহাদের মধ্যে যেটা বেশী হয়, সেই পরিমাণে ভূম্যধিকারীর ফি, ও তাহা পাঠাইবার নির্দ্দিষ্ট খরচা, ও নির্দ্দিষ্ট ফরমে পাট্টার বিবরণসম্বলিত নোটিশ, এবং ভূম্যধিকারীর (বা তাঁহার কমন এজেণ্ট কেহ থাকিলে তাঁহার) উপর উক্ত নোটিশ জারী করিবার নির্দ্দিষ্ট তলবানা, এই গুলি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে, নচেৎ উক্ত দলিল রেজিষ্টারী করা হইবে না।

সেলামি সম্বন্ধে বিধান।

ব্যাখ্যা—(১) যদি পাট্টাদেওয়া ভূমি, পাট্টাদাতার যোতের কোন অংশ হয়, তাহা হইলে, এই প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর ফী নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ঐ পাট্টাদেওয়া ভূমি সমগ্র যোতের যত অংশ হয়, সেই অনুপাতে সমগ্র যোতের খাজনার ততভাগ উক্ত পাট্টাদেওয়া অংশের খাজনা হইবে, এইরূপ ধরিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—(২) পাট্টাদাতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত পাট্টা, বা পাট্টাগ্রহীতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত কবুলিয়ত এতদুভয়ই এই পাট্টা শব্দের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পাট্টামূলে ভূম্যধিকারীর ফী দেওয়া হইয়া থাকিলে, কবুলিয়তের জন্য তাহা আর পুনরায় দিতে হইবে না, এবং বিপরীতেও তদ্বৎ।

(২) ২৬গ ধারায় যেরূপ বিহিত হইয়াছে, অব্যবহিত ভূম্যধিকারীর ফী যতদূর সম্ভব সেই ভাবে প্রেরিত হইবে।

(৩) উক্ত (১) প্রকরণ অনুসারে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ফী গ্রহণ করা হইলে, উহা উক্ত রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তের যোতের খাজনার বা ভূমির পরিমাণ বা যোতের কোন অনুষঙ্গ সম্বন্ধে কোন কথা স্বীকার-স্বরূপ কার্য্যকর হইবে না, অথবা উক্ত যোতবিভাগে বা তাহার খাজনা-বণ্টনে ভূম্যধিকারীর স্পষ্ট সম্মতি বলিয়াও তাহা বিবেচিত হইবে না।

টীকা। এই ধারা নূতন।

কোর্ফা রাইয়ত কর্ত্তৃক বন্ধক।

৪৯ ধারা। (১) ৪৮চ ধারায় অন্য প্রকারের কিছু থাকিলেও, ২৬ছ ধারায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত সম্বন্ধে যে বিধান আছে, সেই ভাবে ও সেই সর্ত্তে, কোন কোর্ফা রাইয়ত সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধক দিতে পারেন ; এবং কোর্ফা রাইয়তগণ যেন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, এরূপ ভাবে উক্ত ধারার বিধানগুলি যতদূর সম্ভব, তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোর্ফা রাইয়তের ঐ বন্ধক তাঁহার ভূম্যধিকারীর উপর বাধ্যকর হইবে না।

টীকা। এই ধারাটী নূতন ; পূর্ব্বেকার ৪৯ ধারা বাদ দিয়া তৎস্থানে এই ধারাটী নূতন বসান হইয়াছে।

সপ্তম-ক অধ্যায়।

আদিমনিবাসী কর্ত্তৃক ভূমি হস্তান্তরের ক্ষমতা।

এই অধ্যায়ের প্রয়োগ।

৪৯ক ধারা। (১) এই অধ্যায় প্রথমতঃ বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার সাঁওতালদিগের প্রতি প্রযোজ্য হইবে, এবং তাহারা এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে আদিমনিবাসী (aborigines) বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, সময়ে সময়ে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নোটিশ দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে, এই অধ্যায়ের বিধানগুলি. কোন জিলার বা কোন স্থানের, নিম্নলিখিত আদিম জাতিদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে, এবং এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে সেই সব জাতিকে আদিমনিবাসী বলিয়া গণ্য করা হইবে, যথা—

অন্যান্য জিলার সাঁওতাল, ভূঁইঞা, ভূমিজ, গারো, গণ্ড, হাড়ি, হাজাঙ্গ, হো, খারিয়া, খারবার, কোচ (ঢাকা বিভাগ), কোড়া, মগ (বাখরগঞ্জ জিলা), মাল ও সৌরিয়া পাহাড়িয়া, মেছ, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং টুরি।

(৩) উক্ত (২)প্রকরণ অনুসারে নোটিশ প্রকাশিত হইলে, এই অধ্যায়ের বিধান যে উক্ত জাতিদের প্রতি রীতিমত প্রযোজ্য হইযাছে তদপক্ষে উক্ত নোটিশ চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৪) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্রূপ নোটিশ দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, কোন জিলায় বা স্থানে (১) প্রকরণে উল্লিখিত সাঁওতাল-দিগের প্রতি, কিংবা (২) প্রকরণে উল্লিখিত জাতিগণের প্রতি, এই অধ্যায় আর প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) এই আইনের অন্যত্র অন্য কোনরূপ বিধান থাকিলেও, (২) ও (৪) প্রকরণে বর্ণিত প্রকারে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতে পারেন যে, আদিমনিবাসী রাইয়তগণের প্রতি প্রযোজ্য এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সুন্দরবনের উপনিবেশস্থাপিত ভূমির রাইয়তগণের প্রতি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে বা প্রযোজ্য হইবে না।

টীকা। (৫) প্রকরণটী ১৯২৮ সালের সংশোধক আইন দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

৪৯খ ধারা। আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত তাহার মধ্যস্বত্বে বা যোতে বা তাহার কোন অংশে তাহার কোন স্বত্ব বিক্রয়, দান, উইল, বন্ধক, পাট্টা বা অন্য কোনরূপ চুক্তিক্রমে এই অধ্যায়ের বিহিত বিধানব্যতিরেকে, হস্তান্তর করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।

প্রজার হস্তান্তরের ক্ষমতার সীমা।

৪৯গ ধারা। কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী এই আইনের বিধানানুসারে অন্য কোন আদিমনিবাসীকে মধ্যস্বত্বাধিকারীরূপে ভূমি ভোগ করিবার জন্য বা রাইয়তরূপে চাষ করিবার জন্য পাট্টা দিতে পারে।

মধ্যস্বত্বাধিকারী কর্তৃক পাট্টা দান।

৪৯ঘ ধারা। ৮৫ ধারার বিধানাধীনে, কোন আদিমনিবাসী রাইয়ত অন্য কোন আদিমনিবাসীকে কোর্ফা রাইয়তরূপে চাষ করিবার জন্য স্বীয় যোত বিলি করিতে পারে।

রাইয়ত দ্বারা প্রজাপত্তন।

৪৯ঙ ধারা। (১) কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত অন্য কোন আদিম নিবাসীর নিকট স্বীয় চাষের ভূমি সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধক দিতে পারে। কিন্তু এই বন্ধকের মিয়াদ স্পষ্টতঃ কিংবা পরোক্ষভাবে কোন চুক্তি ক্রমে কোন অবস্থাতেই সাত বৎসর কাল অথবা তাহার নিজের স্বত্বের কাল (এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কম হয়) অপেক্ষা অধিক হইবে না।

মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত দ্বারা খাই-খালাসী বন্ধক।

এইরূপ প্রত্যেক বন্ধক রেজিষ্টারী আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করিতে হইবে।

(২) কোন আদিমনিবাসী কেবলমাত্র সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধক দিতে পারিবে, অন্য কোন প্রকার বন্ধক নহে।

কোন কোন অবস্থায় হস্তান্তরের নিমিত্ত কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত।

৪৯চ ধারা। (১) যদি কোন অবস্থায়—

(ক) কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী ৪৯গ ধারা অনুসারে স্বীয় ভূমি পাট্টা দিতে অসমর্থ হয়, বা কোন আদিমনিবাসী রাইয়ত ৪৯ঘ ধারা অনুসারে স্বীয় যোত কোর্ফা বিলি করিতে অসমর্থ হয়, কিংবা কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত ৪৯ঙ ধারার (১) প্রকরণ অনুসারে অন্য কোন আদিমনিবাসীর নিকট স্বীয় ভূমি বন্ধক দিতে না পারে, কিংবা

(খ) কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত, স্বীয় ভূমি বা তদীয় অংশবিশেষ বিক্রয়, দান, বা উইলদ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত করিতে ইচ্ছুক হয়,

তবে সে (ক) দফাস্থলে, আদিমনিবাসী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত ভূমি হস্তান্তর করিবার জন্য, কিংবা (খ) দফাস্থলে যে কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয়, দান বা উইল দ্বারা হস্তান্তর করিবার জন্য, কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে, এবং কালেক্টর যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন সেইরূপ আদেশ দিবেন।

(২) এইরূপ প্রত্যেক হস্তান্তর রেজিষ্টারীকৃত দলিল দ্বারা করিতে হইবে, এবং দলীল রেজিষ্টারী ও ভূমি হস্তান্তরিত হইবার পূর্ব্বে দলিলের সর্ত্ত এবং হস্তান্তরসম্বন্ধে কালেক্টরের লিখিত সম্মতি লইতে হইবে।

(৩) যে ভূমি বা তদীয় অংশ তৎসংক্রান্ত দলীলের সর্ত্তমতে বা অন্য কোন আইন বা স্থানীয় প্রথামতে, হস্তান্তরযোগ্য নহে, তাহার হস্তান্তর এই ধারার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যাইবে না।

৪৯ছ ধারা। কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী, বা রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত কর্তৃক এই অধ্যায়ের বিধানের বিপরীতে কোন হস্তান্তর হইলে তাহা রেজিষ্টরী করা হইবে না বা কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতে সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

এই অধ্যায়ের বিধানের বিরুদ্ধে কোন হস্তান্তর রেজিষ্টারী হইবে না বা আদালত সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিবেন না।

৪৯জ ধারা। ৪৯খ ধারার বিধানের বিপরীতে যদি কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত, কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত বা তদীয় অংশ হস্তান্তর করে, কিংবা ৪৯ঙ ধারার (১) প্রকরণের বা ৪৯চ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া হস্তান্তরগ্রহীতা সেই ভূমি দখল করিতে থাকেন বা ভূমি দখলে রাখেন, তবে কালেক্টর স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা কোন দরখাস্তক্রমে সেই ব্যক্তিকে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত বা তদীয় অংশ হইতে, লিখিত আদেশ দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারেন ;

মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত দ্বারা অবৈধ হস্তান্তর রদ করিতে কালেক্টরের ক্ষমতা।

কিন্তু—

(ক) যে ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করা হইতেছে, তিনি যদি ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর কাল দখল করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না ;

(খ) তাঁহাকে উচ্ছেদের আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক।

(২) উক্ত (১) প্রকরণ অনুসারে কালেক্টর যখন আদেশ দেন, তখন তিনি

(ক) সেই হস্তান্তরিত ভূমি উক্ত আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী,

রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তের নিকট বা তাঁহার ওয়ারিস বা আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন ; কিংবা

(খ) হস্তান্তরকারী বা তাঁহার ওয়ারিস বা আইনমত স্থলাভিষিক্ত-ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে, কালেক্টর ঘোষণা করিবেন যে, উক্ত ভূমি বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা ৪৯ ঝ ধারার বিধানাধীনে, ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু সেই ক্ষমতা যদি ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক এক বৎসরের মধ্যে পরিচালিত না হয়, তবে কালেক্টর ছয় মাসের মধ্যে ভূম্যধিকারীর পক্ষ হইতে, কোন আদিমনিবাসীর সহিত, তিনি যে সর্ত্ত উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সেই সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিবেন ; আর যদি কালেক্টর উক্ত সময়ের মধ্যে বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে ভূমি বন্দোবস্ত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ভূম্যধিকারীর হইবে।

৪৯ ঝ ধারা। (১) যখন—

কোন কোন যোত পুনঃ পত্তন।

(ক) কোন যোত বা তদীয় অংশ বন্দোবস্ত করিবার স্বত্ব ৪৯জ ধারার (২) প্রকরণের (খ) দফামতে ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয়, কিংবা

(খ) কোন আদিমনিবাসী প্রজা তাহার যোত বা তদীয় অংশ ইস্তফা দেয়, বা তাহার বাস্তগৃহ পরিত্যাগ করে ও যোতের দখল ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে, ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানাধীনে, ভূম্যধিকারী—

(।০) উক্ত যোত বা তদীয় অংশ অন্য কোন আদিমনিবাসীর সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন, কিংবা

(৵) কালেক্টরের লিখিত অনুমতি লইয়া আদিমনিবাসী ব্যতীত

অপর কোন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে বা নিজ দখলে রাখিতে পারেন ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, কলেক্টর যদি সন্তুষ্ট হন যে, এই প্রকরণে উল্লিখিত ইস্তফা বা পরিত্যাগ, ৪৯খ, ৪৯ঙ, বা ৪৯চ ধারার বিধানগুলি অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ অনুমতি দানে বিরত হইবেন না।

(২) যদি কোন ভূম্যধিকারী (১) প্রকরণের বিধান লঙ্ঘন করিয়া উক্তরূপ কোন যোত বন্দোবস্ত করেন বা অন্য কিছু করেন, তবে কালেক্টর ৪৯জ ধারা অনুসারে যেরূপ ইচ্ছা করেন তাহা করিতে পারিবেন।

আদালতের আদেশ অনুসারে প্রজার স্বত্ব নিলামের ক্ষমতা সঙ্কোচ।

৪৯এঃ ধারা। এই আইনে অন্যরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও, কোন মধ্যস্বত্বে বা যোতে বা তদীয় অংশে কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তের যে স্বত্ব আছে, কোন আদালত তাহা নিলাম করিবার ডিক্রী বা আদেশ দিবেন না, কিংবা এরূপ কোন স্বত্ব কোন ডিক্রী বা আদেশজারীক্রমে নিলাম হইবে না ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে,—

(ক) কোন আদিমনিবাসীর মধ্যস্বত্ব বা যোত, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতসম্বন্ধে দেয় বাকী খাজনা আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইতে পারে ;

(খ) যদি (/০) বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার সাঁওতালগণ সম্বন্ধে ১৯১৬ সালের ১লা নভেম্বরের পূর্ব্বে, এবং (৵০) যাঁহাদের প্রতি এই অধ্যায় প্রয়োগ করা হইয়াছে, এরূপ জাতিগণ সম্বন্ধে ৪৯ক

ধারার (২)প্রকরণ অনুসারে নোটিশপ্রকাশের তারিখের অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্বে, এইরূপ ডিক্রী হইয়া থাকে বা চুক্তিপত্র রেজিষ্টারী করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ধারামতে ঐরূপ মধ্যস্বত্ব বা যোত ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইতে কোন বাধা হইবে না বা কোন চুক্তিপত্রের সর্ত্তে বিঘ্ন হইবে না।

(গ) কোন সরকারী প্রাপ্যের ন্যায় যাহা আদায় করিতে পারা যায় এরূপ কোন প্রাপ্য আদায়ের জন্য এরূপ মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম করাইতে এই ধারায় কোন বাধা নাই।

ডিক্রীজারী স্থগিত করণ।

৪৯ঠ ধারা। যদি কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তের বিরুদ্ধে যোতজমী সংক্রান্ত ডিক্রীজারীক্রমে তাহার মধ্যস্বত্ব বা যোত বা তাহার কোন অংশ নিলামের আদেশ হয়, তবে ডিক্রীজারীকারী আদালত প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য প্রজাকে উপযুক্ত সময় দিবেন।

আপীল ও রিভিসন।

৪৯ড ধারা। (১) কালেক্টরের ক্ষমতা বিশিষ্ট জিলার অন্য কোন কর্ম্মচারী ৪৯চ, ৪৯জ বা ৪৯ ঝ ধারা অনুসারে কোন আদেশ দিলে, আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে, তদ্বিরুদ্ধে জিলার কলেক্টরের নিকট আপীল করা যাইবে; এবং আপীলে কালেক্টর যে আদেশ দিবেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

কিন্তু কালেক্টরের এইরূপ আদেশ কমিশনার সাহেব সংশোধন (revision) ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(২) উপরোক্ত (১) প্রকরণের বিধান সত্বেও, এই আইনের দশম অধ্যায়-অনুযায়ী কার্য্যকারী কোন কর্ম্মচারী ৪৯চ, ৪৯জ বা ৪৯ঝ

ধারা অনুসারে কোন আদেশ করিলে, তাহার বিরুদ্ধে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহার নিকট আপীল হইবে ; এবং আপীলে এইরূপ কর্ম্মচারী যে আদেশ দিবেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারীর আদেশ, স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকর্তৃক নিযুক্ত অপর এক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(৩) ৪৯চ, ৪৯জ ও ৪৯ঝ ধারা অনুসারে কোন জিলার কালেক্টরের মূল (original) আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে।

মোকদ্দমায় বাধা।

৪৯ড ধারা। এই অধ্যায় অনুসারে কালেক্টরের কোন আদেশ পরিবর্ত্তন বা রদ করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা করিতে হইলে, প্রতারণা বা কালেক্টারের বিচারাধিকারের অভাব এই দুই হেতু ভিন্ন অন্য কোন হেতুতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না।

কতকগুলি হস্তান্তর সংরক্ষণ।

৪৯ঢ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তদ্বারা স্বীয় মধ্যস্বত্ব, যোত বা তদীয় অংশের হস্তান্তর নিম্নলিখিত স্থলে সরল বিশ্বাসে কৃত হইয়া থাকিলে, এবং তাহা প্রকারান্তরে অসিদ্ধ বা অবৈধ না হইলে, এই অধ্যায়ের কোন কথাদ্বারা তাহা অসিদ্ধ হইবে না—

(ক) যদি ঐ হস্তান্তর বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার সাঁওতাল সম্পর্কে ১৯১৬ সালের ১লা নভেম্বরের পূর্ব্বে হইয়া থাকে,

(খ) ৪৯ক ধারানুসারে যাহাদের প্রতি এই অধ্যায় প্রয়োগ করা হইয়াছে, এরূপ অন্যান্য জাতি সম্পর্কে, যদি তাহাদের সম্বন্ধে ৪৯ক ধারার (২) প্রকরণ অনুসারে নোটিশ প্রকাশের তারিখের অন্ততঃ একবৎসর পূর্ব্বে হস্তান্তর হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

খাজনা সম্বন্ধে সাধারণ বিধান।

খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

খাজনার চিরস্থিরতা সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৫০ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত ও তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীরা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে অপরিবর্ত্তিত খাজনায় বা খাজনার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণের পরিবর্ত্তন বিনা অন্য কোন হেতুতে ঐ খাজনা বা খাজনার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে, কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা তাহার পূর্ব্বাধিকারীরা উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ২০ বৎসর ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত খাজনায় বা খাজনার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তবে, যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাণিত না হয়, তাবৎ এইরূপ অনুমান হইবে যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতেই ঐ খাজনায় বা খাজনার হারে ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি কোন আইনে এইরূপ আদেশ থাকে যে, কোন স্থানে মোকররী খাজনায় বা মোকররী খাজনার হারে কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে তাহা উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে রেজিষ্টারী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে উক্ত শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব তদ্রূপে রেজিষ্টারী করা না হইয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন ভূমি, অন্য যে ভূমির সহিত যুক্ত হইয়া একযোত ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা হইয়া থাকিলে, বা অপর কোন ভূমির সহিত যুক্ত করিয়া এক-যোত করা হইয়া থাকিলে, রাইয়তের ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে এই ধারামতে কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৪) কয়েক বৎসরের মিয়াদী মধ্যস্বত্ব, বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছানুসারে যাহার শেষ হইতে পারে এইরূপ মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

খাজনার পরিমাণ ও যোতভোগের সর্ত্ত সম্বন্ধে অনুমান।

৫১ ধারা। কোন প্রজার খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে বা কোন কৃষি-বৎসরে তিনি কি সর্ত্তে ভূমি ভোগ করেন তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষি-বৎসরে যে খাজনা দিয়া যে সর্ত্তে তিনি ভূমি ভোগ করিয়াছেন, তদ্বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, সেই খাজনা দিয়া সেই সর্ত্তে তিনি ভূমি ভোগ করিবেন এইরূপ অনুমান করা হইবে।

ভূমির পরিমাণের পরিবর্ত্তন হইলে খাজনার পরিবর্ত্তন।

ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজনার পরিবর্ত্তন।

৫২ ধারা। (১) (ক) কোন প্রজা পূর্ব্বে যে-পরিমাণ ভূমির জন্য খাজনা দিয়াছেন, পরে মাপ করিয়া তাহার অধিক ভূমি প্রমাণ হইলে, সেই অধিক ভূমির জন্য অতিরিক্ত খাজনা দিতে বাধ্য হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে, ঐ অতিরিক্ত ভূমি পূর্ব্বে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের অন্তর্গত ছিল এবং পরে শিকস্তিক্রমে (diluvion) বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু তজ্জন্য খাজনা কমান হয় নাই, তবে এই নিয়ম খাটিবে না; এবং

(খ) কোন প্রজা পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজনা দিয়াছেন, তাঁহার মধ্যস্বত্ব বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরে মাপ করিয়া কম প্রমাণিত হইলে তাঁহার খাজনা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন ; কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে, নষ্ট ভূমি পয়স্তিক্রমে (alluvion) বা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমিতে সংযোজিত হইয়াছিল এবং ঐরূপে যোগ হওয়া সত্ত্বেও খাজনাবৃদ্ধি করা হয় নাই, তবে এই নিয়ম খাটিবে না।

(২) যে পরিমাণ ভূমির জন্য পূর্ব্বে খাজনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, মোকদ্দমার কোন পক্ষ যদি এরূপ প্রার্থনা করেন, তবে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন :—

(ক) উক্ত প্রজাস্বত্ব উদ্ভবের মূল এবং সর্ত্তগুলি, যথা—ঐ খাজনা মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত সমগ্র ভূমির নিমিত্ত থোক খাজনা ছিল কি না ;

(খ) প্রজার মোট খাজনার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া, কিংবা প্রকারান্তরে ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারে ও অনুমতি সহকারে ঐ প্রজাকে অতিরিক্ত ভূমি ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

(গ) খাজনা বা ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি না হইয়া কতকাল ঐ প্রজাস্বত্ব চলিতেছে ; ও

(ঘ) উক্ত প্রজাস্বত্ব সৃষ্টির সময়ে যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হইত তাহার তুলনায়, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হয় তাহার দৈর্ঘ্য।

(৩) কত খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, নিকটস্থ সেই প্রকারের ও সেইরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের কি হারে খাজনা দিতে হয় তাহার

প্রতি, এবং মধ্যস্বত্বাধিকারীর বেলায়, তিনি স্বীয় মধ্যস্বত্বের খাজনা হইতে কত লভ্য পাইতে স্বত্ববান, তৎপ্রতি আদালত দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যাহা অনুপযুক্ত বা অন্যায্য হয়, এরূপ খাজনা কোন স্থলেই ধার্য্য করিবেন না।

(৪) মধ্যস্বত্বের বা যোতের বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্ব্বেকার মোট বার্ষিক মূল্যের যত অংশ হয়, খাজনার যত টাকা কমাইতে হইবে তাহা পূর্ব্ব-দেয় খাজনার তত অংশ হইবে; কিংবা, নষ্টভূমির বার্ষিক মূল্য সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া গেলে, যে পরিমাণ ভূমি হ্রাস হয়, তাহা মধ্যস্বত্ব বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণের যত অংশ, খাজনার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব দেয় খাজনার তত অংশ হইবে।

(৫) এই ধারামত কোন মোকদ্দমায়, কোন্ অতিরিক্ত ভূমি ভুক্ত হইতেছে তাহা ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, ঐ অতিরিক্ত ভূমির জন্য কত অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইবে, তাহা যোতের অন্তর্গত সমস্ত ভূমির জন্য যে গড় হারে খাজনা দেওয়া হয়, সেই হারে হিসাব করা যাইতে পারিবে।

(৬) যদি এই ধারামত কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী বা প্রজা এইরূপ প্রমাণ করেন যে—

(/০) যখন পাট্টায় বা কবুলিয়তে ভূমির পরিমাণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ে বা প্রায় সেই সময়ে, যে মহালে বা কায়েমী মধ্যস্বত্বে বা উহার অংশে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত অবস্থিত, সেইখানে ভূমি মাপ করিবার পর বন্দোবস্ত করার প্রথা ছিল; কিংবা

(৵০) যে থোকার উপর নির্ভর করিয়া দাবী করা হইয়াছে, সেই থোকায় লিখিত ভূমির পরিমাণের সঙ্গে, কাউণ্টারফাইল রসিদে

লিখিত ভূমির পরিমাণ মিলিয়া যায়, এবং থোকা যখন প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তখন ভূমি মাপ করিবার পর বন্দোবস্ত করার প্রথা ছিল,—

তাহা হইলে অনুমান করা হইবে যে, মাপ করিয়াই ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

টীকা। পূর্ব্বেকার (৬) প্রকরণটীর ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া এক্ষণে উহা পরিষ্কার করিয়া লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহার ভাষা অত্যন্ত জটিল ছিল।

খাজনা দিবার কথা।

৫৩ ধারা। চুক্তি বা প্রচলিত দেশাচারের নিয়মাধীনে, কোন প্রজার দেয় নগদান খাজনা সমান চারি কিস্তিতে দিতে হইবে; কৃষি-বৎসরের প্রত্যেক তিন মাসের শেষ দিনে এক এক কিস্তির টাকা দেয় হইবে।

খাজনার কিস্তি।

৫৪ ধারা। (১) প্রত্যেক খাজনার কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন বা দিবার জন্য উপস্থিত করিবেন।

খাজনা দিবার সময় ও স্থান।

কিন্তু খাজনা দেয় হইবার পূর্ব্বেও, সেই বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত বৎসরের দেয় খাজনা প্রজা দিতে বা দিবার জন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) খাজনা নিম্নলিখিতরূপে দিতে পারা যাইবে—

(/●) ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে, অথবা ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে; কিংবা

(৵০) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিনির্দ্দিষ্টক্রমে মনিঅর্ডার দ্বারা।

৬১ ধারা অনুসারে আদালতে খাজনা আমানত করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) নির্দ্দিষ্টপ্রকারে মনিঅর্ডার দ্বারা খাজনা পাঠান হইলে, যতক্ষণ না তাহার বিপরীত প্রমাণ হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত আদালত অনুমান করিতে পারেন যে, খাজনা দিবার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

(৪) মনিঅর্ডারে প্রেরিত খাজনা ভূম্যধিকারী গ্রহণ করিলে, মনিঅর্ডারের ফরমে উল্লিখিত কোন বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি কোন স্বীকারোক্তি করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণে গ্রাহ্য হইবে না, কিংবা তিনি ২৬ঘ, ২৬ঙ, ২৬চ বা ২৬ঞ ধারার লিখিত কোন স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াও গণ্য হইবে না।

(৫) খাজনার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয় সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না হইলে তাহা বাকী খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা। (১) ও (২) প্রকরণের ভাষা কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ভাবে লিখিত হইয়াছে। খাজনা দিবার জন্য উপস্থিত করার (tender) কথা ও (১) প্রকরণের দ্বিতীয় প্যারাটী নূতন। (৩) ও (৪) প্রকরণ দুইটী একেবারে নূতন। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীরা পাছে খাজনার মণিঅর্ডার গ্রহণ করিলে কোন কিছু সম্বন্ধে স্বীকার করা হয় এই ভয়ে মণিঅর্ডার গ্রহণ করিতেন না; এই ভয় দূর করিবার জন্য (৪) প্রকরণ বিহিত হইয়াছে।

৫৫ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজনার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা করা হইবে।

টাকা কিরূপে জমা করিতে হইবে।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরে ও যে কিস্তিতে উচিত বিবেচনা করেন, সেই হিসাবে টাকা জমা করিতে পারেন।

দাখিলা ও হিসাব।

৫৬ ধারা। (১) কোন প্রজা স্বীয় ভূম্যধিকারীকে খাজনার বাবদ টাকা দিলে, তিনি সেই টাকার জন্য উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বাক্ষরিত লিখিত দাখিলা পাইতে স্বত্ববান্ হইবেন।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার দাখিলা পাইবার স্বত্ব।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত দাখিলার মুড়ি প্রস্তত করিবেন ও নিজের নিকট রাখিবেন।

(৩) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে যে বিশেষ কথা লিখিত আছে, তন্মধ্যে ভূম্যধিকারী টাকা গ্রহণের সময়ে যাহা যাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন, দাখিলায় ও তাহার মুড়িতে সেই সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

কিন্তু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে, সাধারণতঃ কিংবা বিশেষ কোন স্থানের বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত, পরিবর্ত্তিত ফরম নির্দ্দেশ বা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন দাখিলায় এই ধারার আদেশমত যে সমস্ত বিবরণ থাকা উচিত তাহা মোটামুটিভাবে না থাকে, তবে যাবৎ তাহার বিপরীত না প্রমাণিত হইতেছে, তাবৎ এই অনুমান হইবে যে দাখিলা যে তারিখে দেওয়া হইয়াছে, সেই তারিখ পর্য্যন্ত সমুদয় খাজনা পরিশোধ করা হইয়াছে।

৫৭ ধারা। (১) কৃষি-বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজনা দিতে হইবে, তৎসমস্তই দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাসের মধ্যে, ঐ প্রজা বিনা খরচে স্বীয় ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে ঐ

বৎসরের শেষে প্রজার ফারখতী বা হিসাবের বিবরণ পাইবার স্বত্ব।

বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্য সমুদয় খাজনার ফারখতীস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত দাখিলা পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী যদি ঐরূপ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে প্রজা চারি আনা ফী দিলে, ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিনমাসের মধ্যে, এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে যে বিশেষ কথা লিখিত আছে তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণপত্র, কিংবা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সাধারণতঃ কিংবা বিশেষ কোন স্থানের অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার জন্য অন্য যে ফরম নির্দ্দেশ করেন সেই ফরমে হিসাবের বিবরণপত্র পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী ঐরূপ বিবরণসম্বলিত হিসাবপত্রের নকল প্রস্তুত করিবেন এবং নিজের নিকট রাখিবেন।

দাখিলা ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং মুড়ি না রাখিলে দণ্ড ও জরিমানা।

৫৮ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজনা দিলে যদি ভূম্যধিকারী যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা তাঁহাকে ৫৬ ধারার বিধানমতে বিবরণসম্বলিত দাখিলা দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজনা দিবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, খাজনার পরিমাণের অনধিক দ্বিগুণ টাকা (আদালত যাহা উচিত বোধ করেন) দণ্ডস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা, প্রজার প্রার্থনামতে ৫৭ ধারায় লিখিত ফারখতীস্বরূপ দাখিলা কিংবা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের দাখিলা বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজনা দিয়াছেন তাহার মোট পরিমাণের অনধিক দ্বিগুণ টাকা (আদালত

যাহা উচিত বোধ করেন) দণ্ডস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য উক্ত প্রজা পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোন ভূম্যধিকারী বা তাঁহার গোমস্তা যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা ৫৬ বা ৫৭ ধারার বিধানমত প্রজাকে কোন রসিদ বা বিবরণপত্র দিতে, অথবা কোন রসিদ বা বিবরণপত্রের মুড়ি বা নকল প্রস্তুত করিয়া রাখিতে, ত্রুটি করেন, তবে কালেক্টর সরাসরিমতে তদন্ত করিয়া ঐ ভূম্যধিকারী বা গোমস্তার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন।

(৪) ভূম্যধিকারীর বা গোমস্তার ত্রুটির তারিখ হইতে একবৎসরের মধ্যে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া, অথবা ঐ তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে নালিশ প্রাপ্ত হইয়া, অথবা কোন দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট পাইয়া, কালেক্টর (৩) প্রকরণানুসারে সরাসরিমতে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

(৫) উক্ত (৩) প্রকরণানুসারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে, কালেক্টর যদি ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া ভূম্যধিকারী বা তাঁহার গোমস্তাকে ছাড়িয়া দেন, এবং যদি কালেক্টর বিশ্বাস করেন যে, প্রজার ঐ মোকদ্দমা মিথ্যা বা বিরক্তি-উৎপাদনেচ্ছাপ্রসূত, তাহা হইলে কালেক্টর স্বীয় বিবেচনানুসারে সেই ডিসমিসের আদেশেই এইরূপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন যে, পঞ্চাশ টাকার অনধিক টাকা, কলেক্টর যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, প্রজা ঐ ভূম্যধিকারী বা গোমস্তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবেন।

(৬) উক্ত (৩) প্রকরণানুসারে অর্থদণ্ডের আদেশ অথবা (৫) প্রকরণানুসারে কালেক্টরের ক্ষতিপূরণের আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল হইতে পারিবে, এবং ঐরূপ আপীলে কমিশনার যে আদেশ প্রদান করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে; তবে রেভিনিউ বোর্ড উক্ত আদেশ সংশোধন (revision) করিতে পারিবেন।

(৭) এই ধারা অনুসারে যে অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট হয়, অথবা যে ক্ষতি-পূরণের আদেশ হয়, তাহা, বর্ত্তমানে প্রচলিত কোন আইনানুসারে সরকারী প্রাপ্য যে প্রকারে আদায় করিবার বিধান আছে, সেই প্রকারে আদায় করা যাইতে পারিবে।

৮) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে আদালতের যে কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে, এই ধারানুসারে কোন তদন্ত সম্বন্ধে, কালেক্টর সেই প্রণালীতে সাক্ষীর নামে সমন বাহির করিতে এবং সাক্ষীকে হাজির করাইতে ও দলীলপত্র উপস্থিত করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(৯) প্রজা যে ভূমির জন্য খাজনা দিযাছে সেই যোতের খাজনা অথবা পরিমাণ সম্বন্ধে কোন তর্ক বা গোলমাল আছে বলিয়া—(ক) খাজনাবাবদ প্রদত্ত টাকার দাখিলা দিবার পক্ষে, অথবা (খ) ৫৭ ধারার বিধানমত হিসাবের বিবরণপত্র দিবার পক্ষে, অসম্মতির বা অবহেলার বা অন্য কোন হেতুতে না দেওয়ার উপযুক্ত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না; এবং প্রজা উক্ত দাখিলা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছে বলিয়া ৫৬ ধারার বিধানমতে উক্তরূপ দাখিলার মুড়ি প্রস্তুত না করার ও না রাখার উপযুক্ত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

টীকা (৯) প্রকরণটী নূতন যোগ করা হইয়াছে।

৫৯ ধারা। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ৫৬ হইতে ৫৮ ধারামতে ব্যবহারের উপযোগী মুড়িসমেত দাখিলার ও হিসাবের বিবরণপত্রের ফরম প্রস্তুত করাইয়া ভূম্যধিকারীদের নিকট বিক্রয়ার্থ মহকুমার কাছারীতে রাখাইবেন।

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট দাখিলা ও হিসাবের ফরম প্রস্তুত করাইবেন।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন, তদনুসারে ক্রমান্বয়ে বা অন্য কোন প্রকারে নম্বর দেওয়া পাতার বহি বাঁধিয়া ঐ সকল ফরম বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

৬০ ধারা। কোন মহালের ভূম্যধিকারী, ম্যানেজার বা বন্ধকগ্রহীতার নিকট খাজনা দেনা হইলে, ভূমি-রেজিষ্টারী আইন অনুসারে যে ব্যক্তির নাম উক্ত মহালের ভূম্যধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীতা বলিয়া রেজিষ্টারী করা আছে, সেই ব্যক্তির বা তদর্থে তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রদত্ত দাখিলা খাজনার যথেষ্ট ফারখতী হইবে; এবং যে ব্যক্তির নাম ঐরূপ রেজিষ্টারী করা থাকে তিনি খাজনার দাবী করিলে তদুত্তরে প্রজা এই বলিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না যে উক্ত খাজনা অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য।

রেজিষ্টরী-করা ভূম্যধিকারা, কায্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীতা দাখিলা দিলে তাহাব ফল।

কিন্তু রেজিষ্টারী-করা ভূম্যধিকারী, ম্যানেজার বা বন্ধকগ্রহীতার বিরুদ্ধে ঐরূপ তৃতীয় কোন ব্যক্তির যে-কোন প্রতিকারের উপায় থাকে, এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

খাজনা আমানতকরণ।

৬১ ধারা। (১) নিম্নলিখিত যে-কোন স্থলে, যথা—

আদালতে খাজনা আমানত করিবার দরখাস্ত।

(ক) যেস্থলে প্রজা খাজনার নিমিত্ত টাকা দিতে উপস্থিত করেন, কিন্তু ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য দাখিলা দিতে অস্বীকার করেন ;

(খ) যেস্থলে ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে খাজনা লইতে অগ্রাহ্য করায় বা দাখিলা না দেওয়ায় প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, ভূম্যধিকারী তাঁহার খাজনা লইবেন না বা তন্নিমিত্ত দাখিলা দিবেন না ;

(গ) যেস্থলে ঐ খাজনা সরিকদিগকে একত্রভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা সেই টাকার নিমিত্ত সমস্ত সরিকদের স্বাক্ষরিত দাখিলা পাইতে অক্ষম হন, এবং তাঁহাদের সকলের পক্ষে খাজনা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি না থাকে ; কিংবা

(ঘ) যেস্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজনা পাইতে স্বত্ববান সে সম্বন্ধে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে,—

সেস্থলে, প্রজার মধ্যস্বত্ব বা যোতের খাজনার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালতে, তৎকালীন পাওনা খাজনার টাকার অন্যূন টাকা আমানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত প্রজা লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে কারণে দরখাস্ত করা হইয়াছে, উক্ত দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে, এবং

(ক) ও (খ) দফা স্থলে, আমানতী টাকা যে ব্যক্তির নামে

জমা করিয়া লইতে হইবে তাঁহার নাম, বা কোন সাধারণ কর্ম্মচারী (কমন এজেণ্ট) থাকিলে তাঁহার নাম, এবং

(গ) দফা স্থলে, যে সরিকদের নিকট খাজনা দেনা হয়, কিংবা প্রজা তাঁহাদের মধ্যে যত জনের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাঁহাদের নাম, এবং

(ঘ) দফা স্থলে, গত শেষবারে যে ব্যক্তিকে খাজনা দেওয়া হইয়াছে তাঁহার নাম, এবং এক্ষণে যে ব্যক্তি বা যে যে ব্যক্তি দাবী করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম উল্লিখিত থাকিবে।

উক্ত দরখাস্তে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন ও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬ অর্ডারের ১৫ রুলের (২) ও (৩) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সত্যপাঠ করিবেন ; অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সত্যপাঠ লিখিবেন ; এবং (ক) ও (খ) দফা স্থলে ভূম্যধিকারীকে আমানতী টাকা পাঠাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট খরচা এবং (গ) ও (ঘ) দফা স্থলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফী তৎসঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

টীকা। এই ধারার শেষ তিন লাইন নূতন যোগ করা হইয়াছে।

আদালত আমানতী টাকার রসিদ দিলে তাহা উপযুক্ত ফারখতী বলিয়া গণ্য হইবে।

৬২ ধারা। (১) ৬১ ধারামতে যে আদালতে দরখাস্ত করা হয়, যদি সেই আদালত বোধ করেন যে, দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজনা আমানত করিতে অধিকারী, তবে খাজনা লইয়া আদালত শীলমোহরযুক্ত রসিদ দিবেন।

(২) উক্ত রসিদ, প্রজার দেয় যে খাজনা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ফারখতীর ন্যায় কার্য্যকর হইবে ; এবং—

৬১ ধারার (ক) ও (খ) দফার স্থলে, যাঁহার নামে আমানতী টাকা জমা করিয়া লইতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) দফার স্থলে, খাজনা যাঁহাদের পাওনা হয় সেই সরিকগণ, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) দফার স্থলে, তাহা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি—

উক্ত খাজনা গ্রহণ করিলে যে-প্রকারে ও যে-পরিমাণে কার্য্যকর হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসিদ কার্য্যকর হইবে।

৬৩ ধারা। যে আদালতে টাকা আমানত করা হয় সেই আদালত—

আমানত পাইবার নোটিশ।

(৴০) ৬১ ধারার (ক) ও (খ) দফাস্থলে, উক্ত ভূম্যধিকারীর ঠিকানায়, অথবা তাঁহার পক্ষে খাজনা গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সাধারণ এজেণ্ট থাকিলে তাঁহার ঠিকানায়, মণি অর্ডার যোগে অবিলম্বে সেই টাকা পাঠাইয়া দিবেন;

(৵০) উক্ত ধারার (গ) ও (ঘ) দফাস্থলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনাসম্বলিত উক্ত আমানতের নোটিশ আদালত-গৃহের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন; এবং উক্ত নোটিশ লাগাইবার পর ১৫ দিনের মধ্যে যদি আমানতী টাকা ৬৪ ধারামতে কাহাকেও দেওয়া না হয়, তবে (গ) দফাস্থলে, ভূম্যধিকারীর কোন গ্রাম্য কাছারী থাকিলে সেখানে, এবং যে গ্রামে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত বা তদীয় অংশ অবস্থিত, সেই গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে উক্ত আমানতের নোটিশ বিনা-খরচায় অবিলম্বে লটকাইয়া দেওয়াইবেন, এবং (ঘ) দফাস্থলে, যে সকল ব্যক্তির ঐ আমানতী টাকা পাইবার দাবী বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত আদালত বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর বিনা-খরচায় ঐরূপ নোটিশ জারী করাইবেন।

টীকা। এই ধারার (৴৹) দফাটি নূতন। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীর উপর শুধু টাকা আমানতের নোটিশ জারী করিবার বিধান ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ টাকা তাঁহার নিকট মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইবার বিধান করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ৬৪ ধারার (২) প্রকরণে মণিঅর্ডার করিবার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু তাহা আদালতের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

৬৪ ধারা। (১) যে ব্যক্তি উক্ত আদালতের বিবেচনায় ৬৩ ধারাক্রমে নোটিশদত্ত আমানতী টাকা পাইতে অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, আদালত তাঁহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে, কোন্ ব্যক্তি পাইতে অধিকারী তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ টাকা রাখিয়া দিতে পারিবেন।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

(২) আমানতের তারিখ হইতে ৩ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে ৬৩ ধারার (৴৹) দফামতে অথবা এই ধারার (১) প্রকরণমতে কোন টাকা কাহাকেও দেওয়া না হইলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন, ও যে আদালতে তিনি খাজনা আমানত করিয়াছিলেন সেই আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত রসিদ তিনি ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের কোন আজ্ঞা না থাকিলে, আমানতী টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) ৬২ ধারামতে কোন আমানতগ্রহণকারী আদালত যাহা কিছু করেন, তজ্জন্য সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের বিরুদ্ধে বা গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না; কিন্তু ঐরূপ কোন আমানতের টাকা এই ধারামতে প্রকৃত অধিকারী

ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইলে, তাঁহার নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিতে প্রকৃত অধিকারীর কোন বাধা হইবে না।

টাকা লইতে অসম্মত হইলে দণ্ড।

৬৪ক ধারা। উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার গোমস্তা মণিঅর্ডার দ্বারা প্রেরিত খাজনা কিংবা আদালতে আমানতী খাজনা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারী পরে মোকদ্দমা দ্বারা উক্ত খাজনা বাবদ সুদ, খরচা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন না, এবং উপরন্তু আদালত বাদীর (ভূম্যধিকারীর) দাবীকৃত সমস্ত টাকার শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে প্রজাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

মণিঅর্ডার দ্বারা প্রেরিত বা আমানতী খাজনা গ্রহণে অসম্মত হইলে দণ্ড।

মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনার পরিমাণ অথবা ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে কোন গোলমাল থাকার অজুহাত এই ধারামতে "উপযুক্ত কারণ" বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, কোন ভূম্যধিকারী আদালতে আমানতী খাজনা বা মণিঅর্ডার দ্বারা প্রেরিত খাজনা গ্রহণ করিলে, তদ্দারা, আমানত করিবার অনুমতির দরখাস্তে অথবা মণিঅর্ডার ফরমে লিখিত বিবরণ সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী কিছু স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রকারে প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইবে না।

টীকা। এই ধারা নূতন সংযোজিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিধি অনুসারে যখন ভূম্যধিকারী কর্তৃক খাজনাগ্রহণ কোনরূপ স্বীকারকরণের প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না তখন ভূম্যধিকারীর উক্ত খাজনা গ্রহণে আর কোনরূপ আপত্তির কারণ দেখা যায় না।

বাকী খাজনা।

৬৫ ধারা। প্রজা যদি কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা মোকররী রাইয়ত বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না; কিন্তু তাঁহার মধ্যস্বত্ব বা যোত বাকী-খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইতে পারিবে, এবং ঐ খাজনা উহার প্রথম দায়স্বরূপ গণ্য হইবে।

কায়েমী মধ্যস্বত্ব, মোকররী যোত বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বাকীখাজনার জন্য নিলাম হইতে পারিবে।

৬৬ ধারা (১) কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী, মোকররী রাইয়ত বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত ভিন্ন অন্য কোন প্রজার নিকট কৃষি-বৎসরের শেষে বাকী খাজনা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকীখাজনা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির সর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

অন্যান্য স্থলে বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদকরণ।

(২) বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদের মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে ডিক্রী দেওয়া হইলে, তাহাতে বাকী খাজনার টাকার পরিমাণ ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে সেই সুদের টাকার পরিমাণ লিখিত থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, কিংবা ত্রিশ দিনের দিন আদালত বন্ধ থাকিলে, আদালত খুলিবার দিনে, উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া হইলে ঐ ডিক্রী আর জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত এই ধারার লিখিত ত্রিশ দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারেন।

টীকা। পূর্ব্বে ৬৬ ধারায় বাঙ্গালা বৎসর ও ফসলী-বৎসর এই দুই প্রকারের বৎসরেরই উল্লেখ ছিল; এক্ষণে সংশোধক আইনদ্বারা তাহার স্থলে 'কৃষি-বৎসর' কথা লিখিত হইয়াছে; এবং (২) ও (৩) প্রকরণে পনের দিনের স্থলে "ত্রিশ দিন" করা হইয়াছে।

বাকীখাজনার সুদ

৬৭ ধারা। কিস্তির টাকা কৃষি-বৎসরের যে তিনমাসে পাওনা হয়, সেই তিনমাসের অবসান হইতে টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ পর্য্যন্ত (এই দুইটী তারিখের মধ্যে যেটী পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত) বৎসরে শতকরা ১২৷৷৹ টাকা হারে বাকী-খাজনার উপর সুদ চলিবে।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজনা না দেওয়া হইলে কিংবা অন্যায়-রূপে প্রতিবাদীর নামে খাজনার মোকদ্দমা করা হইলে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

৬৮ ধারা। (১) কোন বাকীখাজনার মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে, প্রতিবাদী (প্রজা) যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণব্যতিরেকে তাঁহার দেয় খাজনা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছেন, তবে খাজনা ও খরচা বলিয়া যত টাকার ডিক্রী হয়, আদালত তাহার অতিরিক্তও খাজনার ডিক্রীর টাকার শতকরা অনধিক পঁচিশ টাকা (বিচারে যাহা উচিত বোধ করেন) হিসাবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বাদীকে দিবার জন্য প্রতিবাদীকে আজ্ঞা করিতে পারেন;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এই ধারামত ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইলে সুদের ডিক্রী হইবে না;

আরও বিশেষ বিধি এই যে, ক্ষতিপূরণের আদেশ হইলে—

(৵৹) মোকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখ পর্য্যন্ত যে সুদ জন্মিয়াছে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ তাহার কম হইবে না, এবং

(৵০) মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ হইতে টাকা দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত, আদালত যে হার নির্দ্দেশ করেন সেই হারে বাকী খাজনার সুদ দিবার আদেশ করিতে পারেন।

(২) বাকীখাজনার মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণব্যতিরেকে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, তবে বাদী যে মোট টাকার দাবী করিয়াছেন তাহার শতকরা অনধিক পঁচিশ টাকা (আদালত যাহা উচিত বোধ করেন) হিসাবে প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিবার জন্য বাদীর প্রতি আজ্ঞা করিতে পারেন।

টীকা। এই ধারার দ্বিতীয় বিশেষ বিধি অর্থাৎ (/০) এবং (৵০) দফা দুইটী ১৯২৮ সালের সংশোধক আইন দ্বারা নূতন যোগ করা হইয়াছে। ক্ষতিপূরণের টাকা যাহাতে সুদ হইতে কম না হয়, এবং বাকী খাজনা আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত বাদী যাহাতে সুদ পাইতে পারেন, তাহার বিধান করা হইয়াছে।

৬৯, ৭০ এবং ৭১ ধারা। [রহিত হইয়াছে]

টীকা। এই তিনটী ধারায় ভাওলী খাজনার কথা, ফসল যাচাই ও বিভাগ, কালেক্টর কর্ত্তৃক তজ্জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ, তাহার কার্য্যপ্রণালী, ফসলের দখলসম্বন্ধে প্রজার স্বত্ব ও দায়িত্ব—এই সকল কথা লিখিত ছিল।

ভূম্যধিকারী পরিবর্ত্তন হইলে কিংবা মধ্যস্বত্ব বা যোত হস্তান্তর করা হইলে পর খাজনার জন্য দায়িত্ব।

হস্তান্তরের নোটিশ না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে খাজনা দিলে হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট প্রজা দায়ী হইবেন না।

৭২ ধারা। (১) ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তর করা হইয়া থাকিলে, এবং হস্তান্তর করিবার পর যে খাজনা প্রাপ্য হয় তাহা প্রজাকর্ত্তৃক পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইয়া থাকিলে, যদি ঐ খাজনা দিবার পূর্ব্বে হস্তান্তরগ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তরের নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজনার নিমিত্ত হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট দায়ী হইবেন না।

(২) যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহার একাধিক প্রজা থাকিলে, যদি হস্তান্তরগ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সমস্ত প্রজাদের নিকট সাধারণভাবে এক নোটিশ প্রচার করেন, তবে তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরের পূর্ব্বের খাজনার নিমিত্ত দায়।

৭৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত স্বীয় যোত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হস্তান্তর করিলে, হস্তান্তরের পূর্ব্বে যে খাজনা বাকী পড়ে, তজ্জন্য হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তরগ্রহীতা একসঙ্গে (jointly) ও স্বতন্ত্রভাবে (severally) ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী থাকিবেন ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত বাকীখাজনা ভূম্যধিকারীকে দিতে সম্মত হইয়া থাকেন, এবং হস্তান্তরের দলীলে যদি এই বিষয় লিখিত থাকে, তবে হস্তান্তরকারী বাকীখাজনার জন্য ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী থাকিবেন না।

টীকা। এই ধারার প্রথম প্যারাগ্রাফে "হস্তান্তরের পরে" এই কথার স্থানে "হস্তান্তরের পূর্ব্বে" এই কথাগুলি বসান হইয়াছে। "সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে" এই কথাগুলি নূতন ; দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটীও নূতন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

অবৈধ সেস্ ইত্যাদি।

আবওয়াব ইত্যাদি আইনবিরুদ্ধ।

৭৪ ধারা। (১) প্রকৃত খাজনার অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট, কিংবা তদ্রূপ অন্য নাম দিয়া যে সমুদয় কর প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করা হয়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে এবং ঐরূপ কর দিবার সমুদয় চুক্তি ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

(২) (ক) ১৮৮০ সালের সেস্-বিষয়ক আইনের ৪১ ধারার (২) দফায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক, কিংবা (খ) উক্ত ধারার (৩) দফা-মতে নির্দ্ধারিত অনুপাতের অধিক হারে, রোড সেস্, পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস্ বা উভয়বিধ যে সমুদয় কর প্রজার নিকট হইতে প্রকৃত খাজনার অতিরিক্ত আদায় করা যায়, তাহা আইন-বিরুদ্ধ হইবে এবং ১৮৮০ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের পরে ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে কোন চুক্তিতে উক্ত অতিরিক্ত কর দিবার সর্ত্ত ও নিয়ম থাকিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধক) আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বে রেজিষ্টারীকৃত কোন লিখিত চুক্তির সর্ত্ত এই প্রকরণ দ্বারা রহিত হইবে না ;

এবং আরও বিশেষ বিধি এই যে, উক্ত ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধক) আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বে যদি (২) প্রকরণে উল্লিখিত কর বাবদ কোন টাকা প্রজাকর্ত্তৃক দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭২ ধারামতে কোন নালিশ চলিবে না।

(৩) কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত স্থানে কায়েমী মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা দখলিকার দ্বারা প্রদত্ত এবং ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধক আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বে রেজিষ্টারীকৃত কোন কায়েমী মোকররী পাট্টার সর্ত্ত সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

টীকা। এই ধারার (৩) প্রকরণের "১৯২৮ সালের...রেজিষ্টারীকৃত" এই কয়টী কথা নূতন সংযোজিত করা হইয়াছে।

৭৫ ধারা। আইনমতে যে খাজনা বা রোড-সেস বা পাব্লিক ওয়ার্কস-সেস বা সুদ দেয় হয়, প্রজার নিকট তদতিরিক্ত কোন টাকা বা তাঁহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা, ৭৪ ধারার (২) প্রকরণের দ্বিতীয় বিশেষবিধি স্থল ব্যতীত অন্যস্থলে, ঐরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে, উক্ত গৃহীত টাকা বা উৎপন্নের মূল্য এবং তদতিরিক্ত অনধিক দুইশত টাকা (আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন), কিংবা ঐরূপে অন্যায় করিয়া যে টাকা লওয়া হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ টাকা দুইশত টাকার অধিক হইলে, উক্ত দ্বিগুণ টাকা, ভূম্যধিকারীর নিকট আদায় করিবার জন্য নালিশ করিতে পারেন।

খাজনার অতিরিক্ত টাকা প্রজার নিকট ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ড।

নবম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষসাধন।

৭৬ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে, কোন যোতসম্বন্ধে "উৎকর্ষসাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, যে কার্য্য দ্বারা যোতের মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী ও উক্ত যোত যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য-সম্মত, এবং যাহা যোতের উপরে করা না হইয়া থাকিলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা হইয়াছে, কিংবা

'উৎকর্ষসাধন' শব্দের অর্থ।

করিবার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক হইয়াছে, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষসাধন বলিয়া অনুমিত হইবে—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত বা পানের নিমিত্ত বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের বা গবাদির ব্যবহারনিমিত্ত জল সঞ্চয়, সরবরাহ বা বিতরণকরণার্থ কূপ, পুষ্করিণী ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খনন ;

ব্যাখ্যা :—কৃষি-ভূমির উপর এইরূপ কূপাদি খনন ভূমির মূল্যের হানিকর বা কৃষিকার্য্যের পক্ষে অনুপযোগীকরণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(খ) জলসেচনার্থ ভূমি প্রস্তুত করণ ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিংবা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জল নিঃসরণ, কিংবা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধারকরণ, কিংবা জলপ্লাবন হইতে রক্ষাকরণ, কিংবা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ ;

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমি হাসিল বা পরিষ্কারকরণ কিংবা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উন্নতিকরণ ;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য পুনরায় নূতন করিয়া করা অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা ;

(চ) প্রজা ও তদীয় পরিবারের নিমিত্ত পাকা অথবা ইষ্টক, প্রস্তর বা অন্য কোন উপকরণদ্বারা বাসগৃহ এবং বাহিরের ঘর নির্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু প্রজা কোন যোতে উপরোক্ত যে সকল কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির মূল্য বিশেষরূপে কমিয়া গেলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়মতে উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

টীকা। এই ধারায় পূর্ব্বে যে যে স্থলে "রাইয়ত" শব্দ ছিল সে সে স্থলে "প্রজা"

শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে ও (২) প্রকরণের (ক) দফায় 'বা পানের নিমিত্ত' কথাগুলি নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এক মোকদ্দমায় ধার্য্য হইয়াছিল যে, প্রজা পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন করিলে তাহা এই ধারামতে উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না। এই নজীর এখন রহিত হইল। এই দফার ব্যাখ্যাও নূতন। কৃষিভূমির উপর কূপাদি খনন করিলে তাহাতে ভূমির মূল্য প্রকৃতপক্ষে কমিয়া যায় এবং উহা কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং পাছে এই কারণে ভূম্যধিকারী প্রজাকে উচ্ছেদ করেন, এইজন্য এই ব্যাখ্যাটী বসান হইয়াছে।

(২) প্রকরণের (চ) দফায় এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে প্রজা "পাকা, ইষ্টক, প্রস্তর বা অন্য কোন উপকরণ দ্বারা" বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে এস্থলে শুধু "উপযোগী" বাসগৃহ নির্ম্মাণ করার কথা ছিল।

৭৭ ধারা। (১) * * কোন প্রজা বা ভূম্যধিকারী নিজে উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু বিনা, প্রজা বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উঁহাদের মধ্যে কেহ অপর পক্ষকে উক্ত যোতসম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

মোকররী ও দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট যোতে উৎকর্ষ-সাধন করিবার ক্ষমতা।

(২) যদি প্রজা এবং ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য কোন যোতের সহিত উক্ত উৎকর্ষের সম্পর্ক না থাকিলে, প্রজারই উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রস্বত্ব থাকিবে।

(৩) যোতসম্বন্ধে কোন উৎকর্ষসাধন করিবার অনুমতি দিবার জন্য প্রজার নিকট হইতে কোন ফী আদায় করা হইলে তাহা আবওয়াব বলিয়া গণ্য হইবে এবং ৭৪ ধারার (১) প্রকরণের নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

টীকা। এই ধারাটী সংশোধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা মোকররী রাইয়ত ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তসম্বন্ধেই প্রযোজ্য ছিল এখন (১) প্রকরণ হইতে সেই কথাগুলি

উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজাসম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। (৩) প্রকরণও নূতন; ইহার ফলে, অনুমতি দিবার জন্য প্রজার নিকট হইতে ভূম্যধিকারী কোন টাকা আদায় করিতে পারিবেন না।

৭৮ ধারা। রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত এবং তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে—

উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি করিবার স্বত্বসম্বন্ধে বিবাদ কালেক্টর নিষ্পত্তি করিবেন।

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিংবা

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা, তৎসম্বন্ধে, বিবাদ উত্থিত হইলে কালেক্টর সাহেব যে কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

টীকা। "বা কোর্ফা রাইয়ত" কথাটী নূতন সংযোজিত হইয়াছে। ৮২,৮৩ ও ৮৭ ধারাতেও এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। রাইয়তকে যে স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহা কোর্ফা রাইয়তকেও দেওয়া উচিত, ইহা আইনকর্ত্তাদের অভিমত।

৭৯ ধারা। [রহিত হইয়াছে]

টীকা। এই ধারায় দখলীস্বত্বশূন্য যোতের উৎকর্ষসাধন করিবার কথা ছিল।

৮০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, কিংবা যাহা তাঁহার সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচায় আইন মতে করা হইয়াছে, কিংবা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব-কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া রেজিষ্টারী করাইতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ-সাধন রেজিষ্টারীকরণ।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, দরখাস্ত সেইরূপ ফরমে লিখিত হইবে ও তাহাতে সেইরূপ বিবরণ থাকিবে, এবং সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তদ্বারা বা অন্য উপায়ে তাহার সত্যতা নির্ণয় করা হইবে।

(৩) (ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষসাধন হইলে,—এই আইন প্রচলিত হইবার সময় হইতে, এবং

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষসাধন হইলে—উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ হইতে,

এক বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করা না হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টীকা। (১) প্রকরণে "সম্পূর্ণ বা আংশিক" কথাগুলি নূতন যোগ করা হইয়াছে। ৩০ ধারায় ঐ কথাগুলি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই ধারাতেও উহা সংযোজিত করা হইল।

উৎকর্ষসাধনসম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করাইবার দরখাস্ত।

৮১ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা, উক্ত যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব-কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষকে সময়ের ও স্থানের নোটিশ দিয়া সেই সময়ে ও স্থানে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু যদি তিনি বিবেচনা করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা যদি এরূপ দেখা যায় যে, ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতের তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে তিনি উক্ত দরখাস্ত সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিবেন না।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইলে পর, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে, কিম্বা তাঁহাদের অধীনে যাঁহারা দাবী করেন সেই ব্যক্তিদের মধ্যে, পরে কোন মোকদ্দমা বা অনুষ্ঠানিক কার্য্য হইলে তাহাতে উক্ত লিপিবদ্ধ বিষয়টী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

উৎকর্ষসাধনের জন্য রাইয়তকে ক্ষতিপূরণ।

৮২ ধারা। (১) যদি কোন রাইয়তকে বা কোর্ফা রাইয়তকে তাঁহার যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহা হইলে, এই আইনানুসারে তিনি বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হইয়া থাকিলে, তিনি ক্ষতিপূরণ পাইতে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবেন, এবং আদালত এইরূপ সর্ত্তে ডিক্রী বা আদেশ দিবেন যে রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তকে ঐ টাকা দিলে তবে তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে পারা যাইবে।

(৩) যে স্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত এই মর্ম্মে চুক্তি করিয়াছেন বা পাট্টা লইয়াছেন যে তিনি উৎকর্ষ সাধনের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ লইবেন না, এবং তিনি উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেস্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের দাবী করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখ হইতে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তাহা এই আইনানুসারে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ আদালতকে

কতজন এসেসর লইতে হইবে তৎসম্বন্ধে, এবং এসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী সম্বন্ধে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

টীকা। এই ধারায় সকল স্থানে "রাইযত" কথাব পব "বা কোর্ফা রাইযত" কথাগুলি নূতন সংযোজিত হইয়াছে। ৭৮ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৩ ধারা। (১) ৮২ ধারা অনুসারে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত যে ক্ষতিপূরণের আদেশ করা হইবে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে—

কি নিয়মে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে।

(ক) উৎকর্ষসাধন দ্বারা যোতের মূল্য, বা উৎপন্ন দ্রব্য, বা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে ;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থা ও তাহার ফল কতকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ;

(গ) ঐরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে কিরূপ পরিশ্রম ও মূলধন লাগে ;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপ খাজনা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে, বা রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিয়া থাকিলে, তাহা ; এবং

(ঙ) ভূমি হাসিল করা হইয়া থাকিলে, কিংবা অ-সেচিত (unirrigated) ভূমি সেচিত (irrigated) করা হইয়া থাকিলে, রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত কতকাল অবর্দ্ধিত খাজনায় উৎকর্ষসাধনের ফল ভোগ করিয়াছেন।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে পর, ভূম্যধিকারী ও রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত সম্মত হইলে আদালত এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণরূপে নগদ

টাকায় প্রদত্ত না হইয়া সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

টীকা। এই ধারায় সকল স্থানে "রাইয়ত" কথার পর "বা কোর্ফা রাইয়ত" কথাগুলি সংযোজিত হইয়াছে।

ইমারত করিবার ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমিগ্রহণ।

ইমারত করিবার ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমিগ্রহণ।

৮৪ ধারা। কোন যোতের ভূম্যধিকারী দরখাস্ত করিলে, যদি কোন দেওয়ানী আদালত সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত যোতের অথবা উক্ত যে মহালের অন্তর্ভুক্ত সেই মহালের হিতকর কোন যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত কার্য্যের জন্য ঐ ভূমিতে ইমারত করিবার নিমিত্ত, কিংবা ধর্ম্ম, শিক্ষা বা দানসংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত, উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ যোত বা তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিতে অভিলাষী;

এবং যদি কালেক্টরের সার্টিফিকেটক্রমে আদালত ঐ কার্য্য যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন,

তবে আদালত যে যে সর্ত্ত উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই সেই সর্ত্তে ভূম্যধিকারীকে ঐ যোত গ্রহণের অনুমতি দান করিতে পারেন, এবং প্রজার উপর এই আদেশ দিতে পারেন যে, আদালত যে যে সর্ত্তের অনুমোদন করেন সেই সেই সর্ত্তে, প্রজা উক্ত সমস্ত যোতে বা তাহার অংশে তাঁহার যে স্বত্ব আছে, তাহা ভূম্যধিকারীর নিকট বিক্রয় করিবেন, এবং ভূম্যধিকারী প্রজাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবেন।

৮৫ ধারা। [রহিত হইয়াছে।]

টীকা। এই ধারায় কোর্ফা বিলির নিয়ম ছিল। কোর্ফা রাইয়ত সম্বন্ধে এখন ৪৮, ৪৮ক হইতে ৪৮জ, ও ৪৯ ধারা নূতন সংযোজিত হওয়ায় এই ৮৫ ধারা রহিত করা হইল।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ।

ইস্তফা।

৮৬ ধারা। (১) কোন রাইয়ত, পাট্টা বা অন্য চুক্তিদ্বারা অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষিবৎসরের শেষে আপন যোত ইস্তফা করিতে পারিবেন।

(২) কিন্তু ইস্তফা দিলেও, যদি তিনি ইস্তফার অন্ততঃ তিনমাস পূর্ব্বে ইস্তফা দিবার অভিপ্রায়েব নোটিশ ভূম্যধিকারীকে না দিয়া থাকেন, তবে ইস্তফা দিবার তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের নিমিত্ত ঐ রাইয়ত উক্ত যোতের খাজনাসম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোন রাইয়ত স্বীয় যোত ইস্তফা দিয়া থাকিলে, নিম্নলিখিত স্থলে, যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাণ না হয়, তাবৎ আদালত (২) প্রকরণের কার্য্যপক্ষে, উক্ত নোটিশ ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল ইহা অনুমান করিবেন, যথা—

(ক) যদি রাইয়ত ইস্তফা দিবার পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরে সেই ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে সেই গ্রামে নূতন যোত লন ;

(খ) যে কৃষি-বৎসরের শেষে ইস্তফা দেওয়া হইয়াছে, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্ততঃ তিনমাস পূর্ব্বে যদি রাইয়ত, ইস্তফা-দেওয়া যোত যে গ্রামে অবস্থিত, সেই গ্রামে আর বাস না করেন।

(৪) রাইয়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে দেওয়ানী আদালতের এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেই আদালত দ্বারা নোটিশজারী করাইতে পারেন।

(৫) কোন রাইয়ত স্বীয় যোত ইস্তফা দিলে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিতে পারিবেন, এবং উহা অন্য কোন প্রজাকে বিলি করিতে কিংবা নিজে চাষ করিবার জন্য লইতে পারিবেন।

(৬) কোন যোত রেজিষ্টারীকৃত দলীলক্রমে সংরক্ষিত দায়ের অধীন থাকিলে, অথবা উক্ত যোত বা তাহার অংশে কোন কোর্ফা রাইয়ত থাকিলে, উক্ত ভূম্যধিকারী ও দায়ধারীর বা কোর্ফা রাইয়তের সম্মতি না লইয়া ঐ যোত ইস্তফা দেওয়া হইলে সেই ইস্তফা সিদ্ধ হইবে না।

(৭) উক্ত (৬) প্রকরণে বিহিত স্থল ছাড়া, কোন রাইয়ত বা তদীয় ভূম্যধিকারী সমগ্র যোত বা তাহার কিয়দংশের ইস্তফা সম্বন্ধে যে চুক্তি করেন, এই ধারার কোন কথায় সেই চুক্তিতে কোন বিঘ্ন হইবে না।

টীকা। এই ধারার **(৬)** প্রকরণের "উক্ত যোতে বা তাহার অংশে কোন কোর্ফা রাইয়ত থাকিলে" এই কথাগুলি নূতন সংযোজিত হইয়াছে। অর্থাৎ কোর্ফা রাইযতের সম্মতি না থাকিলে রাইয়তের ইস্তফা সিদ্ধ হইবে না, ইহাই বিধান করা হইয়াছে।

৮৬ক ধারা। (১) (/০) যদি কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের সমুদয় ভূমি শিকস্তিক্রমে লুপ্ত হয় এবং প্রজা তজ্জন্য উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতের খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি পান, কিংবা

শিকস্তি কারণে খাজনা মাপ বা হ্রাস করণের ফল।

(৵০) যদি কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের কোন অংশ শিকস্তিক্রমে লুপ্ত হয় এবং প্রজা তৎকারণে সেই অংশবাবদ খাজনা বাদ পান,

তবে যদি রেজেষ্টারীকৃত দলীলদ্বারা তদ্বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে, তাহা হইলে প্রজা সেই ভূমি বা তাহার অংশ (স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) ইস্তফা দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহাতে তাঁহার প্রজাস্বত্ব লোপ হইবে।

(২) যদি পরে উক্ত ভূমি পয়স্তি হইয়া পুনরুত্থিত হয়, তবে অন্য কোন আইনানুসারে শিকস্তিক্রমে সেই নষ্ট মধ্যস্বত্ব বা যোতের অংশে

স্বত্বের পুনরুদ্ভব সম্বন্ধে কোন বিধান থাকিলে, এই ধারার কোন কথায় তদ্বিষয়ে কিছু বাধা হইবে না।

টীকা। এই ধারাটী নূতন। শিকস্তিক্রমে ভূমি উত্থিত হইলে, অর্থাৎ চর জমী লইয়া, বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হইয়া থাকে, তাহার নিবারণের জন্য এই নূতন ধারা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। যদি কোন প্রজা শিকস্তিক্রমে ভূমি নষ্ট হইলে খাজনা বাদ পান, তবে তাঁহার দখলীভূমির সংলগ্ন হইয়া যদি সেই ভূমি পুনরুত্থিত না হয়, তবে সেই ভূমিতে তাঁহার সমুদয় স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

৮৭ ধারা। (১) যদি কোন রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত স্বীয় ভূম্যধিকারীকে নোটিশ না দিয়া, ও খাজনা যেমন যেমন দেনা হয় তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন বাসভবন ত্যাগ করেন এবং স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা স্বীয় যোত আর চাষ না করেন, তবে উক্ত রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত যে কৃষি-বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যান ও চাষ করিতে বিরত হন, সেই বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে বিলি করিয়া দিতে পারিবেন, কিংবা নিজে চাষ করিবার নিমিত্ত লইতে পারিবেন।

পরিত্যাগ।

(২) এই ধারা অনুসারে ভূম্যধিকারী উক্ত যোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, তিনি এই কথা লিখিয়া কালেক্টরের আফিসে নির্দ্দিষ্ট ফরমে নোটিশ দাখিল করিবেন যে তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে চাহেন; এবং কালেক্টর নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ নোটিশ প্রচার করিবেন।

(৩) এই ধারা অনুসারে ভূম্যধিকারী কোন যোতে প্রবেশ করিলে, রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত ঐ নোটিশ প্রচারের তারিখ হইতে দুই

বৎসর মধ্যে (দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত হইলে ছয় মাস মধ্যে) যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ; এবং তাহা হইলে আদালত যদি বিবেচনা করেন যে উক্ত রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন যোত পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, তাহা হইলে, যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষতিপূরণসম্বন্ধে ও বাকীখাজনা দিবার সম্বন্ধে আদালত যেরূপ সর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই সর্ত্তে দখল প্রত্যর্পণের আদেশ করিতে পারিবেন।

(৪) সমগ্র যোত বা তাহার কোন অংশ রেজিষ্টারী-করা দলীলক্রমে দরপত্তন করা হইয়া থাকিলে, ভূম্যধিকারী এই ধারা অনুসারে উক্ত যোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, যে রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত ঐ যোতে চাষ করিতে বিরত হইয়াছেন, তিনি যে খাজনা দিতেন সেই খাজনায়, ও তাঁহার নিকট হইতে পাওনা সমুদয় বাকীখাজনা দরপাট্টাদার দিবেন এই সর্ত্তে, দরপাট্টার মিয়াদের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত দরপাট্টাদারকে সমস্ত যোত দিবার প্রস্তাব করিবেন ; এবং দরপাট্টাদার দুই মাসের মধ্যে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, ভূম্যধিকারী দরপাট্টা অসিদ্ধ গণ্য করিয়া ঐ যোতে প্রবেশ করিতে এবং (১) ও (২) প্রকরণের বিধানমতে উহা অন্য কোন প্রজাকে বিলি করিয়া দিতে বা নিজে চাষ করিতে পারিবেন।

(৫) (ক) যদি কোন যোতে বা তাহার অংশে কোর্ফা রাইয়তের দখলীস্বত্ব থাকে, বা

(খ) কোর্ফা রাইয়তের স্বীয় যোতে কায়েমী ও মৌরসী স্বত্ব আছে বলিয়া কোন দলীলে ভূম্যধিকারী যদি স্বীকার করিয়া থাকেন, বা

(গ) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধক) আইন

আমলে আসিবার পূর্ব্বে বা পরে বা আংশিকভাবে পূর্ব্বে বা আংশিক-ভাবে পরে, যদি কোর্ফা রাইয়ত ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর কাল স্বীয় ভূমি দখল করিতে থাকেন, কিংবা তদুপরি তাঁহার বাস্তবাটী থাকে,

তবে ভূম্যধিকারী এই ধারা অনুসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, কোর্ফা রাইয়ত যে খাজনা রাইয়তকে দিতেন সেই খাজনায়, এবং রাইয়তের নিকট হইতে পাওনা সমুদয় বাকীখাজনা কোর্ফা রাইয়ত দিবেন এবং উপরোক্ত খাজনার পাঁচগুণ সেলামীস্বরূপ দিবেন এই সর্ত্তে, কোর্ফা রাইয়তকে সমস্ত যোত দিবার প্রস্তাব করিবেন। যদি কোর্ফা রাইয়ত দুই মাসের মধ্যে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে ভূম্যধিকারী কোর্ফা প্রজার স্বত্ব অসিদ্ধ গণ্য করিয়া ঐ যোতে প্রবেশ করিতে এবং (১) ও (২) প্রকরণের বিধানমতে উহা অন্য কোন প্রজাকে বিলি করিয়া দিতে বা নিজে চাষ করিতে পারিবেন।

টীকা। এই ধারার (১) হইতে (৪) প্রকরণে সকল স্থলেই 'রাইয়ত' শব্দের পর 'বা কোর্ফা রাইয়ত' কথাগুলি যোগ করা হইয়াছে। ৭৮ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য। (৪) প্রকরণে "যুক্তিসিদ্ধ সময়ের" স্থলে 'দুই মাস' করা হইয়াছে; (৫) প্রকরণটী সম্পূর্ণ নূতন। "যুক্তিসিদ্ধ" শব্দটা অস্পষ্ট, সেই জন্য স্পষ্ট করিয়া দুই মাস সময় নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। রাইয়ত ভূমি পরিত্যাগ করিলে, কোর্ফা রাইয়তের স্বত্ব যাহাতে নাশ না হয় তজ্জন্যই (৫) প্রকরণ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রজাস্বত্ব বিভাগ (Sub-division).

ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা প্রজাস্বত্বের বিভাগ তাঁহার উপর বাধ্যকর নহে।

৮৮ ধারা। ভূম্যধিকারীর বা তাঁহার যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর লিখিত স্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের বিভাগ বা তৎসম্বন্ধে দেয় খাজনার বণ্টন ভূম্যধিকারীর উপর বাধ্যকর হইবে না।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগ করা হইয়াছে বা উহার দেয় খাজনার বণ্টন করা হইয়াছে, এরূপ মর্ম্মে কোন কথা যদি কোন ভূম্যধিকারীর থোকায় লেখা আছে বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহা হইলে ঐ ভূম্যধিকারী ঐরূপ বিভাগ বা বণ্টনবিষয়ে স্পষ্ট লিখিত সম্মতি দিয়াছেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারিবে।

এবং আরও বিশেষ বিধি এই যে,—

(১) সমস্ত সরিক-ভূম্যধিকারী ও সরিক-প্রজাদিগের সম্মতি না থাকিলে কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের বিভাগ বা তাহার খাজনার বণ্টন সিদ্ধ হইবে না ; এবং

(২) যদি কোন ভূম্যধিকারী প্রজার প্রার্থনামতে উক্তরূপ প্রজাস্বত্ববিভাগে বা খাজনাবণ্টনে সম্মতি না দেন, কিংবা যখন কোন সরিক-প্রজা উক্তরূপ প্রজাস্বত্ববিভাগে বা খাজনাবণ্টনে সম্মতি না দেন, কিংবা ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উক্তরূপ প্রজাস্বত্ব-বিভাগে বা খাজনা-বণ্টনে কোন সরিক-প্রজা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন, তাহা হইলে, ভূম্যধিকারীর প্রতি নিম্নের লিখিত নোটিশের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে প্রজাকর্ত্তৃক তন্মর্ম্মে দরখাস্ত হইলে, দেওয়ানী আদালত লিখিত আদেশ দ্বারা, যেভাবে মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগ বা খাজনাবণ্টন ন্যায্য ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সেইভাবে তাহা বিভাগের ও বণ্টনের আজ্ঞা করিতে পারেন, কিংবা ভূম্যধিকারীকর্ত্তৃক কৃত কোন বিভাগ বা বণ্টন রহিত বা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

নিম্নলিখিত স্থলে কোন আদালত এই ধারামতে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগ বা খাজনাবণ্টনের আদেশ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না—

(/০) যদি উক্ত বিভাগের ফলে অসঙ্গতরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোতের সৃষ্টি হয় ;

(৶০) যদি উক্ত খাজনাবণ্টনের ফলে খাজনার পরিমাণ যোতপক্ষে ২৷৷০ টাকার কম ও মধ্যস্বত্বপক্ষে ৪৲ টাকার কম হইয়া যায়।

এই ধারামতে কোন প্রজা দরখাস্ত করিলে, সমস্ত ভূম্যধিকারী ও প্রজাকে উক্ত দরখাস্তের নোটিশ না দিয়া কোন আদালত কোন বিভাগ বা বণ্টনের আদেশ করিবেন না ; এবং রেজিষ্টারী ডাকে ভূম্যধিকারীকে ও অন্যান্য সরিক-প্রজাদিগকে, কিংবা উভয়কেই (স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) নোটিশ না দিয়া দ্বিতীয় বিশেষ বিধি অনুসারে কোন দরখাস্ত করা যাইবে না।

মধ্যস্বত্ব বা যোত-বিভাগ বা খাজনাবণ্টন সম্বন্ধীয় প্রত্যেক আদেশেই আদালত ইহাও আজ্ঞা করিবেন যে মধ্যস্বত্বপক্ষে প্রজা ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজনার দ্বিগুণ টাকা, ও যোতপক্ষে উক্ত খাজনার চারিগুণ টাকা, নাম-খারিজ-দাখিলের ফী স্বরূপ দিবেন।

টীকা। এই ধারায় "এবং আরও বিশেষ বিধি" হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই ধারামতে সমস্ত ভূম্যধিকারীর সম্মতিব্যতিরেকে যোতের বিভাগ করা যাইত না। বর্ত্তমান আইনে কোন ভূম্যধিকারী বা সরিক ভূম্যধিকারী যদি অন্যায়রূপে সম্মতিদানে বিরত হন, বা অন্য সরিকপ্রজাগণ সম্মতি না দেন, তবে প্রজা কিরূপে বিভাগ বা বণ্টন করিতে পারে তাহার কার্য্যপ্রণালী লিখিত হইয়াছে।

উচ্ছেদ।

ডিক্রীজারী বিনা উচ্ছেদ হইবে না।

৮৯ ধারা। ডিক্রীজারী বিনা কোন প্রজাকে তাহার মধ্যস্বত্ব বা যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপকরণ।

৯০ ধারা। (১) এই ধারার বিধান, এবং কোন চুক্তি থাকিলে তাহার বিধান মানিয়া, ভূম্যধিকারী স্বয়ং বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নিষ্করভূমি ব্যতীত স্বীয় মহালের বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

ভূমি মাপ করিতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিংবা কালেক্টরের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরের মধ্যে একাধিকবার ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না; কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা :—

(ক) যেস্থলে মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ শিকস্তি বা পয়স্তি হেতু বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, ও দেয় খাজনা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে;

(খ) যেস্থলে আবাদী ভূমির পরিমাণ বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং দেয় খাজনা আবাদী ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে;

(গ) যেস্থলে ভূম্যধিকারী স্বেচ্ছাকৃত হস্তান্তর ব্যতিরেকে অন্য প্রকারে খরিদদার হন, এবং খরিদাসূত্রে দখল করিবার তারিখ হইতে দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) শেষ মাপ করিবার তারিখ হইতে উক্ত দশ বৎসর গণনা করা হইবে, সেই মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ৯০ ধারা মতে যে ভূমি মাপ করিতে স্বত্ববান তাহা তিনি মাপ করিতে চাহিলে, দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা-মতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমানা দেখাইয়া দিবেন।

প্রজা উপস্থিত থাকিয়া সীমানা দেখাইয়া দিবে এরূপ আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতা।

(২) যদি প্রজা উক্ত আদেশমত কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে সময়ে প্রজাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আদেশ করা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমানার বা জরিপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়, তাহা যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয় তাবৎ বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে।

৯২ ধারা। (১) আদালত বা রাজস্ব কর্ম্মচারী অন্য কোন নিরিখে মাপ হইবার আদেশ না করিয়া থাকিলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব-কর্ম্মচারীর আদেশক্রমে ভূমির যে মাপ হয় তাহা একর (acre) অনুসারে হইবে।

মাপের নিয়ম।

(২) পক্ষগণের স্বত্ব একর ছাড়া অন্য স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, উক্ত মোকদ্দমা বা অনুষ্ঠানের কার্য্যপক্ষে একরের মাপ স্থানীয় মাপে পরিণত করা হইবে।

(৩) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় তদন্ত করিয়া কোন্ স্থানে কি কি মাপের নিরিখ প্রচলিত আছে তাহা ঘোষণা করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং বিপরীত প্রমাণ না হইলে, এইরূপে যাহা ঘোষণা করা হয় তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষগণ (Manager)।

সরিক ভূম্যধিকারীগণ কেন একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না তাহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিবার ক্ষমতা।

৯৩ ধারা। (/০) যদি কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের সরিক-মালিকগণের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক মহাল বা মধ্যস্বত্বের এজমালী ভূমির সরিকমালিক-গণের মধ্যে, তাহার শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, কিংবা

(৵০) যদি কোন মহালে বা মধ্যস্বত্বে অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিক থাকে এবং তজ্জন্য প্রজাগণ বা ভূম্যধিকারীগণ খাজনা দেওয়া বা লওয়া সম্বন্ধে অসুবিধা এবং বিরক্তি ভোগ করেন,

তাহা হইলে জিলার জজ ন্যায্য ও সুবিধাজনক বোধ করিলে,

(/০) স্থলে, (ক) কালেক্টরের, কিংবা (খ) উক্ত মহালে বা মধ্যস্বত্বে, বা মহাল বা মধ্যস্বত্বগুলির মধ্যে যে-কোনটায়, যে-কোন ব্যক্তির স্বত্ব আছে তাঁহার দরখাস্ত মতে, এবং

(৵০) স্থলে, (ক) অর্দ্ধেকের অধিকসংখ্যক প্রজা, কিংবা (খ) মহালের বা মধ্যস্বত্বে মোট স্বত্বের অর্দ্ধেকের বেশী অংশ যে সরিকদের আছে তাঁহাদের দরখাস্ত মতে,—

(/০) স্থলে, সমগ্র মহাল বা মধ্যস্বত্বের জন্য বা মহালগুলির বা মধ্যস্বত্বগুলির জন্য, অথবা মহালের বা মধ্যস্বত্বের বা মহালগুলির বা মধ্যস্বত্বগুলির যে অংশ সম্বন্ধে বিবাদ ঘটিয়াছে তাহার জন্য, এবং

(৵০) স্থলে, যে মহালের বা মধ্যস্বত্বের প্রজাগণ কিংবা ভূম্যধিকারিগণ অসুবিধা বা বিরক্তি ভোগ করিতেছেন, সেই মহালের বা মধ্যস্বত্বের জন্য,

তাঁহারা একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ বা কমন ম্যানেজার (common manager) কেন নিযুক্ত করিবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত সকল সরিকদের উপর নোটিশ জারী করিতে পারেন।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের কোন সরিক, কিংবা দুই বা ততোধিক মহালের বা মধ্যস্বত্বের এজমালী ভূমির কোন সরিক যদি বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার দাবীকৃত প্রকৃত স্বার্থে দখলীকার না থাকেন, এবং তিনি কোন মহালের সরিক হইলে যদি তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিষ্টারী আইনমতে রেজিষ্টারী করা না থাকে, তবে তিনি এই ধারা অনুসারে দরখাস্ত করিতে স্বত্ববান হইবেন না।

টীকা। পুরাতন ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া এই নূতন ধারা প্রণয়ন করা হইয়াছে। পূর্ব্বের ধারা অনুসারে কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের কোন অংশ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলেও সমগ্র মহাল বা মধ্যস্বত্বের জন্য কমন ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে হইত। বর্ত্তমানে তাহার প্রয়োজন নাই, শুধু যে অংশ সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে সেই অংশের নিমিত্তই কমন ম্যানেজার নিযুক্ত করিলে চলিবে। এতদ্ভিন্ন, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিক থাকিলে প্রজাগণকে যে অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হয় তাহা দূরীকরণের জন্য প্রজারাই দরখাস্ত করিয়া যাহাতে কমন ম্যানেজার নিযুক্ত করাইতে পারেন তাহারও বিধান করা হইয়াছে।

কারণ দর্শান না হইলে ম্যানেজার নিয়োগের জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করিবার ক্ষমতা।

৯৪ ধারা। যদি ৯৩ ধারামতে নোটিশজারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সরিকগণ পূর্ব্বোক্ত মত কারণ দর্শাইতে না পারেন, তবে জিলার জজ তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ (কমন ম্যানেজার) নিযুক্ত করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন, এবং ঐ আদেশ দিবার পূর্ব্বে যে সরিক উপস্থিত হন নাই তাঁহার উপর ঐ আদেশের নকল জারী করা হইবে।

৯৫ ধারা। ৯৪ ধারামতে আজ্ঞা হইবার পর জিলার জজ এক মাসের অন্যূন যে সময় ধার্য্য করিয়া দেন, সেই সময় মধ্যে, অথবা ৯৪ ধারামতে উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, জারীর তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে, যদি সরিক মালিকগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ (কমন ম্যানেজার) নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজের অবগতির নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সংবাদ না দেন, তবে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহা যদি জিলার জজকে সন্তোষজনকভাবে দর্শান না হয়, তাহা হইলে তিনি—

আজ্ঞা পালিত না হইলে ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা।

(ক) যে স্থলে কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডস্ উক্ত মহালের বা মধ্যস্বত্বের শাসন সংরক্ষণের ভার লইতে সম্মত হন, সেই স্থলে কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডস্ দ্বারা সেই মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্য পরিচালিত হইবার আদেশ দিতে পারিবেন ; কিংবা

(খ) যে কোন স্থলে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের বা মধ্যস্বত্বের নিমিত্ত ৯৫ ধারার (খ) দফামতে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় সেই সকল মহালের বা মধ্যস্বত্বের শাসন-সংরক্ষণ করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন ; এবং সেই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইলে, জিলার জজ উক্ত দফামতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহালসম্বন্ধে যদি

৯৫ ধারার (খ) দফামত সকলস্থলে কার্য্য-করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা।

জজ সরিক মালিকগণের একজনকে ম্যানেজার স্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন তবে তিনি তাহা করিতে পারিবেন।

কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ বিষয়ক আইন খাটিবে।

৯৭ ধারা। যেস্থলে ৯৫ ধারামতে কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডস্ কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করেন, সেস্থলে কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডস্ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনে স্থাবর সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পর্কীয় যে সমস্ত বিধান আছে, তাহা উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষতার সম্বন্ধে খাটিবে।

ম্যানেজার সম্বন্ধে বিধানসমূহ।

৯৮ ধারা। (১) ৯৫ ধারা মতে নিযুক্ত কোন ম্যানেজার, জিলার জজ উচিত বোধ করিলে, পারিশ্রমিক-রূপে নির্দ্ধারিত বেতন পাইবেন, কিংবা ম্যানেজার-রূপে যে টাকা আদায় করিবেন সেই টাকার উপর শতকরা কমিশন পাইবেন, অথবা অংশতঃ বেতন ও অংশতঃ কমিশন (জিলার জজ সময়ে সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, সেইরূপ) পাইবেন।

(২) তিনি যথাবিধি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, জিলার জজ যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি জিলার জজের কর্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিবেন, এবং শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে, সরিক মালিকগণ যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন তাঁহারও সেই ক্ষমতা থাকিবে; এবং সরিক মালিকগণ ঐরূপ কোন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজের আজ্ঞানুসারে সম্পত্তির আয় বণ্টন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সরিক-মালিকগণকে

বা তাঁহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও তাহার নকল লইতে দিবেন।

(৬) তিনি জিলার জজের আদিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট ক্রমে আপনার হিসাব পাস করাইবেন।

(৭) ভূস্বামীগণ ১০৩ ধারা বা ১৫৮ক ধারামতে যে দরখাস্ত করিতে পারিতেন, তিনি সেইরূপ যে কোন দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(৮) তিনি কেবলমাত্র জিলার জজের আজ্ঞাক্রমে পদচ্যুত হইতে পারিবেন, অন্য প্রকারে নহে।

টীকা। এই ধারার (৭) প্রকরণে "বা ১৫৮ক ধারা" এই কথাগুলি যোগ করা হইয়াছে। ইহার ফলে কমন ম্যানেজার সার্টিফিকেট মতে খাজনা আদায়ের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

সরিক মালিকগণকে কার্য্য পরিচালনার ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতা।

৯৯ ধারা। কোন মহাল বা মধ্যস্বত্ব কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হইলে, কিংবা ৯৫ ধারামতে তন্নিমিত্ত একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইলে, পরে যদি জিলার জজ সন্তুষ্ট হন যে, সরিক-মালিকদের দ্বারা উহা পরিচালিত হইলে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হইবে না, তবে তিনি যে কোন সময়ে উক্ত মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতার ভার সরিক-মালিকগণকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

কমন এজেণ্ট নিয়োগ।

৯৯ক ধারা। (১) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এজমালী বা সরিক ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র এজমালি সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত কার্য্য করিবার জন্য লিখিত দলিল

দ্বারা একজন সাধারণ কর্ম্মচারী বা কমন এজেণ্ট (common agent) নিয়োগ করিতে পারেন :—

(ক) ১২,১৩,১৫,১৭,১৮,২৬গ ও ২৬চ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত তাঁহাদের মধ্যস্বত্বের বা যোতের বা তাহার অংশের হস্তান্তরের নোটিশ গ্রহণ করিবার জন্য ;

(খ) ঐ সকল ধারা অনুসারে দেয় ভূম্যধিকারীর ফী বা ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী গ্রহণ করিবার জন্য ; এবং

(গ) ৬১ ধারামতে আদালতে জমা দেওয়া খাজনা গ্রহণ করিবার জন্য।

(২) (ক) কমন এজেণ্ট কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিলে এবং তাঁহার নিয়োগপত্র উপস্থিত করিলে, কালেক্টর উক্ত কমন এজেণ্টের, ও তাঁহাকে যে সকল ভূম্যধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে রেজিষ্টারী করিবেন।

(খ) যে স্থানের জন্য (১) প্রকরণমতে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেইস্থানের অন্তর্গত কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বাবদ প্রজা খাজনা দিলে, ৫৬ ধারামতে রসিদে উক্ত কমন এজেণ্টের নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকিবে।

টীকা। এই ধারাটী নূতন। এই আইনের অনেক ধারাতেই কমন এজেণ্টের উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তাঁহার কার্য্যগুলি লিখিত হইয়াছে। এই ধারায় একাধিক ভূম্যধিকারী থাকিলে তবে কমন এজেণ্ট নিযুক্ত হইতে পারে, একজন মাত্র ভূম্যধিকারী কমন এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বে অনেকগুলি ধারায় ভূম্যধিকারীর "কমন এজেণ্ট" শব্দে ভূম্যধিকারী একবচনে ব্যবহার করা হইয়াছে।

১০০ ধারা। (১) হাইকোর্ট সময়ে সময়ে, ৯৫ হইতে ৯৯ ধারা অনুসারে ম্যানেজারগণের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

(২) রেভিনিউ বোর্ড, সময়ে সময়ে, ৯৯ক ধারা অনুসারে কমন এজেণ্টদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

টীকা। এই ধারার (২) প্রকরণ নূতন।

দশম অধ্যায়।

স্বত্বের লিখন ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

প্রথম ভাগ।—স্বত্বের লিখন (Record of Rights)

১০১ ধারা। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, যে কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, কোন রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কোন স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত ভূমি জরিপ করা ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হউক।

জরিপ করিতে ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যে সকল ভূমি কৃষক ব্যতীত অন্য ব্যক্তির দখলে আছে, কিংবা যাহা চাষ বা বাগানসংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যের

জন্য ব্যবহৃত হয় না, তৎসম্বন্ধে ১০৪ হইতে ১০৫ক, ১০৯গ, ১০৯ঘ, ১১০, ১১২ এবং ১১৩ ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) বিশেষতঃ নিম্নলিখিত স্থলে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট উপরোক্তমত আদেশ করিতে পারিবেন--

(ক) যে স্থলে (/০) ভূম্যধিকারীগণ বা প্রজাগণ, কিংবা (৵০) ভূম্যধিকারীদের মোট সংখ্যার অন্যূন অৰ্দ্ধেক ভাগ লোক, কিংবা (১/০) ঐ স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্বের বা তাহার অংশের অন্তর্গত ভূমিসমূহে যাঁহার বা যাঁহাদের স্বার্থ সমস্ত ভূম্যধিকারীর মোট অংশের অর্দ্ধেকের কম নয়, তাঁহারা, কিংবা (।০) প্রজাদের মোটসংখ্যার অন্ততঃ সিকি ভাগ লোক,

উক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশমত খরচার টাকা আমানত করেন বা তজ্জন্য জামিন দেন;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিলে প্রজাগণ ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে;

(গ) যে স্থলে গভর্ণমেণ্ট বা কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডস্ বা ৯৫ ধারা মতে জিলার জজকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ম্যানেজার ঐ স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্বের বা তাহার অংশের মালিক বা ম্যানেজার হন;

(ঘ) যে স্থলে ঐ স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশ সম্বন্ধে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে।

১ম ব্যাখ্যা।—(ঘ) দফায় লিখিত "ভূমিরাজস্ব ধার্য্য" শব্দে গভর্ণমেণ্ট যাহার মালিক, এরূপ কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের খাজনা ধার্য্যকরণও বুঝাইবে।

২য় ব্যাখ্যা।—কোন উপরিতন ভূম্যধিকারীর মহাল বা মহালের অংশ কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীকে কিয়ৎকালের জন্য ইজারা দেওয়া হইলেও, ঐ ভূম্যধিকারী এই ধারামত আদেশের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত কোন আদেশের বিজ্ঞাপন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইলে, উক্ত আদেশ যে যথাবিধি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৪) এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন, তদনুসারে জরিপ করা ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইবে।

টীকা। (১) প্রকরণের দ্বিতীয় বিশেষ বিধি নূতন যোগ করা হইয়াছে এবং (১) প্রকরণে "উক্ত ভূমির" স্থলে 'সমস্ত ভূমি' করা হইয়াছে।

যে বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১০২ ধারা। ১০১ ধারামতে কোন আজ্ঞা করা হইলে, যে যে বিবরণগুলি লিখিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা হইবে, এবং সেই সকল বিবরণের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ব্যতীত নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি বৃত্তান্ত থাকিতে পারিবে, যথা :—

(ক) প্রত্যেক প্রজার বা দখলীকারের নাম;

(খ) প্রত্যেক প্রজার শ্রেণী, অর্থাৎ তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী, কি মোকররী হারে ভূমিভোগকারী রাইয়ত, কি স্থিতিবান রাইয়ত, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, কি দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বা দখলীস্বত্বশূন্য কোর্ফা রাইয়ত; এবং তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, তিনি কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী কিনা এবং তাঁহার মধ্যস্বত্ব থাকাকালে তাঁহার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে কিনা;

(গ) প্রত্যেক প্রজা বা দখলীকার যে ভূমিভোগ করেন তাহার অবস্থান এবং পরিমাণ এবং এক বা একাধিক সীমানা ;

(ঘ) প্রত্যেক প্রজার ভূম্যধিকারীর নাম ;

(ঘঘ) ঐ স্থান বা মহালের প্রত্যেক ভূস্বামীর নাম ;

(ঙ) যে সময়ে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতেছে সেই সময়ে দেয় খাজনা ;

(ঙঙ) যে সময়ে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতেছে সেই সময়ে গোচারণস্বত্ব, জঙ্গলস্বত্ব, মৎস্যধরার স্বত্ব এবং সেই প্রকারের অন্যান্য স্বত্বের জন্য দেয় টাকার পরিমাণ, এবং উক্ত স্বত্ব সমূহের সর্ত্ত ও অনুষঙ্গ, এবং যদি উক্ত টাকা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবার নিয়ম থাকে, তবে কোন্ সময়ে ও কত পরিমাণে তাহা বৃদ্ধি হয় ;

(চ) চুক্তিক্রমে বা আদালতের আজ্ঞাক্রমে বা প্রকারান্তরেই হউক, যে ভাবে উক্ত খাজনা ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ;

(ছ) খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবার নিয়ম থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা ;

(ছছ) নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রজার ও ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ও দায়িত্ব :—

(/০) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনার্থ প্রজাকর্ত্তৃক জলের ব্যবহার সম্বন্ধে —ঐ জল নদী, ঝিল, পুষ্করিণী বা কূপ হইতে পাওয়া যাউক, কিংবা অন্য কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক, এবং

(৵০) প্রত্যেক প্রজার দখলী ভূমির কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত জলসরবরাহ করিবার সাজসরঞ্জাম, এবং তাহার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে—উক্ত সাজসরঞ্জাম ঐ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত হউক বা না হউক ;

(জ) প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ সর্ত্ত ও অনুষঙ্গ থাকিলে তাহা ;

(ঝ) যে ভূমির নিমিত্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই ভূমিসংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বা ইজমেণ্ট (easement) ;

(ঞ) যদি ভূমি নিষ্কররূপে ভোগ করিবার দাবী করা হয়, তাহা হইলে খাজনা প্রকৃতই দেওয়া হয় কিনা, এবং দেওয়া না হইলে, দখলীকার খাজনা না দিয়া ঐ ভূমি ভোগ করিবার অধিকারী কিনা, এবং ঐরূপ অধিকারী হইলে কি ক্ষমতার বলে অধিকারী।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি কোন জমি কৃষি বা বাগান সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে শুধু সেই কথা, ও তৎসহ দখলীকার, ভূম্যধিকারী এবং প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট বিবরণগুলি লিখিত হইলেই যথেষ্ট হইবে।

টীকা। (খ) দফার "দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বা দখলীস্বত্বশূন্য" কোর্ফা রাইয়ত, এবং (ঙঙ) দফা, ও বিশেষ বিধি, এই কয়টি বিষয় নূতন যোগ করা হইয়াছে।

জলসম্বন্ধে জরিপ করিতে ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা।

১০২ক ধারা। ভূম্যধিকারীগণ, প্রজাগণ, ও ভূস্বামীগণ কিংবা এই সকল শ্রেণীর কোন ব্যক্তিদের মধ্যে, জলব্যবহার বা জল যাইবার পথ লইয়া যে বিবাদ আছে বা হইতে পারে, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণকল্পে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, কোন স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের প্রত্যেক প্রজার ও ভূম্যধিকারীর নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়িত্ব নির্ণয় ও লিপিবদ্ধকরণার্থ কোন রাজস্ব-কর্ম্মচারীদ্বারা জরিপ করা বা স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হউক—

(ক) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনার্থ প্রজাকর্ত্তৃক জলের ব্যবহার

সম্বন্ধে—ঐ জল নদী, ঝিল, পুষ্করিণী বা কূপ হইতেই পাওয়া যাউক কিংবা অন্য কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক ; এবং

(খ) প্রত্যেক প্রজার দখলী ভূমির কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত জল সরবরাহ করিবার সাজসরঞ্জাম, এবং তাহার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে—উক্ত সাজসরঞ্জাম ঐ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত হউক বা না হউক।

ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী বা অধিক সংখ্যক রাইয়তের প্রার্থনামতে বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব-কর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

১০৩ ধারা। কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের ভূস্বামীদের বা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের এক বা একাধিক ব্যক্তি, কিংবা অধিকসংখ্যক রাইয়তেরা, দরখাস্ত করিলে, ও যত টাকা খরচা দিবার আদেশ হয়, দরখাস্তকারী বা দরখাস্তকারীগণ তাহা আমানত করিলে বা তজ্জন্য জামিন দিলে, এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন তদনুসারে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে ১০২ ধারার লিখিত সমুদয় বা কতকগুলি বৃত্তান্ত নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

স্বত্বের লিখন প্রথম প্রকাশকরণ, সংশোধনকরণ, এবং চূড়ান্ত প্রকাশকরণ।

১০৩ক ধারা। (১) স্বত্বের লিখনের খসড়া প্রস্তুত করা হইলে, রাজস্ব-কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে এবং নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া তাহা প্রকাশিত করিবেন, এবং উক্তকাল মধ্যে ঐ লিখনের কোন কথা সম্বন্ধে কিংবা ঐ লিখন হইতে কোন কথা ছাড় হইয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে কেহ আপত্তি করিলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন তদনুসারে

ঐ আপত্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহার নিষ্পত্তি হইলে, এবং (যেস্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্যকরা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, সেস্থলে) বন্দোবস্তী জমাবন্দী (Settlement Rent-roll) ১০৬চ ধারার (৩) প্রকরণানুসারে লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিখন চূড়ান্তরূপে প্রস্তুত করিয়া ফেলিবেন ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করাইবেন; এবং উক্ত লিখন যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা হইয়াছে, ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের নিমিত্ত (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণ মতে পৃথক পৃথক লিখনের খসড়া বা চূড়ান্ত লিখন প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সার্টিফিকেট ও অনুমান, এবং স্বত্বের লিখনের শুদ্ধতা সম্বন্ধে অনুমান।

১০৩খ ধারা। (১) ১০৩ক ধারামতে কোন স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইলে, রেভিনিউ বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে যে সময় নির্দ্ধারণ করেন তৎসময়ের মধ্যে, রাজস্বকর্ম্মচারী ঐরূপ চূড়ান্ত প্রকাশের কথা ও তাহার তারিখ ব্যক্ত করিয়া এক সার্টিফিকেট দিবেন, এবং সেই সার্টিফিকেটে তারিখ দিয়া ও তাঁহার নাম ও পদোচিত আখ্যা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

(২) উক্ত চূড়ান্ত প্রকাশ সম্বন্ধে রাজস্ব কর্ম্মচারীর সার্টিফিকেট, কিংবা সেইরূপ সার্টিফিকেট না থাকিলে, ঐ স্বত্বের লিখনসম্পর্কিত স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ যে জিলায় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অবস্থিত, সেই জিলার কালেক্টর উক্ত স্বত্বের লিখন নির্দ্দিষ্ট তারিখে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এই মর্ম্মে স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দিলে

তাহা, উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার ও তাহার তারিখের সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৩) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, ঐ স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামের নিমিত্ত স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৪) কোন মোকদ্দমায় বা অপর কার্য্যানুষ্ঠানে এই অধ্যায়মতে প্রস্তুত ও প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখন বা উহার জাবেদা নকল বা উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত করা হইলে, ঐরূপে প্রকাশিত হওয়ার কথা স্পষ্টরূপে অস্বীকার করা না হইলে, ঐ স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইবে।

(৫) চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনের প্রত্যেক কথা ঐ কথায় উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে এবং যাবৎ উহা সাক্ষ্যদ্বারা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় তাবৎ উহা বিশুদ্ধ বলিয়াই অনুমান করা হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ—যে স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, সেই স্থলে খাজনা ধার্য্যকরণ, বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুতকরণ ও আপত্তির মীমাংসাকরণ।

রাজস্বকর্ম্মচারী কখন খাজনাধার্য্য করিতে ও বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবেন।

১০৪ ধারা। যেস্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, সেইস্থলে, রাজস্ব-কর্ম্মচারী ১০৩ক ধারার (১) প্রকরণমতে স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিবার পর—

(ক) প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজাদের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন ;

(খ) যদি তিনি কোন ভূমিসম্বন্ধে ১০২ ধারার (ঞ) দফানুসারে এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, তাহার দখলীকার খাজনা না দিয়া তাহা ভোগ করিতে অধিকারী নহেন, তাহা হইলে ১৯২ ধারার বিধান সত্ত্বেও তিনি সেই ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন ; এবং

(গ) একটী বন্দোবস্তী জমাবন্দী (Settlement Rent-roll) প্রস্তুত করিবেন।

কিন্তু যদি গভর্ণমেণ্টের কোন মহালে বা মধ্যস্বত্বে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজার খাজনার বন্দোবস্ত করা গভর্ণমেণ্টের নিকট যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হয়, তবে রাজস্বকর্ম্মচারী ঐরূপ খাজনার বন্দোবস্ত করিবেন না।

খাজনা ধার্য্য করিবার ও বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার কার্য্যপ্রণালী।

১০৪ক ধারা। (১) এই অধ্যায় অনুসারে খাজনা ধার্য্য করিবার ও বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার জন্য রাজস্বকর্ম্মচারী নিম্নলিখিত যে-কোন এক বা একাধিক প্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবেন, অথবা অংশতঃ একটী প্রণালী ও অংশতঃ অপর একটী প্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) কত টাকা খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয় তৎসম্বন্ধে যদি কোন স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজা পরস্পর সম্মত হন, তাহা হইলে উক্ত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য কিনা তাহা রাজস্বকর্ম্মচারী বুঝিয়া দেখিবেন, এবং তিনি ঐরূপ বুঝিলে তবে ঐ খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে, নচেৎ নহে ;

(খ) রাজস্বকর্ম্মচারী কত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া

বিবেচনা করেন, তিনি স্বয়ংই তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে প্রস্তাবিত টাকা দিতে প্রজা যদি মৌখিকভাবে বা লিখনক্রমে স্বীকার করেন, এবং ভূম্যধিকারী যদি উপস্থিত হইবার নোটিশ-প্রাপ্তির পর কোন আপত্তি উত্থাপন না করেন, তবে তদ্রূপে প্রস্তাবিত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

(গ) রাজস্বকর্ম্মচারী যদি সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া মনে করেন যে, কোন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার অংশের নিমিত্ত, কিংবা কোন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার অংশের প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত, মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত ও কোর্ফা রাইয়তগণ কিরূপ হারে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা দেয় তাহা দেখাইয়া একটী হারের তালিকা (Table of rates) প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি একটী হারের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ঐ হারের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত বা কোন কোন খাজনা ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(ঘ) ১০৩ক ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে যে সকল বর্ত্তমান খাজনা লিপিবদ্ধ করা আছে, রাজস্বকর্ম্মচারী তাহা বাহাল রাখিয়া, অথবা ঐ সকল খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া, খাজনা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন খাজনা ঐরূপে ধার্য্য করিবার সময়ে, ৬ হইতে ৯ ধারার, ২৭ হইতে ৩৬ ধারার, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫০ হইতে ৫২, ১৮০ ও ১৯১ ধারার মূল নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর নাম, ও যাঁহাদের খাজনা ধার্য্য

করা হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক প্রজার নাম, এবং ঐ প্রজার নামের পার্শ্বে যে পরিমাণ ভূমি লিখিত হয় তন্নিমিত্ত দেয় খাজনা, বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে প্রদর্শিত হইবে।

১০৪থ ধারা। (১) হারের তালিকা (Table of rates) প্রস্তুত হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করা থাকিবে—

হারের তালিকায় কি কি থাকিবে।

(ক) জমির রকম, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও ঐরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে শ্রেণীর বা যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত খাজনার একটী হার বা ভিন্ন ভিন্ন হার ধার্য্য করা রাজস্বকর্ম্মচারী আবশ্যক বা সাধ্য মনে করেন, তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমিভোগকারী প্রজাদের খাজনা পরিবর্ত্তনশীল হইলে, প্রজাগণ কর্ত্তৃক উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দেয় খাজনার হার।

(২) রাজস্বকর্ম্মচারী হারের তালিকা প্রস্তুত করিলে পর, ঐ তালিকা যে স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা গ্রাম সম্বন্ধে হয়, তথায় সেই জিলার প্রচলিত ভাষায় ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তিনি উহা প্রকাশ করিবেন।

সেই স্থানে তালিকার প্রকাশ।

(৩) হারের তালিকায় লিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে, তিনি ঐ তালিকা প্রকাশের পর একমাসের মধ্যে রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ও ঐ তালিকা পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন।

রাজস্বকর্ম্মচারী আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) যদি উক্ত একমাস মধ্যে কোন আপত্তি করা না হয়, তাহা

বিবেচনা করেন, তিনি স্বয়ংই তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে প্রস্তাবিত টাকা দিতে প্রজা যদি মৌখিকভাবে বা লিখনক্রমে স্বীকার করেন, এবং ভূম্যধিকারী যদি উপস্থিত হইবার নোটিশ-প্রাপ্তির পর কোন আপত্তি উত্থাপন না করেন, তবে তদ্রূপে প্রস্তাবিত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

(গ) রাজস্বকর্ম্মচারী যদি সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া মনে করেন যে, কোন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার অংশের নিমিত্ত, কিংবা কোন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার অংশের প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত, মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত ও কোর্ফা রাইয়তগণ কিরূপ হারে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা দেয় তাহা দেখাইয়া একটী হারের তালিকা (Table of rates) প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি একটী হারের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ঐ হারের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত বা কোন কোন খাজনা ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(ঘ) ১০৩ক ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে যে সকল বর্ত্তমান খাজনা লিপিবদ্ধ করা আছে, রাজস্বকর্ম্মচারী তাহা বাহাল রাখিয়া, অথবা ঐ সকল খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া, খাজনা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন খাজনা ঐরূপে ধার্য্য করিবার সময়ে, ৬ হইতে ৯ ধারার, ২৭ হইতে ৩৬ ধারার, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫০ হইতে ৫২, ১৮০ ও ১৯১ ধারার মূল নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর নাম, ও যাঁহাদের খাজনা ধার্য্য

করা হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক প্রজার নাম, এবং ঐ প্রজার নামের পার্শ্বে যে পরিমাণ ভূমি লিখিত হয় তন্নিমিত্ত দেয় খাজনা, বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে প্রদর্শিত হইবে।

১০৪থ ধারা। (১) হারের তালিকা (Table of rates) প্রস্তুত হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করা থাকিবে—

হারের তালিকায় কি কি থাকিবে।

(ক) জমির রকম, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও ঐরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে শ্রেণীর বা যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত খাজনার একটী হার বা ভিন্ন ভিন্ন হার ধার্য্য করা রাজস্বকর্ম্মচারী আবশ্যক বা সাধ্য মনে করেন, তাহা ; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমিভোগকারী প্রজাদের খাজনা পরিবর্ত্তনশীল হইলে, প্রজাগণ কর্ত্তৃক উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দেয় খাজনার হার।

(২) রাজস্বকর্ম্মচারী হারের তালিকা প্রস্তুত করিলে পর, ঐ তালিকা যে স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা গ্রাম সম্বন্ধে হয়, তথায় সেই জিলার প্রচলিত ভাষায় ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তিনি উহা প্রকাশ করিবেন।

সেই স্থানে তালিকার প্রকাশ।

(৩) হারের তালিকায় লিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে, তিনি ঐ তালিকা প্রকাশের পর একমাসের মধ্যে রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ও ঐ তালিকা পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন।

রাজস্বকর্ম্মচারী আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) যদি উক্ত একমাস মধ্যে কোন আপত্তি করা না হয়, তাহা

হইলে, কিংবা যে স্থলে আপত্তি করা হয় সেস্থলে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হইলে পর, রাজস্বকর্ম্মচারী স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মানুসারে, যে রাজস্বকর্ত্তৃপক্ষ এই অধ্যায় অনুসারে প্রস্তুত-করা তালিকা ও জমাবন্দী দৃঢ় করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন (ইতঃপরে যাঁহাকে "দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ" বলা হইয়াছে) তাঁহার নিকট, স্বীয় প্রস্তাবসমূহের হেতুর সম্পূর্ণ বিবরণসমেত স্বীয় কার্য্যবিবরণ সমর্পণ করিবেন এবং কোন আপত্তির দরখাস্ত পাইয়া থাকিলে তাহাও পাঠাইয়া দিবেন।

উপরিতন রাজস্ব-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তালিকাসমর্পণ।

(৫) উক্ত দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ (৪) প্রকরণানুসারে সমর্পিত কোন তালিকা বাহাল করিতে অথবা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন, অথবা তিনি যে প্রকারে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই প্রকারে উহা সংশোধিত করিতে পারিবেন, এবং ঐ তালিকার সহিত প্রেরিত কিংবা তাহার পরে উপস্থিতকরা কোন আপত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা পুনরায় তদন্তের জন্য বিষয়টী ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য।

(৬) হারের তালিকা উক্ত দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বাহাল করা হইলে, ঐ তালিকা-প্রস্তুতের কার্য্য যে এই আইনানুসারে যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই বাহালকরণসূচক আজ্ঞাই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে; এবং ইহাও অনুমান করা যাইতে পারিবে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজার যে হার তালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা, যে স্থান সম্বন্ধে ঐ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই স্থানের অন্তর্গত সেই শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত দেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

তালিকার ফল।

১০৪গ ধারা। ১০৪থ ধারার (৫) প্রকরণানুসারে হারের তালিকা বাহাল করা হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারী, প্রত্যেক মধ্যস্বত্বের বা রাইয়তের বা কোর্ফা-রাইয়তের প্রত্যেক যোতের পরিমাণের উপর ঐ তালিকায় লিখিত হার অনুসারে ঐ মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনা হিসাব করিয়া, খাজনা ধার্য্য করিতে পারিবেন এবং বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

হারের তালিকা প্রয়োগ।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, রাজস্বকর্ম্মচারী কোন স্থলে উক্ত হার প্রয়োগ করা অনুপযুক্ত বা অন্যায্য বিবেচনা করিলে সে স্থলে উহা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন না।

১০৪ঘ ধারা। ১০৪থ ধারা অনুসারে হারের তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় ও ১০৪গ ধারা অনুসারে খাজনা ধার্য্য করিবার সময়, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করেন রাজস্বকর্ম্মচারী তাহা মানিয়া চলিবেন; এবং ১০৪গ ধারার বিশেষ বিধি মানিয়া, খাজনা বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধে এই আইনের যে সকল সাধারণ নিয়ম আছে তৎপ্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিবেন।

হারের তালিকা প্রস্তুত করিবার ও তদনুসারে খাজনা ধার্য্য করিবার সময় যে সকল বিধি ও নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে।

১০৪ঙ ধারা। (১) কোন স্থানের, মহালের, মধ্যস্বত্বের বা গ্রামের বা তাহার কোন অংশের নিমিত্ত বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করা হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারী উহার একখানি পাণ্ডুলিপি নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া প্রকাশ করাইবেন; এবং প্রকাশকরণের সময়ের মধ্যে ঐ পাণ্ডুলিপির কোন কথাসম্বন্ধে

বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রথম প্রকাশ ও সংশোধন করণ।

বা কোন কথা ছাড়-হওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তি করা হইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করেন তদনুসারে ঐ সকল আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) ১০৪চ ধারানুসারে দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বন্দোবস্তী জমাবন্দী সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে, রাজস্বকর্ম্মচারী যে কোন সময়ে, স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, তল্লিখিত কোন খাজনার সংশোধন করিতে পারিবেন।

কিন্তু পক্ষদিগকে হাজির হইবার ও তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার জন্য যুক্তিযুক্ত নোটিশ না দিয়া ঐরূপ কোন লেখা সংশোধন করা যাইবে না।

১০৪চ ধারা। (১) ১০৪ঙ ধারামতে সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করা হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারী স্বীয় প্রস্তাবসমূহের হেতুর সম্পূর্ণ বিবরণ, এবং কোন আপত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণসমেত ঐ বন্দোবস্তী জমাবন্দী, দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিবেন।

বন্দোবস্তী জমাবন্দীর চূড়ান্ত সংশোধন ও তাহা স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্তকরণ।

(২) দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বন্দোবস্তী জমাবন্দী সংশোধন-পূর্ব্বক বা সংশোধন-ব্যতিরেকে মঞ্জুর করিতে পারিবেন, কিংবা পুনরালোচনার নিমিত্ত উহা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু পক্ষদিগকে হাজির হইবার ও তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার জন্য যুক্তিযুক্ত নোটিশ না দিয়া ঐরূপ কোন লেখার সংশোধন করা বা কোন ছাড়-কথা পূরণ করা হইবে না।

(৩) দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক বন্দোবস্তী জমাবন্দী মঞ্জুর করা হইলে পর, রাজকর্ম্মচারী তাহা চূড়ান্তরূপে প্রস্তুত করিয়া ফেলিবেন,

এবং তাহা ১০৩ক ধারানুসারে স্বত্বের লিখনের (record-of-rights) যে পাণ্ডুলিপি (draft) প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

উপরিতন রাজস্ব-কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল ও তৎকর্তৃক রিভিসন।

১০৪ছ ধারা। (১) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রাজস্বকর্ম্মচারী ১০৪খ ধারার (৩) প্রকরণমতে বা ১০৪ঙ ধারামতে কৃত কোন আপত্তি সম্বন্ধে যে আজ্ঞা করেন, তাহার বিরুদ্ধে ঐ আজ্ঞার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে আপীল হইতে পারিবে এবং উক্ত আপীল নির্দ্দিষ্ট উপরিতন রাজস্ব-কর্তৃপক্ষের নিকট হইবে।

(২) রেভিনিউ বোর্ড এই অধ্যায়ানুসারে কোন মোকদ্দমায়, কোন ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কোন স্বত্বের লিখন বা উহার কোন অংশ চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে উহার সংশোধনের (revision) আদেশ করিতে পারিবেন; কিন্তু সেই আদেশক্রমে কোন দেওয়ানী আদালতের ১০৪জ ধারামতে প্রদত্ত কোন আজ্ঞার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু পক্ষগণকে হাজির হইবার ও তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার জন্য যুক্তিযুক্ত নোটিশ না দিয়া ঐরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না।

খাজনা বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার।

১০৪জ ধারা। (১) ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারানুসারে যে বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং যাহা ১০৩ক ধারামতে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, এরূপ কোন বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে ধার্য্য কোন খাজনা-সম্বন্ধীয় কোন লিখিত বিষয় হেতু, কিংবা ঐরূপ কোন বন্দোবস্তী

জমাবন্দীতে লিখিবার নিমিত্ত কোন খাজনা ধার্য্য হইতে ছাড় হওয়ার হেতু, কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তিনি যে ভূমির সম্বন্ধে উক্তরূপ লেখা হইয়াছে বা ছাড় হইয়াছে, সেই ভূমির দখলের মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের অধিকার আছে, সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে, কিংবা কোন রাজস্ব-কর্তৃপক্ষের নিকট ১০৮ছ ধারানুসারে আপীল করা হইয়া থাকিলে ঐ আপীল নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে, উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

(৩) ঐরূপ মোকদ্দমা নিম্নলিখিত হেতু ভিন্ন অন্য কোন হেতুতে উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না ঃ—

(ক) ভূমির জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না ;

(খ) স্বত্বের লিখনে ভূমি নিষ্কর বলিয়া লিখিত হইলেও, খাজনা দিতে দায়ী ;

(গ) ভূম্যধিকারী-প্রজা সম্বন্ধ নাই ;

(ঘ) উক্ত ভূমি কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলি ভূমির অংশ বলিয়া অন্যায়রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিংবা কোন মহাল বা প্রজার দখলি ভূমি হইতে অন্যায়পূর্ব্বক বাদ দেওয়া হইয়াছে ;

(ঙ) স্বত্বের লিখনে প্রজা যে শ্রেণীভুক্ত বলিয়া লিখিত হইয়াছেন, তিনি তাহা হইতে ভিন্নশ্রেণীভুক্ত ;

(চ) রাজস্বকর্ম্মচারী ১১০ ধারার (ক) দফার বিধানমতে ধার্য্য খাজনা আমলে আসা মুলতুবী রাখেন নাই, কিংবা যে তারিখ হইতে উক্ত ধার্য্য খাজনা ঐ দফামতে আমলে আসিবে তিনি অন্যায়রূপে ঐ তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ;

(ছ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ সর্ত্ত ও অনুষঙ্গগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই অথবা অশুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ;

(জ) ঐ জমিসংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর ইজমেণ্ট লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, অথবা ভুল করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

যে ভূমিসম্বন্ধে উক্তরূপ লেখা হইয়াছে বা কোন কথা ছাড় হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট সেই ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা না হইলে, ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে (গবর্ণমেণ্টকে) প্রতিবাদী করা যাইবে না।

(৪) আদালত যদি দেখেন যে ধার্য্য খাজনা সম্বন্ধে অশুদ্ধরূপে লেখা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি (৩) প্রকরণের (ক) দফা বা (গ) দফা স্থলে, কোন খাজনা দেয় নহে বলিয়া ব্যক্ত করিবেন, এবং অপর স্থলে উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিবেন ;

এবং উক্ত (৩) প্রকরণের (চ) বা (ছ) দফায় লিখিত কোন স্থলে, যে তারিখ হইতে ধার্য্য খাজনা আমলে আসিবে আদালত তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ লেখা সম্বন্ধে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৫) আদালত (৪) প্রকরণমতে কোন খাজনা দেয় নহে বলিয়া ব্যক্ত করিলে, স্বত্বের লিখনে বিপরীতভাবের যে লেখা আছে তাহা রহিত হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) উক্ত (৪) প্রকরণমতে উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিবার সময়ে, আদালত ঐ একই বন্দোবস্তী জমাবন্দীর অন্তর্গত সেই শ্রেণীর অপর মধ্যস্বত্ব বা যোতের যে সকল খাজনা ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারামতে ধার্য্য করা হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৭) আদালত (৪) প্রকরণমতে যে খাজনা ধার্য্য করেন তাহা বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে লিখিত খাজনার পরিবর্ত্তে যথাবিধি ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৮) ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারানুসারে কোন খাজনা ধার্য্যকরণ সম্বন্ধে, বা খাজনা ধার্য্য করিতে ছাড় হওয়া সম্বন্ধে, এই ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(৯) কোন দেওয়ানী আদালত এই ধারামতে চূড়ান্ত আজ্ঞা বা ডিক্রী দিলে তাহা জিলার কালেক্টরকে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

১০৪ক হইতে ১০৪ছ পর্য্যন্ত ধারানুসারে ধার্য্য খাজনা সম্বন্ধে অনুমান।

১০৪ঝ ধারা। ১০৪জ ধারার বিধানাধীনে, যে সমস্ত খাজনা ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারামতে ধার্য্য করা হইয়াছে ও ১০৩ক ধারানুসারে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখনে লিখিত হইয়াছে কিংবা ১০৪ছ ধারামতে ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা শুদ্ধরূপে ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অর্থমতে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

টীকা। এই ধারার (চ) ও (ছ) দফা পূর্ব্বেকার পূর্ব্ববঙ্গীয় আইন হইতে গৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগ—যে সকল স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা শীঘ্র হইবে না, সেই সকল স্থলে খাজনা ধার্য্যকরণ ও বিবাদ নিষ্পত্তিকরণ।

যে সকল স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা শীঘ্র হইবে না, সেই সকল স্থলে রাজস্বকর্ম্মচারী কর্তৃক খাজনা ধার্য্যকরণ।

১০৫ ধারা। (১) যে স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা শীঘ্র করা হইবে না, সেই স্থলে, ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে ভূম্যধিকারী বা প্রজা খাজনা ধার্য্যের নিমিত্ত দরখাস্ত করিলে, প্রজা যে ভূমি দখল করেন সেই ভূমি সম্বন্ধে রাজস্বকর্ম্মচারী উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন।

ব্যাখ্যা—তাঁহার মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ কিয়ৎকালের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়া থাকিলেও, কোন উপরিতন ভূম্যধিকারী খাজনা ধার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) যেস্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য হইতেছে না বা শীঘ্র হইবে না, সেইস্থলে, রাজস্বকর্ম্মচারী যদি ১০২ ধারার (ঞ) দফা অনুসারে এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, যে ভূমি নিষ্কর বলিয়া দাবী করা হইয়াছে তাহার দখলিকার খাজনা না দিয়া তাহা ভোগ করিতে স্বত্ববান নহেন, এবং যদি ভূম্যধিকারী বা দখলিকার ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে খাজনা ধার্য্যের নিমিত্ত দরখাস্ত করেন, তাহা হইলে রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন।

(৩) কোর্টফী বিষয়ক আইনে যে বিধান আছে, তৎসত্ত্বেও, (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণানুযায়িক প্রত্যেক দরখাস্তে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কোর্টফী-ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(৪) এই ধারামতে খাজনা ধার্য্য করিতে হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়, তাবৎ রাজস্ব-কর্ম্মচারী বর্ত্তমান খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন ; এবং খাজনা বাড়াইবার বা কমাইবার বিষয়ে এই আইনে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ যে সকল নিয়ম লিখিত হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) রাজস্বকর্ম্মচারী এই ধারানুসারে কোন স্থলে যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি পক্ষদিগের নিকট তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন, এবং পক্ষগণ ঐরূপে প্রস্তাবিত খাজনায় লিখিত সম্মতি দিলে তাহা উপযুক্ত খাজনা বলিয়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে, এবং তাহা এই আইনানুসারে যথারীতি ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) যেস্থলে পক্ষগণ পরস্পরের মধ্যে রফা করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে ন্যায্য খাজনা সম্বন্ধে সম্মত হন, সে স্থলে রাজস্বকর্ম্মচারী সেই সম্মত খাজনার পরিমাণ উপযুক্ত ও ন্যায্য কিনা তাহা নিজে বুঝিয়া দেখিবেন, এবং তিনি ঐরূপ বুঝিলে, উক্ত সম্মত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন ; কিন্তু তিনি ঐরূপ না বুঝিলে (৪) ও (৫) প্রকরণের বিধানানুসারে স্বয়ং উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন।

(৭) প্রজাস্বত্বের জমিগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অন্তর্গত হয় এবং তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র লিখন প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে (১) প্রকরণের লিখিত তামাদির কাল, ঐ প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কথা

যে শেষ লিখনে থাকে তাহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

টীকা। (১) এবং (২) প্রকরণে "দুইমাস" স্থলে "চারিমাস" করা হইয়াছে। (৫) প্রকরণে 'মৌখিকভাবে' কথা বাদ দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে পক্ষগণ ধার্য্য খাজনায় মৌখিকভাবেও সম্মত হইতে পারিতেন, কিন্তু এখন তাহা পারিবেন না, লিখিত সম্মতি দিতে হইবে।

এই অধ্যায়ানুসারে খাজনার বন্দোবস্ত চলিবার কালে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার মীমাংসা।

১০৫ক ধারা। এই অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগানুসারে খাজনার বন্দোবস্তের নিমিত্ত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে, যদি নিম্নলিখিত কোন ইস্যু উত্থিত হয় :—

(ক) ঐ ভূমি খাজনা দিতে দায়ী কিনা ;

(খ) স্বত্বের লিখনে ঐ ভূমি নিষ্কর ভোগ করা হইতেছে বলিয়া লিখিত হইলেও, উহা খাজনা দিতে দায়ী কিনা ;

(গ) ভূম্যধিকারী-প্রজা সম্পর্ক আছে কিনা ;

(ঘ) ঐ ভূমি ভুলক্রমে কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলি ভূমির অংশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে কিনা, অথবা কোন মহাল বা প্রজার দখলি ভূমি হইতে ভুলক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

(ঙ) স্বত্বের লিখনে প্রজা যে শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া লিখিত হইয়াছে, প্রজা তাহা হইতে ভিন্ন শ্রেণীর কিনা ;

(চ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ সর্ত্ত ও অনুষঙ্গগুলি অথবা ঐ ভূমিসংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর ইজমেণ্ট লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, অথবা ভুল করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কিনা ;

(ছ) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে দেয়

খাজনা শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছিল কিনা, এবং যদি শুদ্ধরূপে লিখিত না হইয়া থাকে, তবে সে সময়ে দেয় খাজনা কত ছিল ;—

তাহা হইলে রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ ইস্যুসম্বন্ধে বিচার করিয়া তাহার মীমাংসা করিবেন, এবং তদনুসারে ১০৫ ধারামতে খাজনা নির্দ্ধারিত করিবেন।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে পক্ষগণের অধীনে তাঁহারা দাবী করেন, সেই পক্ষগণের মধ্যে, যে ইস্যু সাক্ষাৎভাবে ও মূলতঃ বিবাদীয় বিষয় ছিল বা আছে এবং কোন রাজস্বকর্ম্মচারী নিকট ১০৬ ধারানুসারে উপস্থিত-করা মোকদ্দমায় রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যে ইস্যুর বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে বা বিচারাধীন আছে, রাজস্বকর্ম্মচারী সেই ইস্যুর বিচার করিবেন না।

টীকা। এই ধারার (ছ) দফাটী নূতন যোগ করা হইয়াছে।

১০৫ক ধারামত কোন ইস্যু উত্থাপিত করার জন্য কোর্ট ফী।

১০৫খ ধারা। ১০৫ক ধারামতে কোন ইস্যু উত্থাপিত করা হইলে, যে পক্ষ ইস্যু উত্থাপন করেন, তিনি অন্যান্য কোর্টফীর অতিরিক্ত, ১০৬ ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা করিলে যত কোর্টফী দিতে হইত তত কোর্টফী দিতে বাধ্য হইবেন।

টীকা। এই ধারা নূতন।

১০৫ ধারার কার্য্যানুষ্ঠানে রাজস্ব-কর্ম্মচারী সাধারণতঃ কোন খরচার আদেশ করিবেন না।

১০৫গ ধারা। কোন রাজস্বকর্ম্মচারী ১০৫ ধারার কোন কার্য্যানুষ্ঠানে কোন পক্ষকে তাঁহার খরচার কোন অংশ পাইবার আদেশ করিবেন না। করিলেও, তাহার হেতুগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

টীকা। এই ধারা নূতন। পূর্ব্বে নজির ছিল যে, ভূম্যধিকারী ১০৫ ধারার দরখাস্ত ও তাহা জারী করা বাবদ তাঁহার খরচা পাইতে অধিকারী। নূতন ধারামতে খরচার ডিক্রী দিলে তাহার হেতু লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ উপযুক্ত হেতু থাকিলে তবে খরচার আদেশ দেওয়া যাইতে পারিবে।

১০৬ ধারা। রাজস্বকর্ম্মচারী কোন স্বত্বের লিখনে যে কথা লিখিয়াছেন, কিংবা ঐ লিখন হইতে যে কথা বাদ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে,—ঐ বিবাদ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিংবা একই মহালের বা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী মহালগুলির ভূম্যধিকারীদের মধ্যেই হউক, কিংবা প্রজা ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিংবা ভূম্যধিকারী-ও-প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না এই বিষয় লইয়াই হউক, কিংবা কোন ভূমি খাজনা দিয়া ভোগ করা হইলে তাহা তদ্রূপে ভোগ করা উচিত কি না এই বিষয় লইয়াই হউক,—

রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত-করণ।

সেই বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্ত, ঐ স্বত্বের লিখন ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে কোন সময়ে কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে দরখাস্ত করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে; এবং রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে সকল বিধি প্রণয়ন করেন, তদধীনে, রাজস্বকর্ম্মচারী বিশেষ কোন মোকদ্দমা বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমা কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

আরও বিশেষ বিধি এই যে, এই অধ্যায়ানুসারে কোন খাজনার বন্দোবস্তের নিমিত্ত কার্য্যানুষ্ঠানে, যে ইস্যু একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে পক্ষগণের অধীনে তাঁহারা দাবী করেন সেই পক্ষগণের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ও মূলতঃ বিবাদীয় বিষয় ছিল বা আছে, এবং কোন রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ১০৫ক ধারানুসারে যে ইস্যুর বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে কিংবা বিচারাধীন রহিয়াছে, রাজস্বকর্ম্মচারী কোন মোকদ্দমায় সেই ইস্যুর বিচার করিবেন না।

(২) বিবাদ-সম্পর্কীয় ভূমিগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অন্তর্গত হয় এবং তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র লিখন প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে (১) প্রকরণের লিখিত তামাদির কাল, ঐ ভূমি সম্বন্ধীয় কথা যে শেষ লিখনে থাকে তাহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণে "তিনমাস" স্থলে "চারিমাস" করা হইয়াছে।

১০৭ ধারা। ১০৫, ১০৫ক ও ১০৬ ধারানুযায়িক সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, রাজস্বকর্ম্মচারী, এই আইন-মতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের কৃত বিধিসমূহ মানিয়া, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অবলম্বন করিবেন, এবং প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে এবং ১০৮ ও ১১৫গ ধারার বিধানাধীনে চূড়ান্ত হইবে।

রাজস্বকর্ম্মচারীকে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

টীকা। এই ধারায় "১০৯ক ধারা" স্থানে "১১৫গ" ধারা করা হইয়াছে ও (২) প্রকরণ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রিভিসন।

১০৮ ধারা। কোন রাজস্বকর্ম্মচারী স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে বা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ১০৫, ১০৫ক, ১০৬ বা ১০৭ ধারানুসারে কোন আদেশের বা নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে, ঐ আদেশ বা নিষ্পত্তি স্বকৃতই হউক বা অপর কোন রাজস্বকর্ম্মচারীকৃতই হউক, তাহার পুনরালোচনা (রিভিসন) করিতে পারিবেন, কিন্তু ১১৫গ ধারামতে যে আদেশ বা ডিক্রী হইয়াছে, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু ঐরূপ আদেশ বা নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ১১৫গ ধারামতে কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকিলে, কিংবা পক্ষগণকে উপস্থিত হইবার ও ঐরূপ পুনরালোচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার জন্য যুক্তিযুক্ত নোটিশ দেওয়া না থাকিলে, ঐরূপ পুনরালোচনা করা যাইবে না।

১০৮ক ধারা। [ইহা এক্ষণে ১১৫খ ধারা হইয়াছে]

দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকারে বাধা।

১০৯ ধারা। যে বিষয় লইয়া ১০৫ হইতে ১০৮ ধারামতে কোন দরখাস্ত, মোকদ্দমা বা কার্য্যানুষ্ঠান উপস্থিত করা হয় কিংবা ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছে, সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালত, ১১৫গ ধারার বিধান মান্য করিয়া, কোন দরখাস্ত বা মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না :—

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে—

(ক) যে বিষয় লইয়া ১০৫ বা ১০৫ক ধারামতে কোন দরখাস্ত হইয়াছিল বা ১০৬ ধারামতে মোকদ্দমা হইয়াছিল, এবং সেই দরখাস্ত বা মোকদ্দমা অনুপস্থিতির জন্য খারিজ হইয়া গিয়াছে কিংবা পক্ষগণ উঠাইয়া লইয়াছেন, কিংবা

(খ) যে বিষয় সম্বন্ধে ঐরূপ দরখাস্ত বা মোকদ্দমায় কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই,

এরূপ কোন বিষয়ে কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে দেওয়ানী আদালতের এই ধারামতে কোন বাধা হইবে না।

টীকা। এই ধারার বিশেষ বিধি নূতন। পূর্ব্বে একটী মোকদ্দমায় স্থির হইযাছিল যে, ১০৫ ধারার কোন দরখাস্ত উঠাইয়া লওয়া হইলে অথবা অনুপস্থিতির জন্য খারিজ হইয়া গেলে সেই দরখাস্তের বিষয় লইয়া দেওয়ানী আদালতে আর কোন মোকদ্দমা করা যাইবে না ; ঐ নজীর এক্ষণে রহিত হইল।

১০৯ক ধারা। [এক্ষণে ১১৫গ ধারা হইয়াছে]

চতুর্থ ভাগ—পরিশিষ্ট বিধান।

চুক্তি বা রফা-বন্দোবস্ত যে আইনসঙ্গত ইহা অনুমান করা সম্বন্ধে রাজস্বকর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

১০৯খ ধারা। এই অধ্যায়মত সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে রাজস্ব-কর্ম্মচারী অনুমান করিতে পারিবেন যে, কোন ভূম্যধিকারী ও তাঁহার প্রজার মধ্যে যে চুক্তি কিংবা রফাবন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা আইনসঙ্গত ; কিন্তু যদি ঐ চুক্তি কিংবা রফাবন্দোবস্তের সর্ত্তগুলি এরূপ হয় যে, তাহাতে কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের অযথা বা অন্যায় হানি হইতে পারে, তাহা হইলে যে-পর্য্যন্ত-না তিনি ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্য যুক্তিযুক্ত নোটিশ দেন, এবং ঐ চুক্তিপত্র বা রফাবন্দোবস্তের পক্ষগণ যে কথা বলিতেছেন তাহা যে সত্য এ সম্বন্ধে যে-পর্য্যন্ত-না তিনি সন্তুষ্ট হন, সে পর্য্যন্ত তিনি ঐ চুক্তি বা রফাবন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত করিবেন না।

১০৯গ ধারা। (১) ১০৯খ ধারায় যাহা কিছু বিধান আছে তাহা সত্ত্বেও, স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার সময়ে যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা, মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে যে খাজনা দেয় বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইবে সে সম্বন্ধে উভয়ে সম্মত হন, তবে উক্ত সম্মত খাজনা যে উপযুক্ত ও ন্যায্য, তদ্বিষয়ে রাজস্বকর্ম্মচারী সন্তুষ্ট হইলে, তিনি ঐরূপ খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া ধার্য্য করিবেন; এমন কি, যদিও সম্মতির সর্ত্ত এরূপ হয় যে তাহা কোন চুক্তিপত্রে নিবদ্ধ হইলে এই আইনানুসারে কার্য্যে পরিণত করা যায় না, তাহা হইলেও তিনি ঐরূপ ধার্য্য করিবেন; এবং ঐরূপে ধার্য্য খাজনা সম্বন্ধে ১১৩ ধারার বিধান খাটিবে।

সম্মতিক্রমে খাজনার বন্দোবস্ত করিতে রাজস্বকর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা ১১৫গ ধারানুসারে নিযুক্ত বিশেষ বিচারকের (Special Judge) নিকট এই হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন যে, রাজস্বকর্ম্মচারী (১) প্রকরণানুসারে যে খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে ঐ ভূম্যধিকারী বা প্রজা সম্মত হন নাই। অপর কোন হেতুতে এই আপীল চলিবে না।

(৩) উক্ত (১) প্রকরণানুসারে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্যপূর্ব্বক কোন আদেশ হইলে, রেভিনিউ বোর্ড কোন ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে ঐরূপে ধার্য্য খাজনার সংশোধনের আদেশ করিতে পারিবেন।

কিন্তু পক্ষগণকে উপস্থিত হইবার এবং ঐ বিষয়ে যাহা কিছু বলিবার থাকে তাহা বলিবার নিমিত্ত যুক্তিসঙ্গত নোটিশ না দিয়া ঐরূপ কোন আদেশ করিতে পারা যাইবে না।

নিষ্পত্তির কথা লিপিবদ্ধকরণ।

১০৯ঘ ধারা। ১০৫ক ধারামতে যে সকল খাজনা ধার্য্য হইয়াছে তাহার কথা, ১০৫ক বা ১০৬ ধারামতে ইস্যুগুলির নিষ্পত্তির কথা, এবং তদ্বিষয়ে আপীলেই হউক কিংবা পুনর্ব্বিচারে (রিভিসনে) হউক, ১০৮ বা ১১৫গ ধারামতে সমস্ত আদেশের কথা, ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিখিত বা সংযুক্ত হইবে, এবং উক্ত কথা স্বত্বের লিখনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা। এই ধারাটীর ভাষা কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ধার্য্য খাজনা কোন্ তারিখ হইতে কার্য্যকর হইবে।

১১০ ধারা। কোন রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এই অধ্যায়মতে খাজনা ধার্য্যকরা হইলে, সেই খাজনা ধার্য্যের নিষ্পত্তির তারিখের, কিংবা যেস্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্র হইবে এরূপ স্থলে স্বত্বের লিখনের চূড়ান্তরূপে প্রকাশ হইবার তারিখের, ঠিক পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের আরম্ভ হইতে উহা আমলে আসিবে ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে—

(ক) যদি ভূমি এমন কোন স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত হয় যাহার সম্বন্ধে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, তাহা হইলে ধার্য্য খাজনা, ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান মানিয়া, চলিত বন্দোবস্তের মিয়াদের অবসান হইতে, কিংবা ঐ মিয়াদ অতীত হইবার পর অপর যে তারিখ রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত করা হয় সেই তারিখ হইতে, আমলে আসিবে।

(খ) যদি ভূমি পূর্ব্বোক্ত মত কোন স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত না হয়, এবং যদি বর্ত্তমান খাজনা এমন কোন চুক্তিক্রমে ধার্য্য করা হইয়া থাকে যাহা পক্ষগণের উপর বাধ্যকর ও যাহার

মিয়াদ এখনও অতীত হয় নাই, তাহা হইলে, উক্ত ধার্য্য খাজনা ঐ মিয়াদের অবসান হইতে, কিংবা ঐ মিয়াদ অতীত হইবার পর অপর যে তারিখ রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিদ্ধারিত করা হয় সেই তারিখ হইতে, আমলে আসিবে।

১১১ ধারা। ১০১ ধারামতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া গেলে পর,—

স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হওয়া কালে দেওয়ানী আদালতে অনুষ্ঠিত কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

(ক) যে স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই করা হইবে, সেস্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ; এবং

(খ) যে স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা শীঘ্র করা হইবে না, সেস্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর চারি মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত—

কোন দেওয়ানী আদালত, ঐ স্বত্বের লিখন যে স্থানসম্বন্ধে হয়, সেই স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমিসম্বন্ধে ১৫৮ ধারানুযায়ী কোন দরখাস্ত, অথবা কোন প্রজার খাজনা পরিবর্ত্তন বা অবস্থানিরূপণ নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা দরখাস্ত, গ্রহণ করিবেন না।

টীকা। (খ) দফায় "তিনমাস" স্থলে "চারিমাস" করা হইয়াছে।

১১১ক ধারা। এই অধ্যায়মতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার কোন আজ্ঞাসম্বন্ধে, কিংবা ঐরূপ কোন লিখন বা উহার কোন অংশ প্রস্তুতকরণ, প্রকাশকরণ, স্বাক্ষরকরণ বা তজ্দিককরণ (attestation) সম্বন্ধে, দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না, কিংবা ১০৪জ ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে, ঐরূপ কোন লিখনের

স্বত্বের লিখন সম্বন্ধে খাজনা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকারের সীমা।

১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারানুসারে ধার্য্য কোন খাজনাসম্বন্ধীয় কোন কথার পরিবর্ত্তনের জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

কিন্তু ১০১ ধারার (২) প্রকরণের (ঘ) দফার আদেশ ক্রমে প্রস্তুত করা কোন স্বত্বের লিখনে কোন ব্যক্তির অধিকারগত কোন স্বত্ব-সম্বন্ধে কিছু লেখা থাকার জন্য বা কোন কথা বাদ পড়ার জন্য সেই ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি বিশেষ প্রতীকার বিষয়ক আইনের (Specific Relief Act) ষষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে তাঁহার স্বত্বসাব্যস্থের জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

যে সকল মোকদ্দমায় কোন কোন ইস্থ উত্থিত হয় তাহা স্থগিত রাখিবার কথা।

১১১খ ধারা। (১) যে স্থানে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা শীঘ্র করা হইবে না এমন কোন স্থানে, ঐ ভূমি সম্বন্ধে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিয়া চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়া থাকিলে, ঐ স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে চারিমাসের মধ্যে নিম্নলিখিত কোন ইস্থর নিষ্পত্তির নিমিত্ত, ঐ ভূমিসম্বন্ধে বা উহার কোন প্রজাসম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে কোন দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করা যাইবে না :—

(ক) ঐ ভূমি খাজনা দিতে দায়ী কি না ;

(খ) ভূম্যধিকারী-প্রজা সম্পর্ক আছে কি না ;

(গ) ঐ ভূমি কোন বিশেষ মহালের বা প্রজার দখলীভূমির অংশ কি না ; কিংবা

(ঘ) প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম বা অনুষঙ্গ আছে কি না, এবং ঐ ভূমিসংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব (ইজমেণ্ট) আছে কি না।

(২) যদি ঐ স্থানে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১) প্রকরণের লিখিত ইস্যুগুলির মধ্যে কোন ইস্যুর বিচার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তবে সেই দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ ইস্যুর বস্তুতঃ বিচার কিংবা নিষ্পত্তি না করা হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারী ১০৬ ধারামত কোন মোকদ্দমায় কিংবা ১০৫ক ধারামত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ঐ ইস্যুর বিচার করিবেন না।

(৩) ১০৫ ধারানুসারে ন্যায্য খাজনার বন্দোবস্ত করিবার সময়ে যদি রাজস্বকর্ম্মচারী দেখেন যে, স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১) প্রকরণের উল্লিখিত ইস্যুগুলির মধ্যে কোন ইস্যুর বিচারসাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়ায়, অথবা তাহা ১০৬ ধারানুসারে কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হওয়ায়, তিনি ঐ ইস্যুর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ন্যায্য খাজনার বন্দোবস্ত করিতে অক্ষম, তাহা হইলে তিনি ঐ ইস্যুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ন্যায্য খাজনার বন্দোবস্তের কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবেন;

এবং ঐ ইস্যু সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পর তিনি এই ভাবে ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন যেন ঐ নিষ্পত্তি অনুসারেই স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৪) যে স্থলে (১) প্রকরণের লিখিত অবস্থার জন্য দরখাস্ত করিতে বা মোকদ্দমা দায়ের করিতে বিলম্ব ঘটে, সে স্থলে ঐরূপ মোকদ্দমা বা দরখাস্তের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট তামাদির কাল গণনা করিবার সময়ে উহা হইতে উক্ত চারিমাস বাদ দিতে হইবে।

টীকা। (১) ও (৪) প্রকরণে 'তিনমাস' স্থলে 'চারিমাস' করা হইয়াছে।

১১২ ধারা। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যদি বুঝিতে পারেন যে, পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার্থ বা স্থানীয় মঙ্গলার্থ আবশ্যক, অথবা যদি বুঝিতে পারেন যে কোন ভূম্যধিকারী, এই অধ্যায়ানুসারে প্রস্তুতকরা স্বত্বের লিখনে যে খাজনা দেয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে তদতিরিক্ত, বা ঐ লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর আইনসঙ্গতরূপে বর্দ্ধিত খাজনারও অতিরিক্ত, খাজনা দাবী বা আদায় করিতেছেন, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন রাজস্বকর্ম্মচারীকে নিম্নলিখিত সমুদয় বা কোন ক্ষমতা দিতে পারিবেন, যথা—

বিশেষ স্থলে বিশেষ বন্দোবস্তের অনুমতি দিবার ক্ষমতা।

(ক) সমুদয় খাজনা ধার্য্য করিবার ক্ষমতা ;

(খ) উক্ত কর্ম্মচারীর বিবেচনায় যদি বর্ত্তমান খাজনা বজায় রাখা অনুপযুক্ত ও অন্যায্য বোধ হয়, তবে খাজনা ধার্য্য করিবার সময়ে উহা কমাইবার ক্ষমতা।

(২) এই ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি, সাধারণতঃ বা বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমা বা বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমা সম্বন্ধে, কোন বিশেষ স্থানের মধ্যে প্রয়োগকরা যাইবে এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিতে পারিবেন।

(২ক) ১০৪ হইতে ১০৪ঞ পর্য্যন্ত ধারাগুলিতে যে কার্য্য-প্রণালী বিহিত হইয়াছে সেই প্রণালীতে এই ধারানুসারে খাজনার বন্দোবস্ত হইবে।

(২খ) এই ধারানুসারে যখন কোন প্রজাস্বত্ব বাবদ খাজনা ধার্য্য হইতেছে, সে সময়ে যদি এরূপ কোন খাজনা বাকী থাকে যাহার জন্য ডিক্রী তখনও পাওয়া যায় নাই, তাহা হইলে, যে সময়ের জন্য উক্ত খাজনা দাবী করা হইতেছে সেই সময়ের প্রারম্ভেই যদি খাজনা ধার্য্য করা হইত তবে সেই প্রজাস্বত্ব বাবদ যে খাজনা দাবী করা

যাইতে পারিত, তাহার অতিরিক্ত কোন টাকা বাকীখাজনা বলিয়া কোন নালিস ক্রমে আদায় করিতে পারা যাইবে না।

টীকা। এই ধারার (২খ) প্রকরণ নূতন। ১০৫ ধারামতে বাকীখাজনা ধার্য্য খাজনার হিসাবে লওয়া যায় না. সেইজন্য ভূম্যধিকারীরা অনেক সময়ে সেই নিয়মের সুবিধা লইয়া খাজনা ধার্য্য হইবার পূর্ব্বেকার কালের খাজনা অত্যধিক হারে আদায় করিতেন, সেই অন্যায় নিবারণের জন্য (২খ) প্রকরণটী সংশোধিত হইয়াছে। এখন ধার্য্যখাজনার হারের অধিক হারে বাকী খাজনা আদায় করিতে পারা যাইবে না।

১১৩ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনা ধার্য্য করা হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু বা মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তনহেতু না হইলে, মধ্যস্বত্বের বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোর্ফা রাইয়তের যোতের বেলা ১৫ বৎসরের মধ্যে, এবং দখলীস্বত্বশূন্য কোর্ফা রাইয়তের যোতের বেলা ৫ বৎসরের মধ্যে, উক্ত খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না; এবং যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণের পরিবর্ত্তনহেতু না হইলে কিংবা ৩৮ ধারার (ক) দফায় নির্দ্দিষ্ট হেতু না হইলে, পূর্ব্বোক্ত কালের মধ্যে ঐরূপ খাজনা হ্রাস করাও যাইবে না।

ধার্য্যকরা খাজনা কতকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

(২) ধার্য্যখাজনা এই অধ্যায়মতে যে তারিখে আমলে আসে, উক্ত ১৫ বৎসর বা ৫ বৎসর কাল সেই তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে।

১১৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া হইলে কিংবা প্রস্তুত করা আরম্ভ হইলে, যেস্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে কিংবা শীঘ্রই হইবে, সেইস্থল ভিন্ন অপর সকল স্থলে, কোন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশে

এই অধ্যায়ের বিধানানুসারে কার্য্য করিতে যে সমুদয় খরচ পড়ে সেই সমুদয় খরচ, (এই অধ্যায়ের বিধানানুসারে কার্য্যকরণার্থ যে সকল সীমানার চিহ্ন ও জরিপের অপর চিহ্ন নির্ম্মিত হয় সেই গুলি, স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক যে কোন সময়ে, রক্ষা, মেরামত বা পুনঃস্থাপন করিতে যে সমস্ত খরচা লাগে তাহা সমেত) কিংবা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট উক্ত খরচের যে অংশ দিবার আদেশ করেন সেই অংশ, ঐ স্থান মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তদীয় অংশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণ ও ভূমির দখলিকারগণ, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেরূপ হারাহারি ও (কিস্তি থাকিলে) কিস্তি স্থির করিয়া দেন, সেই হারাহারি ও কিস্তিমতে দিবেন।

এই অধ্যায়মতে কার্য্য সমূহের খরচা।

(২) সীমানার চিহ্নগুলি পনের বৎসরের অনধিক কালের জন্য রক্ষা, মেরামত বা পুনঃস্থাপন করণার্থ আনুমানিক যত টাকা খরচ লাগিবার সম্ভাবনা তাহা, কিংবা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ঐ খরচের যে অংশ আদেশ দেন তাহা, যেন ইতিপূর্ব্বেই খরচ লাগিয়াছে এই ভাবে অগ্রিম আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) পূর্ব্বোক্ত খরচের যে অংশ কোন ব্যক্তি দিতে দায়ী, তাহা উক্ত স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ-সম্বন্ধে দেয় ভূমিরাজস্বের বাকীর ন্যায় গভর্ণমেণ্ট আদায় করিতে পারিবেন।

(৪) ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত এই অধ্যায়-মতে জরিপের মানচিত্র ও স্বত্বের লিখনের নকল প্রস্তুত করিবার খরচা, এই অধ্যায়ের বিধানগুলি কার্য্যে পরিণতকরণার্থ যে খরচা লাগে তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় 'মধ্যস্বত্ব' শব্দে কোন স্থান, মহাল, বা

মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত লাখেরাজ ও নিষ্কর মধ্যস্বত্ব এবং যোতও বুঝাইবে।

স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইলে খাজনার স্থিরতা সম্বন্ধে অনুমান খাটিবে না।

১১৫ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১০২ ধারার (খ) দফায় লিখিত বিশেষ বিবরণগুলি এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা হইলে পর, ৫০ ধারামত অনুমান ঐ প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে খাটিবে না।

গ্রামের সীমানা চিহ্নিত করা।

১১৫ক ধারা। এই অধ্যায়ানুসারে জরিপ করিবার এবং স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের সীমানা চিহ্নিত করিবার সময়ে, কোন রাজস্বকর্ম্মচারী, বঙ্গদেশের জরিপ বিষয়ক আইনের (Bengal Survey Act, 1875) বিধান মান্য করিয়া, গ্রামের রাজস্বের জরিপের মানচিত্র, কিংবা গ্রামসমূহ বর্ণনাকরণার্থে ৩ ধারার (১৯) (খ) দফামতে কৃত অপর কোন জরিপের মানচিত্র থাকিলে, সেই মানচিত্রের লিখিত বহিঃসীমার অন্তর্গত স্থান, জরিপ ও লিখনের ইউনিট (অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সমগ্র অংশ) স্বরূপ যতদূর সম্ভব বজায় রাখিবেন ;

এবং যেস্থলে ঐরূপ রাজস্বের জরিপে বা অপর জরিপে প্রস্তুত-করা গ্রামের মানচিত্র থাকে, সেস্থলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি না লইয়া রাজস্বকর্ম্মচারী অপর কোন স্থান ঐরূপ ইউনিট-স্বরূপ গ্রহণ করিবেন না।

রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক স্বত্বের লিখনের ভ্রমসংশোধন।

১১৫খ ধারা। স্বত্বের লিখনের অন্তর্গত কোন লেখায় কোন ভুল থাকিলে, যদি রাজস্বকর্ম্মচারী বিবেচনা করেন যে উক্ত ভুল সরলবিশ্বাসে কৃত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি এতৎপক্ষে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে

স্বত্বের লিখনের চূড়ান্ত প্রকাশকরণের সার্টিফিকেটের তারিখের দুই বৎসরের মধ্যে, উক্ত লেখা সংশোধন করিতে পারেন।

কিন্তু যদি ঐ লেখা সম্বন্ধে ১১৫গ ধারামতে কোন আপীল হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত সংশোধন করা যাইবে না; এবং পক্ষগণকে উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে আপন বক্তব্য বলিবার নিমিত্ত যুক্তিসঙ্গত নোটিশ না দিয়া ঐরূপ কোন সংশোধন করা হইবে না।

টীকা। এই ধারা পূর্ব্বে ১০৮ক ধারা ছিল। সংশোধিত ধারায় ১২ মাসের স্থলে "২ বৎসর" করা হইয়াছে।

১১৫গ ধারা। (১) ১০৫ হইতে ১০৮ ধারা ও ১১৫খ ধারানুসারে রাজস্বকর্ম্মচারীগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এক বা একাধিক বিশেষ জজ (Special Judge) নিযুক্ত করিবেন।

রাজস্বকর্ম্মচারীর নিষ্পত্তি হইতে আপীল।

(২) ১০৫ হইতে ১০৮ ধারা ও ১১৫খ ধারানুসারে রাজস্বকর্ম্মচারী-গণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিশেষ জজের নিকট আপীল হইবে, এবং এই প্রকার আপীলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের আপীল সম্বন্ধে বিধানগুলি যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৩) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১০০ হইতে ১০৩ ধারা, ১০৭ ধারা, ১০৮ ধারা, ১৪৪ ধারা ও ৪২ অর্ডারের বিধানগুলির অধীনে, এই ধারামত কোন মোকদ্দমায় বিশেষ জজের নিষ্পত্তি (যাহাতে কোন খাজনা ধার্য্যকরা হয় নাই এরূপ নিষ্পত্তি) হইতে হাইকোর্টে এইভাবে আপীল হইবে, যেন তিনি উক্ত আইনের ১০০ ধারার অর্থমত হাইকোর্টের অধীনস্থ কোন আদালত।

কিন্তু যে সকল বিবরণ অনুসারে কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনা

ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন বিবরণ সম্বন্ধে যদি হাইকোর্ট দ্বিতীয় আপীলে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত নূতন খাজনা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার সময়ে, একই লিখনের মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য মধ্যস্বত্বের বা যোতের যে খাজনা ১০২ ধারামতে নির্ণীত হইয়াছে কিংবা ১০৫ ধারা বা ১০৮ ধারামতে ধার্য্য হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

টীকা। এই ধারা পূর্ব্বে ১০৯ক ধারা ছিল।

একাদশ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বের অনুদ্ভব, ও খামার জমি লিপিবদ্ধ করণ।

কতকগুলি জমি সম্বন্ধে সংরক্ষণ।

১১৬ ধারা। গভর্ণমেণ্টের কিংবা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কিংবা কোন রেলওয়ে কোম্পানীর নিমিত্ত ভূমিগ্রহণ বিষয়ক আইনমতে (Land Acquisition Act) যে সকল ভূমি গৃহীত হয়; কিংবা কোন ক্যাণ্টনমেণ্টের অন্তর্গত যে সকল ভূমি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, সেই ভূমিগুলি যতকাল গভর্ণমেণ্টের বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বা রেলওয়ে কোম্পানীর সম্পত্তি থাকে; কিংবা যে ভূমিগুলি গভর্ণমেণ্টের বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সম্পত্তি কিন্তু কোন সাধারণের কার্য্যের জন্য (যথা— রাস্তা, নালা বা বাঁধ জন্য) ব্যবহৃত হয় বা সেই সকলের মেরামত বা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে লাগে; কিংবা যে সকল ভূমি ভূস্বামীর নিজ-জমি ও খামার, নিজ, নিজ-যোত, জেরাত, সের বা কামাত নামে খ্যাত, এবং কয়েক বৎসরের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিংবা বৎসর-বৎসর পাট্টাক্রমে ভোগ

করা হয় ;—এই সকল ভূমিতে পঞ্চম অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে দখলী-স্বত্ব জন্মিবে না ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কোন কথাই তৎপ্রতি খাটিবে না।

টীকা। "কিংবা যে ভূমিগুলি গভর্ণমেণ্টের......রক্ষার জন্য প্রয়োজনে লাগে" এই কথাগুলি নূতন সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। জিলা বোর্ডের রাস্তার ধারের জমিতে প্রজাদিগের কোন দখলীস্বত্ব জন্মাইতে দেওয়া যাইবে না।

খামার জমি জরিপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা।

১১৭ ধারা। কোন নির্দ্ধারিত স্থানে ১১৬ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভূস্বামীর নিজ জমি বলিয়া যে সকল জমি থাকে, তাহা জরিপ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে কোন রাজস্ব-কর্ম্মচারীকে আদেশ করিতে পারিবেন।

ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে খামার জমির কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব-কর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

১১৮ ধারা। যে ভূমি ভূস্বামীর নিজ জমি বলিয়া কথিত হয়, সেই জমির ভূস্বামী বা কোন প্রজা দরখাস্ত করিলে ও খরচবাবদ যত টাকা আবশ্যক তাহা আমানত করিলে, কোন রাজস্বকর্ম্মচারী, এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন তদধীনে ও তদনুসারে উক্ত জমি ভূস্বামীর নিজ জমি কিনা, ইহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিজ জমি লিপিবদ্ধ করার কার্য্যপ্রণালী।

১১৯ ধারা। কোন রাজস্বকর্ম্মচারী ১১৭ বা ১১৮ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, তাহাতে ১০৩ক, ১০৩খ, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯ এবং ১১৫ ধারাগুলির বিধানসমূহ খাটিবে।

ভূস্বামীর নিজ জমি নির্ণয় করিবার বিধি।

১২০ ধারা। (১) রাজস্বকর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমিগুলি ভূস্বামীর নিজ-জমি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন—

(ক) যে জমি, খামার, জিরাত, সের, নিজ, নিজ-যোত বা খামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকরদ্বারা বা ভাড়া-করা মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে বার বৎসর ধরিয়া চাষ করিয়াছেন. এইরূপ প্রমাণ হয় ; এবং

(খ) যে আবাদী জমি গ্রাম্য প্রথামতে ভূস্বামীর খামার, জিরাত, সের, নিজ, নিজ-যোত বা খামাত জমি বলিয়া স্বীকৃত হয়।

(২) অন্য কোন জমি ভূস্বামীর নিজ জমি বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি, এবং ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে ঐ জমি ভূস্বামীর নিজ জমি বলিয়া জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না সেই বিষয়ের প্রতি, এবং অন্য যে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়, তাবৎ উক্ত জমি ভূস্বামীর নিজ জমি নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(২ক) কোন চুক্তিপত্রে, বা সোলেনামাতে, অথবা যোগসাজস বা প্রতারণাক্রমে প্রাপ্ত বলিয়া কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এরূপ কোন ডিক্রীতে, যাহা কিছু থাকে তাহা সত্বেও, কোন জমি (১) ও (২) প্রকরণে বর্ণিত প্রকারের সন্তোষজনক প্রমাণ দ্বারা ভূস্বামীর নিজ জমি বলিয়া প্রমাণীকৃত না হইলে ঐ কর্ম্মচারী উহা ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন না।

(৩) কোন জমি ভূস্বামীর নিজ জমি কিনা, এ সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারীদের কার্য্যসম্বন্ধে উপদেশের জন্য এই ধারায় যে নিয়মগুলি লিখিত হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

[দ্বাদশ অধ্যায়]

১২১ হইতে ১৪২ ধারা [রহিত হইয়াছে]

এই ধারাগুলিতে বাকীখাজনা আদায়ের জন্য ফসল ক্রোক করিবার বিধিসমূহ ছিল। এই বিধানগুলি প্রজাকে পীড়ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া ১৯২৮ সালের সংশোধক আইন দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী।

[১৯২৮ সালের সংশোধক আইন দ্বারা এই অধ্যায় বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং খাজনা আদায় পক্ষে ভূম্যধিকারীর অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।]

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় প্রয়োগ কালে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা।

১৪৩ ধারা। (১) হাইকোর্ট, সময়ে সময়ে, মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর-জেনারেলের অনুমোদন ক্রমে, এই আইন-সম্মত বিধিসমূহ প্রণয়ন করিয়া আদেশ করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় কিংবা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমায় প্রযোজ্য হইবে না, কিংবা তাহা নির্দ্ধারিত পরিবর্ত্তন সহকারে উহাতে প্রযোজ্য হইবে।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধিগুলির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য নিয়মাধীনে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমায় প্রযোজ্য হইবে।

এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিচারাধিকার।

১৪৪ ধারা। (১) যে মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের অধিকার আছে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার হেতু (cause of action) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং যে আদালতের এলাকার মধ্যে সেই মধ্যস্বত্বের বা যোতের ভূমি সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অবস্থিত নহে, সে আদালতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমা রুজু করা যাইবে না।

(২) যদি একই প্রজা একাধিক ভূমি একই প্রকার স্বত্বে এবং একই অবস্থায় (equal status) ভোগ করেন তাহা হইলে উক্ত একাধিক ভূমির খাজনার জন্য ভূম্যধিকারী একটী মাত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন।

কিন্তু বিশেষবিধি এই যে—

(/০) আরজীতে প্রত্যেক ভূমিসম্বন্ধে দাবী পৃথক ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে ;

(৵০) প্রত্যেক ভূমির জন্য স্বতন্ত্র ডিক্রী প্রস্তুত করিতে হইবে ;

(৶০) মোকদ্দমার খরচা আদালত কর্ত্তৃক প্রত্যেক ভূমির জন্য উপযুক্ত অনুপাতে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে ; এবং

(।০) প্রত্যেক ভূমিসংক্রান্ত দাবীর জন্য আরজীর উপর পৃথক পৃথক কোর্টফী আদায় করা হইবে।

(৩) এই আইনানুসারে যদি ভূম্যধিকারীর বা প্রজার দরখাস্ত সম্বন্ধে কোন আজ্ঞা করিতে দেওয়ানী আদালত ক্ষমতাপন্ন হন, তাহা হইলে, যে মধ্যস্বত্ব বা যোতসম্বন্ধে দরখাস্ত করা হয়, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোতের দখলের মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে দরখাস্ত করিতে হইবে।

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণের "এবং যে আদালতের...করা যাইবে না" এই অংশ, ও (২) প্রকরণ নূতন। পুরাতন (২) প্রকরণকে (৩) প্রকরণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে নজীর ছিল যে কোন আদালতের এলাকার মধ্যে কোন প্রজার যোত অবস্থিত না হইলেও সেই আদালতের এলাকার মধ্যে যদি সে বাস করে তাহা হইলেই সেই আদালতে তাহার সেই যোতবাবদ খাজনার নালিশ করা যাইতে পারে; কিন্তু এখন আর (১) প্রকরণ অনুসারে এইরূপ মোকদ্দমা করা যাইতে পারিবে না, কারণ এখন স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, যে আদালতের এলাকার মধ্যে মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অবস্থিত থাকে সেই আদালতেরই বিচারাধিকার হইবে।

নায়েব বা গোমস্তা স্বীকৃত এজেণ্ট হইবেন।

১৪৫ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত লিখিত ক্ষমতাপত্রদ্বারা এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন নায়েব বা গোমস্তা, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমা বা দরখাস্তের কার্য্যপক্ষে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্থমত, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত এজেণ্ট (recognised agent) অর্থাৎ আমমোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন; যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে বা উপস্থিত করা হইয়াছে কিংবা দরখাস্ত করা হইয়াছে সেই আদালতের এলাকার মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী বাস করিলেও ঐরূপ হইবে।

কিন্তু বিশেষবিধি এই যে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে যাহা বিধান আছে তাহা সত্ত্বেও, ঐরূপ প্রত্যেক নায়েব বা গোমস্তা তাঁহার ভূম্যধিকারীর পক্ষে আরজীতে বা জবাবে সত্যপাঠ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ সত্যপাঠের জন্য আদালতের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

টীকা। এই ধারার বিশেষবিধি নূতন।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টার।

১৪৬ ধারা। এইরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৭ অর্ডারের ১ রুলে উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্ত, উক্ত আইনের ৪ অর্ডারের ২ রুলে নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টারে না লিখিয়া, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এতদর্থে যে ফরম নির্দ্দেশ করেন সেই ফরমে এক বিশেষ রেজিষ্টারে লিখিতে হইবে।

মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনার জন্য সরিক-প্রজার সংযুক্ত ও স্বতন্ত্র দায়িত্ব।

১৪৬ক ধারা। (১) চুক্তি বিষয়ক আইনে (Contract Act) যাহাই থাকুক না কেন, কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের সকল সরিকপ্রজাগণ এবং তাঁহাদের স্বার্থের উত্তরাধিকারীগণ, তাঁহাদের মধ্যস্বত্বের বা যোতের দরুণ তাঁহাদের ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজনার জন্য উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট একত্র ভাবে ও স্বতন্ত্র ভাবে (jointly and severally) দায়ী হইবেন,—সেই খাজনা তাঁহাদের নিজেদের দখলের সময়েই উদ্ভূত হউক অথবা তাঁহাদের স্বার্থের পূর্ব্বাধিকারীদের দখলের সময়েই উদ্ভূত হউক।

(২) এই আইনের অন্যান্য ধারায় বা অন্য কোন আইনে কোন বিধান থাকা সত্ত্বেও, কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বাকী খাজনার নিমিত্ত ডিক্রী এবং উক্ত ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম সমুদয় সরিক-প্রজার

বিরুদ্ধেই কার্য্যকর হইবে,—তাঁহারা মোকদ্দমায় বিবাদী-পক্ষভুক্ত হউন আর নাই হউন; এবং মোকদ্দমায় যাঁহাদিগকে বিবাদী করা হইয়াছে যদি তাঁহারা, যে মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার সমগ্র সরিক-প্রজাগণের প্রতিনিধি হন, তবে ঐ ডিক্রী ও নিলাম চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিধান মতে উক্ত যোতের বিরুদ্ধেও কার্য্যকর হইবে।

(৩) যদি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিবাদীশ্রেণীভুক্ত হন, তাহা হইলে (২) প্রকরণের কার্য্যপক্ষে মোকদ্দমার বিবাদীগণ মধ্যস্বত্বের বা যোতের সমগ্র সরিক-প্রজাগণের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন :—

(/০) সেই মধ্যস্বত্ব বা যোত যে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামে ঐরূপ মধ্যস্বত্বের বা যোতের যে সকল সরিক-প্রজাগণের বসতবাটী আছে তাঁহারা ;

(৵০) যে সময়ের খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেকার তিন বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে, সেই মধ্যস্বত্বের বা যোতের যে সমস্ত সরিক-প্রজাগণ ঐ মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনা বাবদ কোন টাকা দিয়াছেন, তাঁহারা ;

(৶০) যাঁহারা মধ্যস্বত্বের বা যোতের কোন স্বার্থ ক্রয় করিয়া ১২ ধারার (৩) প্রকরণ মতে বা ২৬ঙ ধারামতে বা ২৬চ ধারামতে (স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) তাঁহাদের ক্রয়ের নোটিশ দিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রে কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইয়া ১৫ ধারা-মতে তাঁহাদের উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির নোটিশ দিয়াছেন, এরূপ সরিক-প্রজাগণ ;

(।০) ভূম্যধিকারীর হস্তবুদে (Rent Roll) যাঁহাদের নাম লিখিত আছে, মধ্যস্বত্বের বা যোতের এরূপ অন্যান্য সরিক-প্রজাগণ।

টীকা। এই ধারা নূতন। যোতের বা মধ্যস্বত্বের খাজনার পক্ষে কোন সরিক-প্রজা অন্যান্য সরিক-প্রজাগণের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন কিনা সে সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ ছিল, এবং এই সম্বন্ধে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া কোন নজীরেই লিখিত ছিল না। এই ধারার (২) প্রকরণে স্পষ্টতঃ প্রতিনিধির কথা লেখা হইয়াছে, ও (৩) প্রকরণে কাহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন তাহা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে।

মধ্যস্বত্বে বা যোতে সরিক-প্রজার বিরুদ্ধে খাজনার মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালী।

১৪৬খ ধারা। (১) তামাদি আইনে যাহাই বিধান থাকুক না কেন, কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বাকীখাজনা আদায়ের মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি এই বলিয়া দাবী করেন যে, তাঁহাকে সরিক-প্রজা বলিয়া প্রতিবাদী-শ্রেণীভুক্ত করা উচিত ছিল, তাহা হইলে তিনি মোকদ্দমায় শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, প্রতিবাদী-শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, এবং আদালত তাঁহার দাবী বিবেচনা করিয়া যদি দেখেন যে তাঁহাকে ঐরূপ পক্ষভুক্ত করা উচিত ছিল, তবে তাঁহাকে প্রতিবাদী-পক্ষভুক্ত করিবেন ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে যে কোন সময়ে যদি উক্ত ব্যক্তি দাবীকৃত সমস্ত টাকা মায় আদালতের নির্দ্ধারিত খরচা আদালতে জমা দেন, তবে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা হইবে এবং এরূপস্থলে ১৭১ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই ধারায় (১) প্রকরণমতে যে সরিক-প্রজাকে প্রতিবাদী-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ১৪৬ক ধারার (২) এবং (৩) প্রকরণের বিধানগুলি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

টীকা। এই ধারা নূতন। ১৪৬ক ধারার ফলে এই ধারাটী যোগ করা হইয়াছে। যদি কোন সরিক-প্রজাকে পক্ষভুক্ত না করা হয়, তবে ১৪৬ক ধারা-মতে তাঁহার যোত বিক্রয় হইয়া যাইতে কোন বাধা নাই ; সুতরাং যাহাতে তিনি আদালতে দরখাস্ত করিয়া পক্ষভুক্ত হইতে পারেন, এই বিধান করা

উচিত, এবং সেই বিধান এই ধারায় করা হইয়াছে। বিশেষ বিধি অনুসারে তিনি দাবীরও সমস্ত টাকা দিয়া ১১১ ধারার সুবিধাগুলি ভোগ করিবেন।

১৪৭ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কোন রাইয়তের বিরুদ্ধে তাঁহার যোতের কোন খাজনা আদায় করিবার জন্য একবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৩ অর্ডারের ১ রুলের বিধান মানিয়া, পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ হইতে তিন মাস অতীত না হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ যোতের কোন খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

পর পর খাজনার মোকদ্দমা।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যেস্থলে কোন সরিক-ভূম্যধিকারী খাজনার জন্য কোন পরবর্ত্তী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, এবং তাহা ১৪৮ক ধারার (৪) প্রকরণের বিধানমতে পূর্ব্ববর্ত্তী খাজনার মোকদ্দমার সহিত একত্রিত করা হয়, সেস্থলে এই ধারার কার্য্যপক্ষে, যে মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত করা হইয়াছিল ও যাহার সহিত ইহা একত্রিত করা হইয়াছে সেই পূর্ব্ব মোকদ্দমার রুজুকরার তারিখই এই পরবর্ত্তী মোকদ্দমার রুজুকরার তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা। এই ধারার বিশেষ বিধি নূতন সংযোজিত হইয়াছে। ১৪৮ক ধারা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই বিশেষবিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে।

১৪৭ক ধারা। (১) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৩ অর্ডারের ৩ রুলে যে বিধান আছে তাহা সত্ত্বেও, যেস্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমা সম্মতিক্রমে বা রফাবন্দোবস্তক্রমে সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিকভাবে মিটাইয়া ফেলা হয়, সেস্থলে আদালত যদি বিবেচনা করেন (এবং এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমার আপোষ।

লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) যে, ঐরূপ সম্মতির বা রফাবন্দোবস্তের সর্ত্তসমূহ এইরূপ যে, তাহা কোন চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত হইলে এই আইনানুসারে প্রবল করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে তিনি সেই সম্মতি বা রফাবন্দোবস্ত লিপিবদ্ধ হইবার আদেশ দিবেন না, এবং সেই সম্মতি বা বন্দোবস্ত অনুসারে কোন ডিক্রী দিবেন না ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যে স্থলে ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, সেস্থলে যদি উভয় পক্ষ কোন বৃদ্ধিতে সম্মত হন এবং আদালত যদি সন্তুষ্ট হন (এইরূপ সন্তুষ্ট হইবার কারণও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) যে, ঐ বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত, এবং এই আইনে খাজনাবৃদ্ধি বিষয়ে আদালতের কার্য্য-পরিচালনের জন্য যে সমস্ত নিয়ম করা হইয়াছে উহা সেই নিয়মসঙ্গত, তাহা হইলে আদালত সেই বৃদ্ধি সম্বন্ধে ডিক্রী দিতে পারেন।

(২) কোন সম্মতি বা রফাবন্দোবস্তের সর্ত্তগুলি যদি এরূপ হয় যে, তাহাতে কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের অযথা বা অন্যায় হানি হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ সম্মতি বা রফা-বন্দোবস্তের পক্ষগণ যাহা বলিতেছেন তাহা যে সত্য তদ্বিষয়ে আদালত সন্তুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সম্মতি বা রফা-বন্দোবস্তানুসারে ডিক্রী দিবেন না।

উদাহরণ।—**ক** একজন ভূস্বামী ; তিনি রফা করিলেন যে, **খ** নামক তাঁহার প্রজা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবেন ; ইহাতে **খ**-এর প্রজাগণের স্বত্বের হানি হইবে। ৫ ধারার অর্থনির্দ্দেশ-মতে **খ** মধ্যস্বত্বাধিকারী কি রাইয়ত, সে বিষয়ে আদালত এই প্রকরণানুসারে অনুসন্ধান করিবেন। সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আদালত যদি দেখেন যে **খ** রাইয়ত, তাহা হইলে আদালত উক্ত রফামতে

ডিক্রী দিতে পারেন। কিন্তু আদালত যদি দেখেন যে খ মধ্যস্বত্বাধিকারী, তাহা হইলে ঐরূপ ডিক্রী দিবেন না।

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণ পূর্ব্ববঙ্গীয় আইন হইতে লওয়া হইয়াছে। শুধু "সেই সম্মতি বা রফাবন্দোবস্ত লিপিবদ্ধ হইবার আদেশ দিবেন না," এই কথাগুলি নূতন; পুরাতন ধারার (৪) প্রকরণকে এক্ষণে (২) প্রকরণ করা হইয়াছে এবং পুরাতন ধারার (২) (৩) ও (৫) প্রকরণ রহিত করা হইয়াছে।

স্বত্বের লিখনের লেখার প্রতি দেওয়ানী আদালত দৃষ্টি রাখিবেন :

১৪৭খ ধারা। যে সকল স্থানে ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তথায়, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে সমস্ত মোকদ্দমায়, বিবাদীয় বিষয় সম্বন্ধে ঐ স্বত্বের লিখনের যে সকল লেখা দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহা সাক্ষ্যদ্বারা ভুল বলিয়া প্রমাণিত না হইলে, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; এবং কোন দেওয়ানী আদালত যখন ঐ সকল লেখার বিপরীতে কোন ডিক্রী দেন, তখন ঐরূপ ডিক্রী দিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

খাজনার মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী।

১৪৮ ধারা। খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি খাটিবে :—

(ক) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬৮ হইতে ৭২ ধারা, ১১ অর্ডারের ১ হইতে ১৩ রুল, ২১ অর্ডারের ৮৩ রুল, ৪৮ অর্ডারের ২ রুল, এবং উক্ত আইনের তৃতীয় তফসীল ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) উক্ত মোকদ্দমার আরজীতে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৭ অর্ডারের ১, ২, ৪, ৫ ও ৬ রুলে ও ৯ রুলের (২) সব-রুলে উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্তের অতিরিক্ত, প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান, নাম,

পরিমাণ ও সীমানা লিখিতে হইবে, কিংবা যেস্থলে বাদী পরিমাণ ও সীমানা দিতে না পারেন, সেস্থলে উক্ত ভূমি সনাক্ত করিবার জন্য উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে ; এবং উক্ত ভূমি সম্বন্ধে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত ও চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহাও আরজিতে লিখিতে হইবে।

(গ) যে স্থানের নিমিত্ত স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই স্থানের অন্তর্গত ভূমির খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, ঐ স্বত্বের লিখনে প্রজাস্বত্বের যে যে ক্রমিক সংখ্যা (serial numbers) দেওয়া থাকে তাহা, এবং ঐ লিখন অনুসারে ঐ ভূমির পরিমাণ ও খাজনা কত তাহার বর্ণনা, আরজীতে লিখিত থাকিবে ; কিন্তু যদি আদালত বিবেচনা করেন (এবং এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) যে, বাদী কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ উক্তরূপ বর্ণনা দিতে পারেন নাই, তাহা হইলে না দিলেও চলিবে ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যেস্থলে আদালত ঐরূপ বর্ণনাহীন আরজী গ্রহণ করেন, সেইস্থলে আদালত এইরূপ আদেশ করিবেন যে, কালেক্টর যেন কোন ফী না লইয়া উক্ত প্রজার দখলি ভূমি সংক্রান্ত স্বত্বের লিখনের যথার্থ বলিয়া প্রমাণীকৃত (verified) বা সার্টিফিকেটযুক্ত নকল বা উদ্ধৃতাংশ পাঠাইয়া দেন ; এবং অপর যে স্থলে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেস্থলে ইচ্ছা করিলে আদালত ঐরূপ আদেশ করিতে পারেন ;

এবং আরও বিশেষ বিধি এই যে, যেস্থলে আরজীতে উক্তরূপ বর্ণনা থাকিবে, সেস্থলে (খ) দফার উল্লিখিত প্রজার দখলী ভূমির অবস্থান, নাম, পরিমাণ ও সীমানা সম্বন্ধে (ঘ) দফার জন্য যতখানি প্রয়োজন তাহার অধিক লিখিবার কোন আবশ্যকতা হইবে না।

(ঘ) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর প্রজার দখলী ভূমির পরিমাণ বা সার্ভে প্লট বা খাজনার পরিবর্ত্তন হইলে আরজীতে ঐরূপ পরিবর্ত্তনের বিশদ বিবরণও লিখিতে হইবে।

(ঙ) আদালত ইস্যু ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলে সেইরূপ সমন বাহির করিবেন, নচেৎ সাধারণতঃ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যই সমন দেওয়া হইবে।

(চ) সমনজারী সম্বন্ধে যদি হাইকোর্ট বিধিক্রমে সাধারণতঃ বা কোন স্থানের নিমিত্ত বিশেষ করিয়া এতন্মর্ম্মে আদেশ করেন, তবে অন্যান্য প্রকারে জারী করিবার যে বিধান আছে তদতিরিক্ত বা তৎপরিবর্ত্তে ডাকঘরবিষয়ক আইনের তৃতীয় খণ্ডমতে রেজিষ্টারী ডাকে প্রতিবাদীর নামে সমন পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ;

ঐরূপে ডাকে সমন পাঠান হইলে, এবং উহা নিয়মিত রূপে রেজিষ্টারী করিয়া ডাকে দেওয়া হইয়াছে ইহা প্রমাণিত হইলে, উক্ত সমন যথাবিধি জারী হইয়াছে বলিয়া আদালত অনুমান করিতে পারিবেন।

(ছ) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে বা উক্ত আইনানুসারে প্রণীত কোন নিয়মাবলীতে অন্যপ্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, বাকীখাজনা আদায়ের মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর উপর বা কোন সাক্ষীর উপর সমন জারী করাইবার জন্য বাদীকে কোন নিশানদার দিতে হইবে না; এবং যে কর্ম্মচারী সমন জারী করিবেন তিনি, যে ব্যক্তির উপর বা যে গৃহে বা যে সম্পত্তিতে সমনজারী করিতে হইবে, তাহা সমুচিত অনুসন্ধান পূর্ব্বক সনাক্ত করিয়া সমনজারী করিবেন। জারীকারী কর্ম্মচারী অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে সমন জারী করিবেন, এবং সম্ভবপর হইলে, আসল সমনে তাঁহাদের দস্তখত করাইয়া লইবেন;

এবং যেস্থলে তিনি সমন জারী করিতে অসমর্থ হন, সেস্থলে তিনি সম্ভবপর হইলে সেই মর্ম্মে স্থানীয় দুইজন ব্যক্তির সহি করাইয়া লইবেন।

(জ) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩২ অর্ডারের ৪ (৩) রুলে অন্য প্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, বাকীখাজনার মোকদ্দমায় আদালত কোন নাবালক প্রতিবাদীর স্বাভাবিক অভিভাবকের উপর এই মর্ম্মে নোটিশজারী করিতে পারেন, যে, যদি তিনি নোটিশ জারী হইবার পর ১৪ দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই মোকদ্দমা পক্ষে তাঁহাকে নাবালকের অভিভাবক বলিয়া গণ্য করা হইবে। উক্ত স্বাভাবিক অভিভাবক যদি সেই নোটিশ অনুসারে হাজির হইয়া আপত্তি না করেন, তবে আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে, তিনি উক্ত মোকদ্দমার সকল কার্য্যপক্ষে নাবালক-প্রতিবাদীর যথাবিধি নিযুক্ত অভিভাবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ঝ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না; কিন্তু আদালত এইরূপ অনুমতি দিলে বা দিতে অস্বীকার করিলে, তাহার হেতুগুলি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ঞ) মোকদ্দমা আপীলযোগ্য হউক আর নাই হউক, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৮ অর্ডারের ১৩ রুলে সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধান আছে তাহা প্রযোজ্য হইবে।

(ট) (/০) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে অন্যপ্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, যেস্থলে দশম অধ্যায়মতে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিখিত খাজনার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, কিংবা যেস্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন রেজিষ্টারীকৃত পাট্টামতে খাজনা দেয় হয়, কিংবা যেস্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বার্ষিক দেয় খাজনার ডিক্রী হইয়াছে, সেস্থলে এই ধারা-

মতে কার্য্য করিতে বাদী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আদালত নির্দ্দিষ্ট ফরমে বিশেষ সমন বাহির করিতে পারেন।

(৵০) উক্ত (/০) দফা অনুসারে বিশেষ সমন বাহির হইলে, যদি প্রতিবাদী হাজির না হন ও মোকদ্দমায় জবাব না দেন, তবে বাকী খাজনাসম্বন্ধে আরজীর উক্তি স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং সমনে উল্লিখিত টাকার অনধিক টাকা এবং মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ হইতে টাকা দেওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদ এবং সুদসহ খরচার জন্য ডিক্রী পাইতে বাদী স্বত্ববান হইবেন ;

কিন্তু বিশেষবিধি এই যে, আদালত কোন মোকদ্দমায় উচিত বিবেচনা করিলে বাদীকে তাঁহার দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য আদেশ করিতে পারেন ;

এবং আরও বিশেষবিধি এই যে, সাক্ষ্যবিষয়কে আইনের ১৩ ধারায় অন্যপ্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, এই দফা অনুসারে কোন ডিক্রী হইলে, পরবর্ত্তী কোন মোকদ্দমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে প্রজাস্বত্বের অবস্থা, পরিমাণ ও অনুষঙ্গ বা বাকী খাজনারূপে দাবীকৃত খাজনা ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্বসম্বন্ধে আরজীতে লিখিত কোন বিবরণ প্রজার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে না।

(১/০) উক্ত (৵০) দফা অনুসারে কোন ডিক্রী হইলে, ডিক্রীর পর ৭ দিনের মধ্যে, যে প্রতিবাদী বা প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে তাঁহাদের নিকট ডিক্রীতে লিখিত বিবরণ-সম্বলিত নির্দ্দিষ্ট ফরমে রেজিষ্টারীকৃত পোষ্টকার্ড আদালত বাদীর খরচায় পাঠাইবেন।

(।০) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৯ অর্ডারের ১৩ রুলে ও এই আইনের ১৫৩ক ধারাতে অন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও, কোন বিবাদীর বিরুদ্ধে (৵০) দফামতে কোন একতরফা ডিক্রী হইলে, যে আদালত

ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালতে তিনি উক্ত ডিক্রী রহিত করিবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারেন; এবং উক্ত আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে সমন উপযুক্তরূপে জারীকরা হয় নাই, এবং যদি স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীরও সরলভাবে জবাব দিবার কথা আছে, তবে সেই বিবাদী ডিক্রীমূলে আদায়যোগ্য টাকার অর্দ্ধাংশ আমানত করিলে, আদালত সেই বিবাদীর বিরুদ্ধে, বা প্রয়োজন হইলে সকল বিবাদীর বা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে, ডিক্রী রহিত করিতে পারেন;

(ঠ) কোন পক্ষ কর্ত্তৃক আদালতে কোন হিসাবের বহি, হস্তবুদ (rent-roll), আদায়সম্বন্ধীয় কাগজপত্র, মাপসম্বন্ধীয় কাগজপত্র, মানচিত্র বা স্বত্বের লিখনের উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত করা হইলে, এবং আদালতে বিচারাধীন কোন মোকদ্দমায় ঐগুলি সাক্ষ্যস্বরূপ গৃহীত হইলে, ঐ সকল দলীল ও কাগজপত্রের নকল বা উদ্ধৃতাংশগুলি প্রকৃত নকল বা উদ্ধৃতাংশ বলিয়া ঐ আদালতের যথাবিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে বিনা-কোর্টফীতে সার্টিফিকেট পাওয়া যাইতে পারে; এবং ঐরূপ নকল বা উদ্ধৃতাংশ আদালতের অনুমতি লইয়া মূল দলীলের পরিবর্ত্তে নথীভুক্ত করিয়া রাখিয়া মূল দলীলখানি পক্ষকে ফিরাইয়া দিতে পারা যাইবে;

এবং তাহার পরে ঐরূপ সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত নকল বা উদ্ধৃতাংশ সেই আদালতে বা অন্য কোন আদালতে দায়ের করা অপর কোন মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারিবে; তবে আদালত উচিত বোধ করিলে মূল দলীলগুলি তলব করিতে পারেন;

(ড) বাকীখাজনার দরুণ উচ্ছেদের ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রীজারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন;

(ঢ) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১১ রুলের (৩) দফায় অন্যপ্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে (এরূপ কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) আদালত ডিক্রী-দারকে ডিক্রীজারীর জন্য ডিক্রীর নকল বা নূতন ওকালতনামা দাখিল করিতে আদেশ করিবেন না ;

(ণ) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১৬ রুলে অন্য কোন বিধান থাকা সত্ত্বেও, কোন ভূম্যধিকারী যদি বাকীখাজনার কোন ডিক্রী হস্তান্তরিত করেন, তাহা হইলে সেই ভূমিসম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর সমস্ত স্বত্ব তাঁহাতে না বর্ত্তিলে হস্তান্তরগ্রহীতা ঐ ডিক্রী জারী করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

টীকা। এই ধারার (গ) দফার দ্বিতীয় বিশেষ বিধি, এবং (ঘ), (চ), (জ), (ট) ও (ঢ) দফা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক দফাতেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

মোটামুটি পরিবর্ত্তনগুলি এই :—

বাকীখাজনার মোকদ্দমায় বিবাদী বা সাক্ষীর উপর সমনজারী করিবার সময়ে নিশানদারের প্রয়োজন হইবে না।

নাবালক বিবাদীর স্বাভাবিক অভিভাবকের উপর নোটিশ দেওয়া হইবে, এবং নোটিশে নির্দ্ধারিত সময়মধ্যে তিনি হাজির হইয়া কোন আপত্তি না দিলে, তিনি আইনানুসারে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা হইবে। এই বিধানটী নাবালকের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক হইবে না! পূর্ব্বে নাবালকের স্বার্থরক্ষার সমুদয় ভার আদালতই গ্রহণ করিতেন; নূতন আইনে আর আদালত সে ভার গ্রহণ করিলেন না, অভিভাবকের হস্তে (এবং অনেক স্থলে দুষ্ট শঠ জ্ঞাতির হস্তে) নাবালককে ছাড়িয়া দিলেন।

স্বত্বের লিখনমতে কিংবা কোন রেজিষ্টারীকৃত দলীলমূলে যে খাজনা দেয়, কিংবা পূর্ব্বে কোন মোকদ্দমায় যে বার্ষিক খাজনা দেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা

আদায়ের মোকদ্দমায় বাদী 'বিশেষ সমন' বাহির করিতে পারিবেন, এবং বিবাদী হাজির না হইলে মায় খরচা ডিক্রী পাইবেন। বিবাদী ঐ ডিক্রী রহিত করিতে চাহিলে ডিক্রীর টাকার অর্দ্ধাংশ জমা দিতে হইবে।

ডিক্রীজারীর দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল বা ওকালতনামা দাখিল করিতে হইবে না। মৌখিক আবেদন করিলেই চলিবে।

অন্যান্য সরিকগণকে পক্ষভুক্ত করিয়া কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের বিরুদ্ধে কোন সরিক-ভূম্যধিকারীকর্ত্তৃক স্বীয় অংশের খাজনার জন্য নালিশ করিবার ক্ষমতা।

১৪৮ক ধারা। কোন সরিক-ভূম্যধিকারী কোন মধ্যস্বত্বে বা যোতের স্বীয় অংশের প্রাপ্য খাজনা আদায়ের জন্য, অন্যান্য বাকী সরিকগণকে মোকদ্দমায় বিবাদী-পক্ষভুক্ত করিয়া, এবং সমগ্র মধ্যস্বত্বের বা যোতের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন।

(২) উক্ত আরজী গ্রাহ্য হইলে পর আদালত পূর্ব্বোক্ত বাকী সরিক-ভূম্যধিকারীগণকে মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ পর্য্যন্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতের বাবদ তাঁহাদের নিজ নিজ অংশের প্রাপ্য খাজনা আদায়ের জন্য উক্ত মোকদ্দমায় সহ-বাদীরূপে যুক্ত হইতে আহ্বান করিয়া নির্দ্দিষ্ট ফরমে সমন দিবেন।

(৩) সমনে লিখিত হাজিরের তারিখে, বা আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পরবর্ত্তী কোন তারিখে, বিবাদীরূপে সমনপ্রাপ্ত কোন সরিক-ভূম্যধিকারী সহ-বাদীরূপে যুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, এবং তিনি তাঁহার দাবীকৃত টাকার উপর কোর্টফী দিলে, মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহার পাওনা বলিয়া দাবীকৃত খাজনার জন্য তাঁহাকে সহ-বাদীরূপে পক্ষভুক্ত করা হইবে।

(৪) যদি আদালত অবগত হন যে, কোন সরিকভূম্যধিকারী, (২) প্রকরণমতে তাঁহার উপর সমন জারী হইবার পূর্ব্বেই সেই মধ্যস্বত্ব

বা যোতের দরুণ তাঁহার স্বীয় অংশের খাজনার জন্য পৃথক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, তবে ঐ পৃথক মোকদ্দমা (১) প্রকরণানুসারে দায়ের করা মোকদ্দমার সহিত একত্রিত করা হইবে এবং উক্ত সরিক-ভূম্যধিকারী সহ-বাদীরূপে গণ্য হইবেন; তিনি (১) প্রকরণমতে দায়ের করা মোকদ্দমার তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাপ্য খাজনা দাবী করিয়া আরজী সংশোধন করিবেন;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি আদালত উক্ত মোকদ্দমা একত্রিত করিতে ও বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন না হন, তবে এইরূপ ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

(৫) তৎপরে সরিক-ভূম্যধিকারী ব্যতীত মোকদ্দমার অন্যান্য সকল বিবাদীগণের উপর সমন জারী করা হইবে, এবং আদালত মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

(৬) এই ধারার উপরিলিখিত বিধান অনুসারে আনীত কোন মোকদ্দমায় দাবীকৃত খাজনার নিমিত্ত আদালত ডিক্রী দিলে, সেই ডিক্রীতে প্রত্যেক সরিক-ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ যতদূর সম্ভব পৃথকভাবে নির্দ্দেশ করা থাকিবে, এবং ঐ ডিক্রী প্রবল করিবার পক্ষে, তাহা কোন একমাত্র ভূম্যধিকারীলব্ধ, বা সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনার জন্য আনীত সমগ্র ভূম্যধিকারীবর্গ কর্ত্তৃক লব্ধ ডিক্রীর ন্যায় ফলদায়ক হইবে।

(৭) এই ধারানুসারে গঠিত কোন মোকদ্দমায় এক বা একাধিক সরিক-ভূম্যধিকারী ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিলাম দ্বারা সেই ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করিলে, আদালত মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অন্যান্য সরিকগণকে উক্ত ডিক্রী জারীর দরখাস্তের নোটিশ দিবেন।

(৮) (।/০) উক্ত (৬) প্রকরণে উল্লিখিত ডিক্রীর জারীক্রমে বিক্রয় লব্ধ অর্থ বিতরণকালে, আদালত দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৭৩ ধারায় লিখিত বিধানের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিবেন —

(ক) মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম করাইতে ডিক্রীদারগণের যাহা খরচা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগকে অগ্রে দেওয়া হইবে ;

(খ) তৎপরে, ডিক্রী অনুসারে প্রাপ্য টাকা ডিক্রীদারগণকে দেওয়া হইবে ;

(গ) উপরোক্ত টাকা সমূহ দেওয়া হইবার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে, ডিক্রীদারগণকে এবং অন্য কোন বিবাদী-ভূম্যধিকারীগণকে (যাঁহারা বাদীরূপে যুক্ত হন নাই, কিন্তু নিলাম দৃঢ় করিবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তন্মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছেন), মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ হইতে নিলাম দৃঢ় করিবার তারিখ পর্য্যন্ত যে খাজনা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোতে তাঁহাদের প্রত্যেকের অংশহিসাবে হারাহারিভাবে উক্ত উদ্বৃত্ত টাকা হইতে দেওয়া হইবে।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এইরূপ টাকা দিবার আদেশ করিবার পূর্ব্বে আদালত দেনদারকে কিংবা তাঁহার উকিল থাকিলে তাঁহাকে, নোটিশ দিবেন।

(ঘ) উক্ত (গ) দফায় উল্লিখিত খাজনা দেওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে দেনদারের দরখাস্তক্রমে, নিলাম দৃঢ় হইবার তারিখ হইতে দুই মাস অতীত হইবার পর, আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া হইবে।

(॥০) ডিক্রীদারের বা বিবাদী-পক্ষভুক্ত কোন সরিক-ভূম্যধিকারীর

(গ) দফামতে খাজনাবাবদ কোন টাকা পাইবার স্বত্বসম্বন্ধে দেনদার আপত্তি করিলে, আদালত সেই আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন, ও উক্ত নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় বলবান হইবে।

(৯) এই ধারার (১) প্রকরণের বিধানানুসারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে, সেই মোকদ্দমায় যাহাকে বিবাদী-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে এবং (২) প্রকরণানুসারে যাঁহার উপর যথাবিধি সমন জারী করা হইয়াছে এরূপ কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, সেই মোকদ্দমায় সহ-বাদীরূপে ব্যতীত অন্য কোনরূপে, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোতবাবদ মোকদ্দমার কালের নিমিত্ত বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন কালের জন্য কোন খাজনা আদায় করিতে স্বত্ববান হইবেন না ;

(১০) যদি (১) প্রকরণের বিধানানুসারে উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমা, নূতন মোকদ্দমা রুজু করিবার অনুমতি লইয়া উঠাইয়া লওয়া হয়, তবে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে, এই ধারার পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্যপ্রণালী, প্রতিকার, ও অক্ষমতা, সেই মোকদ্দমা ও তাহার পক্ষগণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে।

(১১) যদি (১) প্রকরণমতে আনীত কোন মোকদ্দমার ফলে মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম করা না হয়, তাহা হইলে (৩) প্রকরণমতে যিনি বাদীরূপে যুক্ত হইয়াছেন বা (৪) প্রকরণমতে যাঁহাকে সহ-বাদীরূপে গণ্য করা হইয়াছে এরূপ কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, এই ধারামতে আনীত মোকদ্দমার তারিখের পরবর্ত্তী কালের জন্য উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতবাবদ তাঁহার প্রাপ্য খাজনা মায় সুদ এবং ক্ষতিপূরণ, মোকদ্দমাক্রমে আদায় করিতে পারিবেন ; তাহাতে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের প্রথম অর্ডারের ২ রুলে কোন বাধা হইবে না।

(১২) যদি (৪) প্রকরণানুসারে সংশোধিত আরজীতে যে খাজনা দাবী করা হয় তাহা সেই প্রকরণে উল্লিখিত অপর মোকদ্দমার মূল আরজীতে দাবীকৃত খাজনা হইতে কম হয়, তবে খাজনার অবশিষ্ট অংশ (৮) প্রকরণের (গ) দফার বিধানমতে কিংবা (১১) প্রকরণের বিধানমতে আদায় করিতে পারা যাইবে।

টীকা। পুরাতন ১৪৮ক ধারা রহিত করিয়া তৎস্থানে এই ধারাটী সম্পূর্ণ নূতন ভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে। কোন সরিক-ভূম্যধিকারী স্বীয় খাজনার অংশ যাহাতে সহজে আদায় করিতে পারেন, তজ্জন্য এই ধারায় বিধান করা হইয়াছে।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দেয় বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

১৪৯ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী এই বলিয়া জবাব দেন যে তাঁহার নিকট হইতে খাজনার জন্য টাকা পাওনা আছে বটে, কিন্তু সেই টাকা বাদীর প্রাপ্য নহে, তাহা তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য, তবে যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদী উক্ত স্বীকৃত টাকা আদালতে দাখিল না করেন, সে পর্য্যন্ত উক্ত জবাব গ্রাহ্য করিতে আদালত অস্বীকার করিবেন।

(২) ঐরূপ টাকা দাখিল হইলে, আদালত অবিলম্বে ঐ টাকা দাখিলের নোটিশ ঐ তৃতীয়ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) নোটিশ প্রাপ্ত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে ঐ তৃতীয়ব্যক্তি বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া ঐ টাকা প্রদান সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা না পাইলে, বাদীর দরখাস্তমতে ঐ টাকা বাদীকে দেওয়া হইবে।

(৪) বাদীকে যে টাকা (৩) প্রকরণমতে দেওয়া হয়, তাহা আদায় করিয়া লইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথায় তাহাতে বিঘ্ন হইবে না।

১৫০ ধারা। যদি প্রতিবাদী এই বলিয়া স্বীকার করেন ও জবাব দেন যে, খাজনার বাবদ তাঁহার নিকট হইতে বাদীর টাকা পাওনা আছে বটে, কিন্তু বাদী পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাবী করিয়াছেন, তবে যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদী উক্ত স্বীকৃত টাকা আদালতে দাখিল না করেন, সে পর্য্যন্ত উক্ত জবাব গ্রাহ্য করিতে আদালত অস্বীকার করিবেন।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিতে হইবে।

১৫১ ধারা। যেস্থলে প্রতিবাদী ১৪৯ বা ১৫০ ধারামতে আদালতে টাকা দাখিল করিতে বাধ্য হন, সেস্থলে, যথেষ্ট কারণ থাকিলে, আদালত সমস্ত টাকার পরিবর্ত্তে ঐ টাকার যুক্তিসঙ্গত অংশ দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন, এবং প্রতিবাদী তাহা দাখিল করিলে, আদালত তাঁহার জবাব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

স্বীকৃত টাকার কিয়দংশ দিবার বিধান।

১৫২ ধারা। ১৪৯ বা ১৫০ ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দাখিল করিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসিদ দিবেন, এবং বাদী বা স্থলবিশেষে উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি রসিদ দিলে তাহাতে যে প্রকারে বা যে পরিমাণে উক্ত বাকীখাজনার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত, উক্ত আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত রসিদেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

আদালত রসিদ দিবেন।

১৫৩ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক আনীত খাজনার মোকদ্দমায় প্রথম আদালতে বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা প্রদত্ত হয় তাহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত স্থলে কোন আপীল চলিবে না :—

খাজনার মোকদ্দমায় আপীল।

(ক) যে স্থলে ঐ ডিক্রী বা আদেশ কোন জিলার জজ, অতিরিক্ত জজ বা সব-জজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়, এবং মোকদ্দমার দাবীকৃত টাকা একশত টাকার অধিক না হয় ; কিংবা

(খ) যেস্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাধিকারক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বিচারক কর্ত্তৃক ঐ ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হয়, এবং মোকদ্দমায় যে টাকার দাবী করা হইয়াছে তাহাও পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়।

কিন্তু উক্ত উভয় স্থলেই, যদি ঐ ডিক্রীতে বা আদেশে, পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত বা ভূমিগত স্বার্থসংক্রান্ত কোন প্রশ্নের, বা কোন প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্বসংক্রান্ত কোন প্রশ্নের, বা কোন প্রজার দেয় বার্ষিক খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের, মীমাংসা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপীল চলিবে।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, উক্ত বিচারক ঐরূপ কোন ডিক্রী বা আদেশ করিলে, যদি এইরূপ দেখা যায় যে, সেই বিচারক তাঁহার বিচারাধিপত্যের অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছেন, বা বিচারাধিপত্যের যে ক্ষমতা তাঁহার আছে তিনি সে ক্ষমতা প্রকৃষ্টরূপে পরিচালনা করেন নাই, বা বিচারাধিপত্যের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে গিয়া তিনি বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়ম-সহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা হইলে জিলার জজ সেই মোকদ্দমার নথি তলব করিতে পারিবেন, এবং জিলার জজ যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন সেইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা—কোন বাকী খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে যে নিলাম হয় তাহার প্রচার বা পরিচালনের কার্য্যপ্রণালী নিয়মানুযায়িক হইয়াছে

কিনা তদ্বিষয়ক কোন প্রশ্ন, পক্ষগণের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত বা ভূমিগত স্বার্থসংক্রান্ত প্রশ্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

একতরফা ডিক্রী রহিতকরণার্থ দরখাস্ত করিলে টাকা আমানত করণ।

১৫৩ক ধারা। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় প্রদত্ত কোন একতরফা ডিক্রী রহিত-করণার্থে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৯ অর্ডারের ১৩ রুলমত আদেশের নিমিত্ত দরখাস্তে, বা উক্ত আইনের ১১৪ ধারা এবং ৪৭ অর্ডারের ১ রুল মত পুনর্বিচারের (review) নিমিত্ত দরখাস্তে, ঐ ডিক্রী বা রায়ের দরুণ দরখাস্তকারীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার বিবরণ লিখিত থাকিবে ;

এবং—

(ক) যদি দরখাস্তকারী, ডিক্রীদারের নিকট দেয় বলিয়া কোন টাকা তিনি স্বীকার করিলে সেই টাকা, অথবা আদালত অন্য কোন হেতুতে যে টাকা দিবার আদেশ করেন সেই টাকা, দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবার সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে আদালতে আমানত না করেন ; অথবা

(খ) যদি সেই ক্ষতির বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর আদালত সন্তুষ্ট হন যে এরূপ আমানতের কোন প্রয়োজন নাই,

তাহা হইলে এইরূপ কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করা হইবে না।

খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী কোন্ তারিখ হইতে কার্য্যকর হইবে।

১৫৪ ধারা। কৃষি-বৎসরের প্রথম আটমাসে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইন-মতে খাজনাবৃদ্ধির ডিক্রী হইলে, সাধারণতঃ পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের আরম্ভ হইতে তাহা কার্য্যকর হইবে ; এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারিমাসে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে,

সাধারণতঃ আগামী কৃষি-বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের আরম্ভ হইতে সেই ডিক্রী কার্য্যকর হইবে। কিন্তু আদালত বিশেষ কারণবশতঃ উপরোক্ত তারিখের পরবর্ত্তী কোন তারিখ হইতে ডিক্রী কার্য্যকর হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহাতে কোন বাধা হইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) (ক) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন যে তজ্জন্য উহা কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়াছে, বা

বাজেয়াপ্তের বিরুদ্ধে প্রতিকার।

(খ) তিনি এরূপ কোন সর্ত্তভঙ্গ করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ করিলে ভূম্যধিকারীর সহিত তাঁহার যে চুক্তি আছে, সেই চুক্তির সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে,—

এই হেতু ধরিয়া প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে, যদি ভূম্যধিকারী সেই বিশেষ অপব্যবহার বা সর্ত্তভঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া প্রজার উপর নির্দ্দিষ্ট প্রকারে নোটিশ জারী করিয়া থাকেন, এবং যে স্থলে উক্ত অপব্যবহার বা সর্ত্তভঙ্গের প্রতিকার করা সম্ভব, সেস্থলে তাহা প্রতিকার করিতে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং যে কোন স্থলেই হউক না কেন, উক্ত অপব্যবহার বা সর্ত্তভঙ্গের দরুণ যুক্তিসম্মত ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবেই উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে, নচেৎ নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া হইবে, তাহাতে উক্ত অপব্যবহার বা সর্ত্তভঙ্গের জন্য বাদীকে যুক্তিসঙ্গতরূপে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে পরিমাণ টাকা দিতে হইবে তাহা প্রকাশ করা থাকিবে, এবং আদালতের মতে উক্ত অপব্যবহারের

বা সর্ত্তভঙ্গের প্রতিকার সম্ভব কিনা তাহাও লিখিত থাকিবে, এবং কোন্ সময়ের মধ্যে বিবাদী বাদীকে উক্ত পরিমাণ টাকা দিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দেশ করা থাকিবে, এবং উক্ত অপব্যবহার বা সর্ত্তভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য হইলে, কোন্ সময়ের মধ্যে বিবাদী তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন তাহাও নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) যদি বিবাদী এই ধারামতে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে ডিক্রীর লিখিত ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, এবং অপব্যবহার বা সর্ত্তভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের সন্তোষজনকরূপে সেই অপব্যবহারের বা সর্ত্তভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা হইবে না।

যে রাইয়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য বা বপনার্থ প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্ব।

১৫৬ ধারা। কোন রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা হইলে, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধিগুলি খাটিবে :—

(ক) উক্ত রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে শস্য বপন বা রোপন করিয়া থাকিলে, তিনি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে, উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করার জন্য ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে স্বত্ববান হইবেন, অথবা যে আদালত উচ্ছেদের ডিক্রী করিতেছেন সেই আদালতের অনুমানমত ঐ শস্যের মূল্য ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

(খ) যদি সেই রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত উচ্ছেদের তারিখের

পূর্ব্বে স্বীয় যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের অনুমানমতে, উক্ত ভূমি সেইরূপে প্রস্তুত করিতে প্রজার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও সেই মূল্যের যুক্তিসঙ্গত সুদ, তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রাইয়তের বা কোর্ফা রাইয়তের উচ্ছেদের নিমিত্ত মোকদ্দমা আরম্ভ করিলে পর, উক্ত রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিংবা তজ্জন্য কোন টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যতকাল তিনি তাহা দখলে রাখিতে পান, ততকাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখল করিবার নিমিত্ত, ডিক্রীজারীকারী আদালত যে খাজনা যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন, উক্ত রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত ভূম্যধিকারীকে সেই খাজনা দিবেন।

টীকা। এই ধারার সকল স্থানে "রাইয়ত" কথার পর "কোর্ফা রাইয়ত" কথা যোগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কোর্ফা রাইয়তও রাইয়তের ন্যায় এই ধারার সুবিধাগুলি ভোগ করিবেন।

১৫৭ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, তিনি যদি উচিত বোধ করেন, তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকার দাবী করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদী তাঁহার দখলীকৃত ভূমিনিমিত্ত আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত উপযুক্ত

উচ্ছেদের বিকল্পে ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিতে আদালতের ক্ষমতা।

ও ন্যায্য খাজনা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা হউক ; এবং আদালত তদনুসারে সেইরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত দরখাস্ত।

১৫৮ ধারা। (১) কোন ভূমির দখলের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে যে আদালতের বিচারাধিকার আছে, সেই আদালত, ১১১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, সেই ভূমির ভূম্যধিকারীর বা প্রজার দরখাস্তমতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) ভূমির অবস্থান, পরিমাণ এবং সীমানা ;

(খ) (তাহাতে কোন প্রজা থাকিলে) সেই প্রজার নাম ও বর্ণনা ;

(গ) তিনি যে শ্রেণীর বা শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত, অর্থাৎ—তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী, কি মোকররী রাইয়ত, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, কি দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বা দখলীস্বত্বশূন্য কোর্ফা রাইয়ত, এবং তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, তিনি কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী কি না ও তাঁহার মধ্যস্বত্ব থাকা কালে তাঁহার খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না ; এবং

(ঘ) যে সময়ে দরখাস্ত করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজনা দেয় হয়।

(২) যদি আদালত বিবেচনা করেন যে উপরিলিখিত কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে পারে না, তবে আদালত এই আদেশ করিতে পারেন যে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৬ অর্ডারের ৯ রুলমতে প্রণীত বিধিক্রমে যে রাজস্বকর্ম্মচারীকে তদর্থে ক্ষমতা দেন, তিনি উক্ত আইনের ২৬ অর্ডার মতে এবং ৭৮ ধারামতে স্থানীয় তদন্ত করিবেন।

(৩) এই ধারামতে কোন দরখাস্তের উপর যে আদেশ করা হয়, তাহা ডিক্রীর ন্যায় কার্য্যকর হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।

টীকা। এই ধারার (গ) দফায় 'রাইয়ত' কথার পর "বা দখলিস্বত্ববিশিষ্ট বা দখলিস্বত্বশূন্য কোর্ফা রাইয়ত" এই কথাগুলি যোগ করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ-ক অধ্যায়।

বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক আইনানুযায়িক খাজনা আদায়ের সরাসরি কার্য্যপ্রণালী।

কোন কোন স্থলে সার্টিফিকেট-প্রণালীমতে বাকী খাজনা আদায়।

১৫৮ক ধারা। (১) যে স্থানের জন্য স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যেখানে ঐ লিখন রক্ষিত হয়, এমন স্থানে যাঁহার ভূমি অবস্থিত এরূপ (গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন) কোন ভূম্যধিকারী—

সেই স্থানস্থ তাঁহার ভূমিসকলের জন্য যে বাকী খাজনা প্রাপ্য হইয়াছে বা প্রাপ্য হইতে পারে বলিয়া তিনি ব্যক্ত করেন, তাহা আদায় সম্বন্ধে বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক আইনের (Public Demands Recovery Act, 1913) নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী প্রয়োগ হইবার জন্য, তাঁহার ভূমি যে জিলায় অবস্থিত সেই জিলার কালেক্টরের মারফত স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে সর্ত্তে ও নিয়মে ঐরূপ দরখাস্ত গ্রাহ্য করা হইবে তাহা

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, এবং দরখাস্তকারী কর্ত্তৃক ঐ সর্ত্ত ও নিয়মগুলি পালিত হইলে ঐরূপ দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে ঐ সর্ত্ত ও নিয়মগুলি পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন ; এবং ঐ সর্ত্ত ও নিয়মগুলি পালিত হইতেছে না, এরূপ দেখিলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৩) এইরূপ দরখাস্ত গ্রাহ্য করা হইলে পর—

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই ধারার কার্য্যপক্ষে, রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনমতে সার্টিফিকেট-কর্ম্মচারীর কার্য্য করিবার জন্য যাঁহাকে নিযুক্ত করেন, সেই রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট—

ভূম্যধিকারী প্রজার নিকট হইতে তাঁহার যে বাকী খাজনা প্রাপ্য আছে বলিয়া ব্যক্ত করেন, তাহা আদায়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফরমে একখানি লিখিত অনুরোধপত্র দাখিল করিতে পারিবেন।

(৪) ঐরূপ প্রত্যেক অনুরোধপত্রে উক্ত ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে স্বাক্ষরিত ও সত্যপাঠযুক্ত হইবে ; এবং অনুরোধপত্রে যে টাকা প্রাপ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে কোর্টফী আইনমতে আরজীতে যতটাকা রসুম দিতে হইত, ঐ অনুরোধ-পত্রেও তত টাকা ফী দিতে হইবে।

(৫) ঐরূপ কোন অনুরোধপত্র পাইলে, উক্ত রাজস্বকর্ম্মচারী যদি সন্তুষ্ট হন যে ঐ খাজনা বাকী রহিয়াছে, তাহা হইলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে সকল বিধি প্রণয়ন করেন সেই সকল বিধি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ফরমে এইমর্ম্মে একখানি সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিতে পারিবেন যে ঐ বাকী প্রাপ্ত হইয়াছে ; তিনি (৪) প্রকরণানুসারে প্রদত্ত ফী

সার্টিফিকেটের অন্তর্ভুক্ত করাইবেন, এবং ঐ সার্টিফিকেট আপন আফিসের নথিভুক্ত করাইবেন।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে—

(ক) উক্ত (৩) প্রকরণানুসারে কৃত অনুরোধপত্রে যে সময়ের বাকী খাজনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সময়ে প্রজাকর্ত্তৃক দেয় খাজনার পরিমাণ পরিবর্ত্তনের জন্য অথবা তিনি কিরূপ প্রজা তাহা নির্ণয় করার জন্য, যে জমিসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, সেই জমির বাকী খাজনা আদায়ের জন্য কোন সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করা হইবে না; এবং

(খ) কোন সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিবার পরে যদি দেখা যায় যে, সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে ঐরূপ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ সার্টিফিকেট রহিত করা হইবে।

(৬) যে ব্যক্তির অনুকূলে (৫) প্রকরণানুসারে কোন সার্টিফিকেট সহি করা হয়, সেই ব্যক্তি সার্টিফিকেটে লিখিত টাকার জন্য সার্টিফিকেটধারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ সার্টিফিকেটে সহি করা হয়, তিনি ঐ টাকার নিমিত্ত সার্টিফিকেট-দেনদার বলিয়া বিবেচিত হইবেন; এবং সার্টিফিকেট-কর্ম্মচারী ঐ টাকা আদায়ের নিমিত্ত যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করেন তাহা প্রথমোক্ত ব্যক্তির অনুরোধে এবং তাঁহার খরচে ও দায়িত্বে হইবে, অন্যথা হইবে না।

(৭) উক্ত (৫) প্রকরণানুসারে নথিভুক্ত সার্টিফিকেটসমূহের জারী সম্বন্ধে ও জারীকরণসংক্রান্ত সকল কার্য্যানুষ্ঠানসম্বন্ধে, বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক আইন, নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সহ প্রযোজ্য হইবে।

(৮) এই ধারা অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠান চলিতে থাকা কালে,

কোন ভূম্যধিকারী যে বাকী খাজনার জন্য (৩) প্রকরণানুসারে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই বাকী খাজনা আদায়ের নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন না ;

এবং বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনের ৩৪ ধারার বিধানের অধীনে, এই ধারার (৫) প্রকরণানুসারে যে প্রজার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট সহি করা হইয়াছে, সেই প্রজা, উক্ত সাহ করার পর, যে সময়ের বাকী খাজনার নিমিত্ত সার্টিফিকেট সহি করা হইয়াছে সেই সময়ের দেয় খাজনা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত, কিংবা তিনি কিরূপ প্রজা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত, দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিতে বা দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

(৯) এই ধারায় "ভূম্যধিকারী" শব্দে সমগ্র ভূম্যধিকারীবৃন্দকেও বুঝাইবে, এবং যিনি বা যাঁহারা নিজের বা নিজেদের খাজনার অংশ পৃথকভাবে আদায় করেন এমন এক বা একাধিক সরিক-ভূম্যধিকারীকেও বুঝাইবে ; এবং যেস্থলে কোন রাজস্বকর্ম্মচারী ঐরূপ এক বা একাধিক সরিক-ভূম্যধিকারীর অনুরোধে কোন সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করেন, সেস্থলে তিনি সেই সঙ্গে বাকী সরিক-ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেকের নামে ঐ সার্টিফিকেটের একখানি নকল বাহির করিবেন।

টীকা। এই ধারার (২) প্রকরণটী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট দরখাস্তটী পাওয়ামাত্র তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু এখন তাহা পারিবেন না। এখন গভর্ণমেণ্ট দরখাস্ত পাইলে কতকগুলি সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, এবং ভূম্যধিকারী সেই সর্ত্তগুলি পালন করিতে না পারিলে তবে দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইতে পারিবে। পূর্ব্বে কোন দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য কোন কারণ দেখাইতে বাধ্য ছিলেন না, কিন্তু এখন সেই কথাগুলি উঠাইয়া দেওয়ায় মনে হয় যে গভর্ণমেণ্ট কারণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইবেন যথেচ্ছ ভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন না।

১৫৮ককক ধারা। গোচারণ স্বত্ব, বনকর স্বত্ব, জলকর স্বত্ব এবং তদ্রূপ অন্যান্য স্বত্ব সম্পর্কীয় প্রাপ্য আদায় সম্বন্ধেও, ১৫৮ক ধারার (১), (২) ও (৩) প্রকরণের লিখিত নিয়মাধীনে, এই অধ্যায়ের বাকীখাজনা আদায়সম্বন্ধীয় বিধানগুলি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

অন্য কোন্ কোন্ স্থলে সার্টিফিকেট প্রণালীমতে খাজনা আদায় হইবে।

টীকা। এই ধারা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯৩ ধারামতে গোচারণ স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাপ্য আদায়ের জন্য পূর্ব্বে সার্টিফিকেট প্রণালী প্রযোজ্য হইত না; সংশোধিত আইনে তাহা প্রযোজ্য করা হইয়াছে।

১৫৮কককক ধারা। বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায়-বিষয়ক আইনানুসারে বাকী খাজনার জন্য সার্টিফিকেট-জারীক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইলে, যদি উক্ত সার্টিফিকেট কোন এক-মাত্র ভূম্যধিকারীর বা সমগ্র ভূম্যধিকারীবৃন্দের অনুরোধক্রমে বা অনুকূলে স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে, তবে ২২ ধারার বিধানের অধীনে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত উক্ত ক্রেতাতে বর্ত্তিবে, এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিধানগুলি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

সার্টিফিকেট-জারীতে মধ্যস্বত্ব বা যোতের হস্তান্তর।

টীকা। এই ধারা নূতন। ১৫৮খ ধারা রহিত করিয়া তাহার কতক অংশ লইয়া এই নূতন ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে নিলাম।

১৫৮খ ধারা। [রহিত হইয়াছে, এবং ইহার কতকাংশ ১৫৮ককক ধারা হইয়াছে]

দায় রহিতকরণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতা।

১৫৯ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত বাকী খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হইয়া গেলে, "সংরক্ষিত স্বার্থ" (protected interests) বলিয়া এই অধ্যায়ে যে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা মানিয়া ক্রেতা ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু "দায়" (incumbrances)) বলিয়া এই অধ্যায়ে যে স্বার্থগুলি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা তিনি রহিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে :—

(ক) এই অধ্যায়ের অর্ন্তমতে কোন রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়, পরে যে যে স্থল উল্লেখ করা হইয়াছে সেইস্থল বিনা, ঐরূপে রহিত করা যাইবে না ;

(খ) কেবলমাত্র এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ঐরূপ দায় রহিত করিতে পারা যাইবে

(২) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে যাহা বিধান আছে তাহা সত্ত্বেও, কোন বাকী খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলামে বিক্রীত হইলে ও সেই নিলাম দৃঢ় করা (confirmed) হইলে, নিলাম দৃঢ়করণের তারিখ হইতে উক্ত বিক্রয় কার্য্যকর হইবে।

টীকা। এই ধারার (২) প্রকরণটী নূতন। পূর্ব্বে ১৬১ ধারায় "নিলামের

তারিখ" এইরূপ ছিল, ও সেই নিলামের তারিখ বলিতে কোন্ তারিখ বুঝাইবে তৎ সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। কোন কোন নজীরে স্থির হইযাছিল যে, নিলামের তারিখ অর্থে নিলাম দৃঢ়করণের তারিখ বুঝাইবে, আবার অপর কতকগুলি নজীরে স্থির হইয়াছিল যে, যে তারিখে প্রকৃতপক্ষে নিলাম করা হইয়াছিল সেই তারিখ বুঝাইবে। এই শেষোক্ত নজীর এখন রহিত হইল। এক্ষণে ১৬৭ ধারাতেও "নিলামের তারিখ" কথা পরিবর্ত্তিত করিয়া "নিলাম দৃঢ়করণের তারিখ" এইরূপ লেখা হইয়াছে।

১৬০ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমতে সংরক্ষিত স্বার্থ (protected interests) বলিয়া গণ্য হইবে :—

সংরক্ষিত স্বার্থ।

(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে বর্ত্তমান আছে, এরূপ কোন অধীন মধ্যস্বত্ব (undertenure) ;

(খ) যে অধীন মধ্যস্বত্ব কোন চলিত অস্থায়ী বন্দোবস্তের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত খাজনাদায়ী মধ্যস্বত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান আছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব ;

(ঘ) দখলীস্বত্ব ;

(ঙ) কোন আদালত ৬ অধ্যায়মতে বা কোন বাজস্বকর্ম্মচারী ১০ অধ্যায়মতে যে খাজনা ধার্য্য করেন, সেই খাজনা দিয়া দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তের ৫ বৎসর কাল ভোগ করিবার স্বত্ব ;

(চ) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনায় ভূমি ভোগ করিবার যে স্বত্ব দেওয়া হয়, সেই স্বত্ব ;

(চচ) মোকররী বা মোকররী হারে খাজনা দিয়া মোকররী রাইয়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ; এবং

(ছ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হয়, সেই ভূম্যধিকারী বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী যে স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিতে প্রজাকে স্পষ্টবাক্যে লিখিত অনুমতি দিয়াছেন, সেই স্বত্ব বা স্বার্থ।

টীকা। এই ধারার (চচ) দফা নূতন। পূর্ব্বে এইরূপ নজীর ছিল যে মোকররী হারের রাইয়ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বা স্থিতিবান রাইয়ত না হইলে এই ধারামতে তাঁহার স্বার্থ সংরক্ষিত স্বার্থ হইত না। এক্ষণে ঐ নজীর রহিত হইল, এবং যে কোন মোকররী রাইয়তের স্বার্থ সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬১ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে—

"দায" ও "রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায" শব্দের অর্থ।

(ক) কোন প্রজাস্বত্বসম্পর্কে "দায়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা স্বীয় মধ্যস্বত্ব বা যোতের উপর কিংবা তাহাতে স্বীয় স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দায় (lien), অধীন প্রজাস্বত্ব (sub-tenancy), স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব (easement) বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা ১৬০ ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে ;

(খ) বাকীখাজনার ডিক্রীজারীক্রমে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে "রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই কথা ব্যবহৃত হইলে, যে দলীল রেজিষ্টারী করা হইয়াছে, এবং যাহার নকল বাকীখাজনা পাওনা হইবার অন্ততঃ তিনমাস পূর্ব্বে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা হইয়াছে, সেই দলীলক্রমে যে দায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে ;

(গ) "বাকী" এবং "বাকী খাজনা" বলিতে ৬৭ ধারানুসারে যে সুদের ডিক্রী দেওয়া হয় সেই সুদও বুঝাইবে, অথবা ৬৮ ধারার (১) প্রকরণানুসারে সুদের পরিবর্ত্তে যে ক্ষতিপূরণের আদেশ করা হয় সেই ক্ষতিপূরণও বুঝাইবে।

১৬২ ধারা

মধ্যস্বত্বের বা যোতের নিলামের জন্য দরখাস্ত।

কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের বাকীখাজনার জন্য ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১১ (২) রুলমতে ডিক্রীজারীক্রমে উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের ক্রোক ও নিলামের জন্য দরখাস্ত করিলে, তিনি উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমি যে পরগণায়, মহালে ও গ্রামে অবস্থিত ও উহার নিমিত্ত যে বার্ষিক খাজনা দিতে হয় ও ঐ ডিক্রীমূলে মোট যত টাকা আদায় করিতে হইবে, তাহা লিখিয়া এক বিবরণপত্র দাখিল করিবেন।

১৬৩ ধারা

ক্রোকের আদেশ ও নিলামের ঘোষণাপত্র একত্র বাহির হইবে।

(১) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ডিক্রীদার ১৬২ ধারায় উল্লিখিত দরখাস্ত করিলে, আদালত যদি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১৭ রুল অনুসারে ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য করেন ও প্রার্থিতমতে ডিক্রীজারী করিবার আদেশ করেন, তবে নির্দ্দিষ্ট ফরমে ক্রোকের ও নিলামী ইস্তাহার-প্রচারের জন্য এক সংযোজিত আদেশ (combined order) করিবেন।

(২) ঐ ইস্তাহারে, উক্ত আইনের ২১ অর্ডারের ৬৬ রুলে উল্লিখিত বিবরণগুলি লিখিত থাকিবে, এবং তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত কথাগুলিও বিজ্ঞাপিত হইবে—

(ক) মধ্যস্বত্ব বা মোকররী হারে ভোগকারী রাইয়তের যোত হইলে, যে টাকার ডাক হইবে, তাহাতে যদি ডিক্রী ও খরচার টাকা সংকুলান হয় তবে রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়ের অধীনে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত প্রথমে নিলামে চড়ান হইবে, ও সেই দায়ের অধীনেই বিক্রীত হইবে; অন্যথায়, ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে (ঐ দিনের যথাবিধি নোটিশ দিয়া) সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম করা হইবে; এবং

(খ) মোকররী হারে ভোগকৃত নহে এরূপ দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট যোতস্থলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(৩) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৬৭ রুলের (১) ও (২) সব-রুলে যাহা বিধান আছে তাহা সত্ত্বেও, উক্ত ইস্তাহার নিম্নলিখিত প্রকারে প্রকাশিত হইবে—

(ক) যে মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম করাইবার আদেশ হইয়াছে, সেই মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির উপর বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ঢাক পিটাইয়া ও সেই ভূমির উপর কোন সুপ্রকাশ স্থানে সেই ইস্তাহারের একটী নকল লটকাইয়া দিতে হইবে;

(খ) যে আদালত ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন সেই আদালত-গৃহের কোন সুপ্রকাশ স্থানে তাহার একটী নকল লটকাইয়া দিতে হইবে;

(গ) উক্ত ইস্তাহার বাহির করিবার সময়ে, দেনদারের নিকট ক্রোকের আদেশের ও ইস্তাহারের একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নির্দ্দিষ্ট ফরমে রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে;

(ঘ) অন্য কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইলে, সেই প্রকারে ইস্তাহার প্রকাশিত হইবে।

(৪) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৬৮ রুলে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, দেনদারের লিখিত সম্মতি বিনা, যে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইবার আদেশ করা হইয়াছে তদন্তর্গত ভূমির উপর উক্ত ইস্তাহারের নকল লটকাইয়া দিবার তারিখ হইতে অন্যূন ৩০ দিন গত না হইলে, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম হইবে না।

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণে ভাষার কিছু পরিবর্ত্তন করা হইযাছে, এবং (৩) প্রকরণ নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। (২) প্রকরণের (খ) দফায় "মোকররী হারে ভোগকৃত নহে একপ" এই কথাগুলি নূতন বসান হইয়াছে। পূর্ব্বের (১) প্রকরণ মতে আদালত একই সময়ে ক্রোকের আদেশ ও নিলামের ইস্তাহার বাহির করিতে পারিতেন; সংশোধিত আইনে একই ফরমে উক্ত উভয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করিবার বিধান করা হইয়াছে। (৩) প্রকরণে দেনদারের নিকট ক্রোকের আদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইবার বিধানটী ভালই হইয়াছে। ইহাতে দেনদারের সম্পত্তি গোপনে নিলাম হইতে পারিবে না।

১৬৪ ধারা। (১) ১৬৩ ধারামতে কোন মধ্যস্বত্ব বা মোকররী হারে ভোগকৃত যোত নিলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে, উহা রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়ের অধীনে নিলামে চড়ান হইবে, এবং যত টাকার ডাক হয় তাহাতে যদি নিলামের খরচা-সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা সংকুলান হয়, তবে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত ঐরূপ দায়সম্বলিত অবস্থায় বিক্রয় করা হইবে।

রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়ের অধীনে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় ও তাহার ফল।

(২) এই ধারামত নিলামখরিদদার উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন অন্য যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৬৭ ধারার লিখিত প্রকারে রহিত করিতে পারিবেন, অন্য প্রকারে নহে।

সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতা সহিত মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় ও তাহার ফল।

১৬৫ ধারা। (১) ১৬৪ ধারামতে কোন মধ্যস্বত্ব বা মোকররী হারে ভোগকৃত যোত নিলামে চড়ান হইলে, যত টাকার ডাক হয় তাহাতে যদি পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা সংকুলান না হয়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতা-সহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করাইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিলামকারী কর্ম্মচারী নিলাম স্থগিত রাখিয়া, ১৬৩ ধারার (৩) প্রকরণে বিহিত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে নূতন ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া বিজ্ঞাপিত করিবেন যে, নিলাম স্থগিত হইবার তারিখ হইতে ১৫ দিনের কম না হয় ও ৩০ দিনের অধিক না হয় এরূপ একদিনে (যাহা ঘোষণাপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে) সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা হইবে ; এবং সেই দিনে সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলামে বিক্রয় করা হইবে।

(২) এই ধারামতে নিলাম হইলে, নিলামখরিদদার উক্ত মধ্য-স্বত্বের বা যোতের উপর যে সকল দায় থাকে, তাহা ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে রহিত করিতে পারিবেন, অন্য প্রকারে নহে।

সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় ও তাহার ফল।

১৬৬ ধারা। (১) মোকররী হারে ভোগকৃত নহে এরূপ কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের নিলামের জন্য ১৬৩ ধারামতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে, উহা নিলামে চড়ান হইবে ও সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহিত বিক্রয় করা হইবে।

(২) এই ধারামত নিলামখরিদদার ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় রহিত করিতে পারিবেন, অন্য প্রকারে নহে।

টীকা। "মোকররী হারে ভোগকৃত নহে" এই কথাগুলি নূতন যোগ করা হইয়াছে।

১৬৭ ধারা। (১) কোন খরিদদার ১৬৪, ১৬৫ বা ১৬৬ ধারামতে অথবা বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইন-মতে কোন দায় রহিত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় রহিত করিতে চাহিলে, বিক্রয় দৃঢ়করণের তারিখ, অথবা যে তারিখে তিনি প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পাইয়াছেন, এই দুই তারিখের মধ্যে যে তারিখ শেষে হয় সেই তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে, সম্পত্তি নিলামের জন্য যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন অথবা যে রাজস্বকর্ম্মচারী আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট লিখিত দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, ঐ দায় রহিত করা হইয়াছে এই মর্ম্মের নোটিশ দায়ধারীর উপর জারী করা হউক।

পূর্ব্বের ধারাগুলির মতে দায় রহিত করিবার কার্য্যপ্রণালী।

(২) এতদর্থে রেভিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিশ জারী করিবার জন্য প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে সেই ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারার বিহিতমতে কোন নোটিশ জারী করিবার জন্য দরখাস্ত করা হইলে, উক্ত আদালত বা রাজস্বকর্ম্মচারী তদনুসারে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে ঐ নোটিশ জারী হয়, সেই তারিখ হইতে উক্ত দায় রহিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৪) কোন প্রাপ্য টাকা বাকীর নিমিত্ত কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত ডিক্রীজারীক্রমে বা রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক আইনানুসারে সার্টিফিকেটজারীক্রমে, বিক্রয় করা হইলে, এবং ঐ মধ্যস্বত্বে বা যোতে ১৬০ ধারার (গ) দফার উল্লিখিত প্রকারের কোন সংরক্ষিত স্বার্থ থাকিলে, খরিদদার যদি এই অধ্যায়মতে বা উক্ত আইনমতে সমুদয়

দায় রহিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তবে তিনি ঐ সংরক্ষিত স্বার্থের বিষয়ীভূত ভূমির খাজনাবৃদ্ধি করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। যে খাজনায় ভূমি ভোগ করা হইতেছে তাহা যে সময়ে পাট্টা দেওয়া হইয়াছিল সেই সময়পক্ষে উপযুক্ত খাজনা ছিল না ইহা প্রমাণ হইলে, আদালত যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ করেন সেই পরিমাণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

কোন উত্তম কৃষিযোগ্য ভূমির যে খাজনা হয়, সেই খাজনার সমান কোন অবধারিত খাজনা দিয়া যে ভূমি বার বৎসরের অধিক কাল ভোগ হইয়া আসিতেছে সেই ভূমি সম্বন্ধে এই প্রকরণ খাটিবে না।

টীকা। এই ধারায় "কালেক্টর" স্থলে "আদালত বা রাজস্ব কর্ম্মচারী" লিখিত হইয়াছে; এবং (১) প্রকরণে "নিলামের তারিখ" স্থলে "নিলাম দৃঢ় করণের তারিখ" করা হইয়াছে। ১৫৯ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য।

দখলিস্বত্ববিশিষ্ট যোত ১৫৯-১৬৭ ধারাগুলির মতে মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা।

১৬৮ ধারা। (১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন স্থানের অন্তর্গত দখলি-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলিস্বত্ববিশিষ্ট যোত বাকী খাজনার ডিক্রীজারী ক্রমে নিলামে চড়ান হইলে, সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহিত নিলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত অবস্থায় নিলামে চড়ান হইবে; এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থানসম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলিস্বত্ববিশিষ্ট যোত, কিংবা স্থলবিশেষে, উক্ত শ্রেণীর দখলিস্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের ১৫৯ হইতে ১৬৭

ধারাগুলির মতে নিলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে মধ্যস্বত্বের ন্যায় গণ্য হইবে।

১৬৯ ধারা। (১) ১৪৮ক ধারার (১) প্রকরণমতে আনীত মোকদ্দমার ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম ভিন্ন এই অধ্যায়মতে অন্যান্য নিলামের বিক্রয়লব্ধ টাকার বিলি করিবার সময়ে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৭৩ ধারায় যে বিধান আছে তাহার পরিবর্ত্তে, নিম্নলিখিত বিধিগুলি পালন করিতে হইবে, যথা—

বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়া কি কি করিতে হইবে তাহার বিধি।

(ক) ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচা হইয়াছে তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই টাকা দেওয়া হইবে ;

(খ) তাহার পর, যে ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইয়াছে, সেই ডিক্রীবাবদ ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া হইবে ;

(গ) এই সব টাকা শোধ হইয়াও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে এই ধারানুসারে দরখাস্ত করিবার খরচা, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ হইতে নিলাম দৃঢ়ীকৃত হইবার তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে কোন খাজনা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকিলে, ঐ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খরচা ও খাজনা দেওয়া হইবে।

(ঘ) উক্ত (গ) প্রকরণের লিখিত খাজনা দিবার পরও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে, আদালত যদি হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া অন্যরূপ আদেশ না দেন, তবে সেই টাকা নিলাম দৃঢ় করিবার তারিখ হইতে দুইমাস অতীত হইলে, দেনদারের দরখাস্তমতে তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

(২) উক্ত (গ) প্রকরণমত খাজনা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে দেনদার আপত্তি উত্থাপন করিলে, আদালত

ঐ আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় কার্য্যকর হইবে।

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণে "১৪৮ক ধারার……ভিন্ন" কথাগুলি যোগ করা হইয়াছে, কারণ ১৪৮ক ধারার (১) প্রকরণমতে আনীত মোকদ্দমার ডিক্রীজারী-ক্রমে নিলাম লব্ধ অর্থ কিরূপে বিলি করা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত ধারার (৮) প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর ১৬৯ ধারা খাটিবে না। এই ধারার (১) প্রকরণে (ঘ) দফার নিম্নে যে বিশেষ বিধি ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (গ) দফায় "এই ধারানুসারে দরখাস্ত করিবার খরচা" কথাগুলি নূতন। পূর্ব্বে এক নজীরে ধার্য্য হইয়াছিল যে, বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে দরখাস্ত করিবার খরচা দেওয়া যাইতে পারে না, এই নজীর এখন রহিত হইল। (ঘ) দফায় "আদালত যদি হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া অন্যরূপ আদেশ না দেন" এই কথাগুলিও নূতন।

১৭০ ধারা

খরচাসমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, কিংবা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে, মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোকমুক্ত

(১) বাকীখাজনার ডিক্রীজারীক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক করা হইলে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৫৮ হইতে ৬৩ রুলগুলি খাটিবে না।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের নিলাম হইবার আদেশ হইলে, যদি নিলামখরিদদারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নিলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে জমা দেওয়া না হয়, কিংবা ডিক্রীর টাকা আদালতের বাহিরে শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া ডিক্রীদার উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত মুক্তকরণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক হইতে মুক্ত করা হইবে না।

(৩) দেনদার, কিংবা নিলাম দ্বারা যাঁহার স্বার্থের হানি হয়

এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামতে আদালতে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

(৪) ডিক্রীদার-ভূম্যধিকারী এই ধারামতে বা ১৭৪ ধারামতে আমানত করা টাকা উঠাইয়া লইলে, তাহা দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, তিনি ঐ ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রীত মধ্যস্বত্ব বা যোত হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

টীকা। এই ধারার (৪) প্রকরণটী পূর্ব্ববঙ্গীয় আইন হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে (৩) প্রকরণে "ঐ মধ্যস্বত্বে বা যোতে এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা নিলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে" এই কথাগুলি ছিল; তৎপরিবর্ত্তে "নিলাম দ্বারা যাঁহার স্বার্থের হানি হয়" এই কথাগুলি বসান হইয়াছে।

নিলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া হইলে তাহা কোন কোন স্থলে উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের বন্ধকী ঋণ হইবে।

১৭১ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে, কিংবা রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক আইনানুসারে বাকীখাজনার নিমিত্ত সার্টিফিকেটজারীক্রমে, যে মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেই মধ্যস্বত্বের বা যোতের নিলামে যাঁহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ ব্যক্তি ঐ নিলাম নিবারণকরণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে—

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন তাহা শতকরা বাৎসরিক ১২৲ টাকা হারে সুদসহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত তাঁহার নিকট বন্ধকগ্রস্ত রহিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) বাকী খাজনার দায় ছাড়া, উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা তাঁহার বন্ধক অগ্রগণ্য হইবে।

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ সুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি প্রজার বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের দখল লইতে ও তাহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহাতে বিঘ্ন হইবে না।

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণে "যাঁহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ ব্যক্তি" এই কথা গুলি নূতন; পুরাতন ধারায় এই কথা ছিল—"ঐ মধ্যস্বত্বে বা যোতে যাঁহার এরূপ স্বার্থ থাকে, যাহা নিলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে।" ১৭০ ধারাতেও এইরূপ পরিবর্ত্তন হইযাছে।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে, খাজনা হইতে তাহা কাটিয়া লইতে পারিবেন।

১৭২ ধারা। (ক) বাকী খাজনার জন্য এই অধ্যায় অনুসারে ডিক্রীজারীক্রমে, কিংবা

(খ) বাকী খাজনার নিমিত্ত বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনানুসারে সার্টিফিকেটজারীক্রমে,

কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের নিলামের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে, অথবা ১৭৪ ধারামতে এইরূপ কোন নিলাম রদ হইলে—

যদি কোন অধস্তন প্রজা উক্ত নিলাম নিবারণ অথবা রদ করিবার জন্য আদালতে টাকা দেন, তাহা হইলে সেই প্রজা, আইনানুসারে তাঁহার অন্য কোন প্রতিকার থাকিলে তদতিরিক্ত, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় কোন খাজনা হইতে এইরূপে প্রদত্ত সমুদয় টাকা অথবা তাহার কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং সেই ভূম্যধিকারী যদি নিজে বাকীদার না হন, তবে তিনিও উক্ত প্রকারে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজনা হইতে সেই টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পৌছায় তাবৎ এইরূপ চলিবে।

টীকা। এই ধারার প্রথমাংশের ভাষাটী পরিবর্ত্তিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে আইনের পরিবর্ত্তন সামান্যই হইয়াছে ; "অথবা ১৭৪ ধারামতে এইরূপ কোন নিলাম রদ হইলে," এই কথাগুলি নূতন বসান হইয়াছে ; এবং পূর্ব্বেকার ধারা হইতে "যাঁহার স্বার্থ নিলাম জন্য অসিদ্ধ হইতে পারে", এই কথাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ কাহারও স্বার্থ অসিদ্ধ হইবে কিনা এ বিষয়ে সহসা সরাসরিমতে মীমাংসা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

নিলামে ডিক্রীদার ডাকিতে পারিবেন, দেনদার পারিবেন না।

১৭৩ ধারা। (১) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৭২ রুলে প্রকারান্তরের বিধান থাকা সত্ত্বেও, যে ডিক্রীজারীক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত এই অধ্যায়মতে নিলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি না লইয়াও উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলামে ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম হয়, দেনদার তাহা ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(৩) দেনদার স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা (বেনামীতে) ঐরূপ মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলামে ক্রয় করিলে, আদালত যদি উচিত মনে করেন তবে ডিক্রীদারের বা ঐ নিলামে স্বার্থযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির দরখাস্ত মতে, ঐ নিলাম রদ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন ; এবং ঐ দরখাস্ত ও আদেশের খরচ, ও পুনর্ব্বার নিলাম হইলে সেই সময়ে যত টাকা মূল্য কম হয় তত টাকা, এবং পুন-র্নিলামের সমস্ত খরচা, দেনদারের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

নিলাম রদের দরখাস্ত।

১৭৪ ধারা। (১) বাকী খাজনার জন্য কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম হইয়া গেলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৮৯ ও ৯০ রুল খাটিবে না ; কিন্তু

এরূপ স্থলে দেনদার বা নিলাম দ্বারা যাঁহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ কোন ব্যক্তি, উক্ত নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত টাকা জমা দিয়া উক্ত আদালতে নিলাম রদ করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন :—

(ক) উক্ত জমা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত ডিক্রীমূলে প্রাপ্য সমুদয় টাকা মায় খরচা—ডিক্রীদারকে দিবার জন্য ;

(খ) বিক্রয়ের টাকার শতকরা ৫৲ হিসাবে দণ্ডস্বরূপ টাকা, (কিন্তু এক টাকার কম নহে)—নিলাম খরিদদারকে দিবার জন্য।

(২) যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় মধ্যস্বত্বের বা যোতের নিলাম রদ করিবার জন্য (৩) প্রকরণানুসারে দরখাস্ত করেন, তবে তিনি সেই দরখাস্ত প্রত্যাহার না করিলে, (১) প্রকরণানুসারে কোন দরখাস্ত করিতে বা চালাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(৩) কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত বাকী খাজনার জন্য নিলামে বিক্রয় হইয়া গেলে, ডিক্রীদার, দেনদার, বা নিলামদ্বারা যাঁহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ কোন ব্যক্তি, নিলামী ইস্তাহার প্রকাশে বা নিলামের কার্য্য-পরিচালনায় গুরুতর অনিয়ম বা প্রবঞ্চনা হইয়াছে এই হেতুতে নিলাম রদ করিবার জন্য নিলামের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন ;

কিন্তু নিম্নলিখিত বিশেষ বিধি এই যে :—

(ক) ঐরূপ অনিয়ম বা প্রবঞ্চনার জন্য দরখাস্তকারী প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া ঐরূপ আদালত সন্তুষ্ট না হইলে ঐ হেতুতে কোন নিলাম রদ করা হইবে না ; এবং

(খ) দেনদার বা নিলামদ্বারা যাঁহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ কোন ব্যক্তি এই প্রকরণমতে কোন দরখাস্ত করিলে, তিনি যদি ডিক্রীজারী-

ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদালতে জমা না দেন, কিংবা এইরূপ টাকা জমা দিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আদালতকে সন্তুষ্ট না করেন, তবে তাঁহার দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না। আদালত ঐরূপ সন্তুষ্ট হইলে সন্তোষের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এই অধ্যায়মতে কোন নিলামে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৯১ রুল খাটিবে না।

(৫) কোন নিলাম রদ করিবার বা রদ করিতে অস্বীকার করিবার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে :

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যেস্থলে দেনদারের অথবা নিলামদ্বারা যাঁহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ কোন ব্যক্তির দরখাস্তমতে আদালত নিলাম রদ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং ডিক্রীজারীক্রমে যে টাকা প্রাপ্য থাকে তাহা আদালতে জমা দেওয়া হয় নাই, সেস্থলে আপীলকারী ঐ টাকা আদালতে জমা না দিলে উক্ত আপীল গ্রাহ্য হইবে না।

টীকা। এই ধারাটী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। "নিলাম দ্বারা যাঁহার স্বার্থের হানি হয়" এই কথাগুলি পূর্ব্ব ধারায় ছিল না, এক্ষণে ঐরূপ ব্যক্তিকেও এই ধারানুসারে দরখাস্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। (৩) প্রকরণ অনুসারে যাহাতে মিথ্যা ও হয়রানী দরখাস্ত না হয় তজ্জন্য টাকা জমা দিবার নিয়ম করা হইয়াছে। (৫) প্রকরণে আপীল চলিবার বিধান করা হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না।

১৭৪ক ধারা। (১) যদি ১৭৪ ধারানুসারে কোন দরখাস্ত করা না হয়, কিংবা ঐরূপ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আদালত উক্ত নিলাম দৃঢ়করণের আদেশ দিবেন এবং তখন উক্ত নিলাম চূড়ান্ত (absolute) হইবে।

নিলাম কোন্ সময়ে চূড়ান্ত হইবে কিংবা রহিত হইবে, এবং কোন্ স্থলে বিক্রয়ের টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(২) যেস্থলে ঐরূপ দরখাস্ত করা হয় এবং

মঞ্জুর হয়, এবং যেস্থলে ১৭৪ ধারার (১) প্রকরণমতে আবশ্যক টাকা নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে জমা দেওয়া হয়, সেস্থলে আদালত নিলাম রদ করিবার আদেশ দিবেন ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, তৎসম্পর্কিত সকল পক্ষগণের উপর উক্ত দরখাস্তের নোটিশ না দিয়া ঐরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

(৩) এই ধারামতে কোন নিলাম রহিত হইলে, যে ব্যক্তিকে উক্ত বিক্রয়ের টাকা দেওয়া হইয়াছে তাঁহার নিকট হইতে, সুদসহ অথবা সুদব্যতিরেকে (আদালত যেরূপ আদেশ করিবেন), সেই টাকা ফেরত পাইবার আদেশ পাইতে খরিদদার স্বত্ববান হইবেন।

(৪) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারানুসারে কোন আদেশ করা হইবে, তিনি সেই আদেশ রদ করিবার জন্য কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

টীকা। এই ধারাটী নূতন হইয়াছে। ১৭৪ ধারা নূতন করিয়া গঠিত হওয়ায় এই ধারার প্রয়োজন হইয়াছে।

দায়সৃষ্টিকারী কোন কোন দলিল রেজিষ্টারীকরণ।

১৭৫ ধারা। রেজিষ্টারী আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকা সত্ত্বেও, যে দলিল দ্বারা কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর দায় সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ কোন দলিল এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজেষ্টারী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টারী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময় হইতে এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট রেজিষ্টারীকরণার্থ উপস্থিত করা হয়, তবে তাহা ঐ আইনমতে রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

১৭৬ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের প্রজাকর্ত্তৃক সম্পাদিত যে দলিলদ্বারা ঐ মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর কোন দায় সৃষ্ট হয়, কোন কর্ম্মচারী সেই দলিল এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে রেজিষ্টারী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিংবা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে, এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন তাহা তিনি দিলে, উক্ত কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত দলিলের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিশ দিবেন।

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিশ দেওযা হইবে।

১৭৭ ধারা। যে ব্যক্তি আইনমতে অন্য কোন প্রকারে কোন দায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, এই অধ্যায়ের কোন কথামতে তাঁহাকে সেই দায় সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইল এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

দায সৃষ্ট করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার।

১৭৮ ধারা। (১) এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে বা পরে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে, তাহার কোন কথাক্রমে—

চুক্তিক্রমে এই আইন অন্যথাকরণে বাধা।

(ক) ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার পক্ষে চিরকালের নিমিত্ত কোন বাধা হইবে না ; কিংবা

(খ) উক্ত চুক্তির তারিখে কোন দখলীস্বত্ব বর্ত্তমান থাকিলে তাহা রহিত হইবে না ; কিংবা

(গ) এই আইনের বিধান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে কোন ভূম্যধিকারী কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না ; কিংবা

(ঘ) এই আইনের বিধানমতে প্রজার উৎকর্ষ সাধন করিবার বা তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না বা সীমাবদ্ধ হইবে না ; কিংবা

(ঙ) যে প্রজার খাজনা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ফসল না হইয়া উৎপন্ন ফসলের কোন অংশ হয়, তাঁহার নিকট হইতে কোন ভূম্যধিকারী, কোন বৎসরের খাজনাবাবদ সেই বৎসরে যোতের মোট উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেকের অধিক ফসল আদায় করিতে স্বত্ববান হইবেন না ; কিংবা

(চ) স্বীয় ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে কোন কোর্ফা রাইয়তের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত যে সকল স্বত্ব আছে তাহা রহিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না ; কিংবা

(ছ) ২৬খ হইতে ২৬ঞ পর্য্যন্ত ধারাগুলির বিধান অনুসারে কোন দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের স্বীয় যোত বা উহার কোন অংশ হস্তান্তর করিবার স্বত্ব রহিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না ; কিংবা

(জ) ২৩ক ধারার বিধানানুসারে কোন দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়তের স্বীয় যোতস্থিত বৃক্ষে যে সকল স্বত্ব আছে তাহা রহিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না ; কিংবা

(ঝ) বাকীখাজনার উপর দেয় সুদ সম্বন্ধে ৬৭ ধারামতে যে সকল বিধান আছে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

(২) ১৮৮০ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের পর ও এই আইন

পাশ হইবার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইয়া থাকিলে, উহার কোন কথা দ্বারা কোন রাইয়তের এই আইনানুসারে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে কোন বাধা হইবে না।

(৩) এই আইন পাশ হইবার পর ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে, উহার কোন কথাক্রমে—

(ক) এই আইনানুসারে ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইতে কোন রাইয়তের কোন বাধা হইবে না;

(খ) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের ২৩ ধারার বিধানমতে ভূমি ব্যবহার করিবার স্বত্ব রহিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না;

(গ) ৮৬ ধারার বিধানমতে কোন রাইয়তের স্বীয় জোত ইস্তফা দিবার স্বত্ব রহিত হইবে না;

(ঘ) এই আইনের বিধান মানিয়া ও তদনুসারে কোন দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের কোর্ফা-বিলি করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না;

(ঙ) ৩৮ বা ৫২ ধারামতে কোন রাইয়তের খাজনা কমাইবার দরখাস্ত করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে :—

(/০) অকর্ষিত পতিত ভূমি হাসিল করিবার জন্য সরল অভি-প্রায়ে পাট্টা দেওয়া হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ পাট্টার সর্ত্ত বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না; কিন্তু যেস্থলে ঐ পাট্টার মিয়াদ শেষে বা শেষ হইবার পর পাট্টাদার পঞ্চম অধ্যায়মতে পাট্টার ভূমিতে দখলীস্বত্ব পাইতে অধিকারী হন, সেস্থলে ঐ পাট্টার কোন কথাক্রমে তাঁহার ঐ স্বত্বলাভ করিতে কোন বাধা হইবে না।

(৵০) ভূম্যধিকারী আপন চাকর বা ভাড়া-করা মজুরদ্বারা পতিত ভূমি হাসিল করিয়া ঐ ভূমি বা উহার কিয়দংশ কোন রাইয়তের

নিকট পত্তন করিলে, যে তারিখে ঐ ভূমি বা উহার কিয়দংশ প্রথম পত্তন করা হয়, সেই তারিখ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ঐ ভূমিতে বা তাহার কোন অংশে উক্ত রাইয়তের দখলীস্বত্ব হইবে না, এই মর্ম্মে যদি কোন চুক্তির সর্ত্ত থাকে, তবে এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সর্ত্তের ব্যাঘাত হইবে না।

(৶০) কোন বাগানের বা ফলের বাগানের জমীতে অস্থায়ীভাবে কৃষিসম্বন্ধীয় ফসলের আবাদ করিবার চুক্তি হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ চুক্তির সর্ত্তের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

ব্যাখ্যা। (৶০) বিশেষ বিধিতে ব্যবহৃত 'বাগানের জমি' অর্থে, কোন ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর দখলী যে বাগান জমি প্রকৃতপক্ষে ঐ ভূস্বামীর বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিজ ব্যবহারের জন্য ফুল বা শাকশব্জীর বা উভয়েরই আবাদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, (লাভ বা বিক্রয়ের নিমিত্ত নহে), এইরূপ বাগান জমি বুঝাইবে।

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণে (ঙ) হইতে (ঝ) দফা গুলি নূতন যোগ করা হইয়াছে। (ঙ) দফার বিধান মতে বর্গাদারের নিকট হইতে অর্দ্ধেকের অধিক ফসল আদায় করা যাইবে না। (ঝ) দফা মতে এই আইন আমলে আসিবার পর হইতে কোন ভূম্যধিকারী কোন পুরাতন চুক্তির সর্ত্তক্রমেও কোন প্রজার নিকট হইতে ১২॥• টাকার অধিক হারে সুদ আদায় করিতে পারিবেন না। নূতন আইনে প্রজাগণকে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, কোন চুক্তিক্রমে সেগুলি যাহাতে রহিত বা সীমাবদ্ধ না হইতে পারে, তজ্জন্য এই দফাগুলি সংযোজিত হইয়াছে। পুরাতন ধারার (৩) প্রকরণে (ঘ) ও (চ) দফায় হস্তান্তর ও উইল সম্বন্ধে ও ফসলে দেয় খাজনা টাকায় পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে যে সকল কথা ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কায়েমী মোকররী পাট্টা।

১৭৯ ধারা। যেস্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, সেই স্থানে কোন ভূস্বামী অথবা কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী, তাঁহার প্রজা যে সর্ত্তে স্বীকৃত হন, সেই সর্ত্তে উক্ত প্রজাকে কোন কায়েমী মোকররী পাট্টা দিতে পারিবেন, তাহাতে এই ধারার কোন কথায় কোন বাধা হইবে না।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, উক্ত ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী, ৬৭ ধারায় বিহিত হার অপেক্ষা অধিক হারে সুদ আদায় করিতে, কিংবা যাহা আবওয়াব বা ৭৪ ধারার বা ৭৭ ধারার (৩) প্রকরণের বিধানানুসারে যাহা আদায় করা আইনবিরুদ্ধ, তাহা আদায় করিতে স্বত্ববান হইবেন না।

টীকা। এই ধারার বিশেষ বিধি নূতন। পূর্ব্বেকার ১৭৯ ধারামতে নজীর ছিল যে, এই ধারা ৬৭ ধারার অধীন নহে, সুতরাং কোন কায়েমী মোকররী পাট্টায় শতকরা ১২॥• টাকার অধিক হারে সুদ দিবার কথা থাকিলে তাহাই আইনতঃ প্রজা দিতে বাধ্য ছিল। সেইরূপ ১৭৯ ধারা ৭৪ ধারার অধীন নহে বলিয়া আবওয়াব দিবার সর্ত্তও বেআইনী ছিল না। এই নজীরগুলি এখন রহিত হইল।

১৮০ ধারা। (১) এই আইনে অন্য প্রকারের বিধান থাকা স্বত্বেও, কোন রাইয়ত—

উঠবন্দী, চর ও দিয়াড়া জমি।

(ক) দেশের যে অংশে উঠবন্দী প্রথা প্রচলিত আছে, তথায়, যে জমি সাধারণতঃ ঐ প্রথা অনুসারে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয় ও সেই সময়ে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভোগ করিলে, কিংবা

(খ) যে প্রকারের জমি চর বা দিয়াড়া নামে খ্যাত তাহা ভোগ করিলে,

উক্ত রাইয়ত সেই উঠবন্দী বা চর বা দিয়াড়া জমী ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসরকাল দখল না করিলে তাহাতে দখলিস্বত্ব লাভ করিবেন না; এবং যতদিন না তিনি ঐ জমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করেন, ততদিন তিনি ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে উক্ত যোতের জন্য যে খাজনা দিবার চুক্তি হয়, সেই খাজনা দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন।

(২) উঠবন্দী প্রথা অনুসারে যে রাইয়তেরা ভূমি ভোগ করেন, তাঁহাদের ভোগকৃত উক্ত ভূমিসম্বন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায় খাটিবে না।

(৩) ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে কিংবা দেওয়ানী আদালতের প্রশ্নার্পণক্রমে (Reference) কালেক্টর সাহেব প্রচার করিতে পারিবেন যে, কোন জমি এই ধারার অর্থমতে আর চর বা দিয়াড়া জমি বলিয়া গণ্য হইবে না; এবং তাহা হইলে এই আইনের সমস্ত বিধান উক্ত জমিসম্বন্ধে খাটিবে।

১৮০ক ধারা। (১) ১৮০ ধারায় অন্য প্রকারের বিধান থাকা সত্ত্বেও, যে রাইয়ত কোন গ্রামের স্থিতিবান রাইয়ত হন, বা যিনি উঠবন্দী প্রথা অনুসারে ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে ১৮০ ধারার বিধান না থাকিলে স্থিতিবান রাইয়ত হইতেন, তিনি উঠবন্দী প্রথা অনুসারে কোন জমি (যাহা অতঃপর উঠবন্দী জমি বলিয়া উল্লেখ করা হইবে) দখল করিলে বা করিতে থাকিলে, উক্ত ভূম্যধিকারী বা রাইয়ত, ঐ জমির জন্য অপরিবর্ত্তনশীল (uniform) বার্ষিক নগদ খাজনা নির্দ্ধারিত হইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

উঠবন্দী জমি সম্বন্ধে নগদ বার্ষিক খাজনা ধার্য্যকরণ।

(২) দরখাস্তকারীর বিবেচনামতে উক্ত দরখাস্তে নিম্নলিখিত জমীগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) সেই গ্রামে সেই ভূম্যধিকারীর অধীনে সেই রাইয়ত

স্বীয় দখলীকৃত যে সকল উঠবন্দী জমিতে, ১৮০ ধারার বিধান মতেই হউক বা অন্য কোন প্রকারেই হউক, দখলীস্বত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই সকল জমি ; কিংবা

(খ) সেই গ্রামে সেই ভূম্যধিকারীর অধীনে উক্ত রাইয়তের দখলীকৃত যে সমস্ত জমি উক্ত রাইয়ত বা তাহার মৃত পূর্ব্বাধিকারী বিগত ছয় বৎসর কালের মধ্যে যে কোন সময়ে উঠবন্দী জমিরূপে চাষ করিয়াছেন, সেই সকল জমী—যদি তিনি বা উক্ত মৃত ব্যক্তি উক্ত জমিতে শেষ চাষ করিয়া থাকেন এবং সেই জমিতে দখলীস্বত্ব লাভ না করেন বা না করিয়া থাকেন ; কিংবা

(গ) ঐ উভয়বিধ জমী।

(৩) উক্ত (২) প্রকরণের বিধানের অধীনে, কোন ভূম্যধিকারী, তাঁহার অধীনস্থ এক বা একাধিক রাইয়ত উঠবন্দী জমিরূপে যে সকল জমি ভোগ করেন সেই সমুদয় সম্বন্ধে একখানি দরখাস্ত করিতে পারিবেন ; এবং সেই গ্রামে একই ভূম্যধিকারীর অধীনে দুই বা ততোধিক রাইয়ত উঠবন্দী জমিরূপে যে সকল জমি দখল করেন তৎ-সম্বন্ধে তাঁহারা সম্মিলিতভাবে একটী দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(৪) কালেক্টরের নিকট বা সবডিভিসনাল অফিসারের নিকট বা যে রাজস্বকর্ম্মচারীকে সেটেলমেণ্ট-অফিসার বা আসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট-অফিসার আখ্যায় স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট দশম অধ্যায়মতে জরিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুতকরণার্থ নিযুক্ত করেন, সেই রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট, বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট, ঐ দরখাস্ত করিতে পারা যাইবে।

(৫) যে কর্ম্মচারী ঐ দরখাস্ত গ্রহণ করেন তিনি উক্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ; কিংবা কালেক্টর বা সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসার (৪)

প্রকরণমতে দরখাস্তগ্রহণে সক্ষম অপর কোন কর্ম্মচারীর নিকট তাহা নিষ্পত্তির জন্য পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

(৬) যে কর্ম্মচারী উক্ত দরখাস্ত গ্রহণ করেন বা যে কর্ম্মচারীর নিকট সেই বিষয় পাঠান হয়, তিনি অপর পক্ষের উপর নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে নোটিশ দেওয়াইবেন, এবং সেই বিষয় নিষ্পত্তির জন্য কোন তারিখ ধার্য্য করিবেন।

রাইয়তের ঠিক উপরিস্থ ভূম্যধিকারী যদি অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা ইজারাদার হন, তাহা হইলে উক্ত দরখাস্তগ্রহণকারী কর্ম্মচারী, যে ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারী ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী হন, তাঁহার উপরও নোটিশ দেওয়াইবেন।

(৭) যে জমীতে রাইয়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই, এরূপ জমীসম্বন্ধে দরখাস্ত করা হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী যদি সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে মনে করেন যে, সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করা যুক্তিসঙ্গত নহে, তবে তিনি ঐ জমিসম্বন্ধে সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন;

কিন্তু এইরূপ অগ্রাহ্য করণের তারিখ হইতে ৫ বৎসর পরে এই ধারামতে পুনরায় কার্য্যানুষ্ঠান হইলে, যদি তৎকালীন দরখাস্তগ্রহণকারী কর্ম্মচারী মনে করেন যে ইতিমধ্যে অবস্থাদির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অগ্রাহ্যকরণের আদেশ হেতু এই দ্বিতীয় কার্য্যানুষ্ঠানে কোন বাধা হইবে না।

(৮) ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য না হইলে, কত টাকা অপরিবর্ত্তনশীল বার্ষিক খাজনা দিতে হইবে তাহা উক্ত কর্ম্মচারী নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং যে ভূমিতে রাইয়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই সেই ভূমিসম্বন্ধেও ভূম্যধিকারীকে কত সেলামী দিতে হইবে তাহাও নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং তিনি এই আদেশ করিবেন যে, রাইয়ত উঠবন্দী ভূমিরূপে উক্ত

ভূমির খাজনা না দিয়া এইরূপে নির্দ্ধারিত খাজনা, এবং কোন সেলামী নির্দ্ধারিত হইলে সেই সেলামী, দিবেন ;

কিন্তু বিশেষবিধি এই যে, যেস্থলে এইরূপ খাজনানির্দ্ধারণের আদেশ একতরফা দেওয়া হয়, সেস্থলে অপর পক্ষ এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, কিংবা যদি নোটিশ যথারীতি জারী না হইয়া থাকে, তবে এইরূপ আদেশের কথা জ্ঞাত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, যে কর্ম্মচারী আদেশ দিয়াছিলেন তাঁহার নিকট সেই আদেশ রহিত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন ; এবং যদি তিনি ঐ কর্ম্মচারীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, (১) প্রকরণ অনুসারে দরখাস্তের নোটিশ তাঁহার উপর যথারীতি জারী করা হয় নাই, কিংবা যখন সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়াছিল সে সময়ে তিনি উপযুক্ত কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারী সেই আদেশ রহিত করিবেন, ও সেই বিষয় নিষ্পত্তির জন্য একটী দিন স্থির করিবেন। এই বিশেষ বিধিমতে দরখাস্তের নোটিশ অপর পক্ষের উপর জারী না করিয়া উক্ত দরখাস্তমতে কোন আদেশ রহিত করা যাইবে না ;

(২) খাজনাস্বরূপ কত টাকা দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে বিগত ছয় বৎসরে সেই জমির জন্য খাজনা-স্বরূপ যত টাকা প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হইয়াছে বা দেয় হইয়াছিল, তাহার একটা গড় (average) হিসাব করিয়া উক্ত কর্ম্মচারী সাধারণতঃ সেই টাকা খাজনাস্বরূপ নির্দ্ধারণ করিবেন ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, উক্ত কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত বিষয়-গুলিও বিবেচনা করিতে পারিবেন—

(ক) নিকটবর্ত্তী স্থানে তুল্যপ্রকারের ও তুল্যরূপ সুবিধাসম্পন্ন

জমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তগণ গড়পড়তা কত টাকা খাজনা দেন ;

(খ) নিকটবর্ত্তী স্থানে তুল্যপ্রকারের ও তুল্যরূপ সুবিধাসম্পন্ন উঠবন্দীরূপে দখলি জমির গড়পড়তা হার ;

(গ) নিকটবর্ত্তী স্থানে তুল্যরূপ সুবিধাসম্পন্ন তুল্যপ্রকারের জমির জন্য যে সকল রাইয়ত পূর্ব্বে উঠবন্দী জমিরূপে খাজনা দিতেন, কিন্তু যাঁহাদের খাজনা এই ধারামতে বা চুক্তিক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে অপরিবর্ত্তনশীল বাৎসরিক নগদ খাজনায় পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, সেই রাইয়তগণ সেই সকল জমীর জন্য গড় পড়তা কত নগদ খাজনা দেন ;

(ঘ) প্রচলিত প্রথা অনুসারে উক্ত উঠবন্দী জমির জলসেচন বা জলনিকাশের জন্য ভূম্যধিকারী যে খরচ করিয়াছেন ও সেই সকল খরচ চালাইবার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ;

(ঙ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোতের খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাস-সম্বন্ধে আদালতের উপদেশের জন্য এই আইনে যে নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে ;

(চ) নগদ খাজনাস্বরূপ যে টাকায় পক্ষগণ সম্মত হন।

কিন্তু যাহা অন্যায্য ও অনুচিত হয়, উক্ত কর্ম্মচারী কোন স্থলেই এরূপ খাজনা নির্দ্ধারণ করিবেন না।

(১০) যে সকল ভূমিতে রাইয়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই, সেই সকল ভূমির জন্য ভূম্যধিকারীকে খাজনার তিনগুণ টাকা সেলামী দিতে হইবে ; অথবা যদি (২) প্রকরণের (গ) দফা মতে দরখাস্ত হইয়া থাকে, তবে (৮) প্রকরণ অনুসারে নির্দ্ধারিত খাজনার অংশের তিনগুণ টাকা সেলামী দিতে হইবে।

(১১) রাইয়তের ঠিক উপরিস্থ ভূম্যধিকারী যদি অস্থায়ী মধ্যস্বত্বা-

ধিকারী বা ইজারাদার হন, তাহা হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন সেই ভাবে ঐ সেলামীর টাকা উক্ত অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা ইজারাদার এবং তাঁহার যে উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারী ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী হন, তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন ; এবং উক্ত উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীকে এইরূপ কোন টাকা দিবার জন্য আদেশ হইলে, তাহা তিনি অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা ইজারাদার বা তাঁহার স্বার্থের উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে বাকীখাজনার ন্যায় আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু রাইয়তের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন না।

(১২) এই ধারামত আদেশ লিখিত আদেশ হইবে, ও যে হেতুতে আদেশ হইল তাহাও বর্ণিত থাকিবে, এবং বিরুদ্ধ ভাবের কোন কারণ লিপিবদ্ধ না থাকিলে, যে তারিখে উক্ত আদেশ হয় সেই তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের আরম্ভ হইতে তাহা কার্য্যকর হইবে।

(১৩) কোন্ তারিখের মধ্যে সেলামীর টাকা দিতে হইবে, তাহা উক্ত কর্ম্মচারী নির্দ্ধারণ করিবেন, (ঐ তারিখ আদেশের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে হইবে), কিংবা প্রজা দরখাস্ত করিলে, উক্ত কর্ম্মচারী এই মর্ম্মে আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত সেলামী তিন কিস্তির অনধিক কিস্তিতে দিতে হইবে এবং যে কৃষি-বৎসরের প্রারম্ভে (৮) প্রকরণ মতে ধার্য্য খাজনা আমলে আসে সেই সময়ে প্রথম কিস্তি দিতে হইবে, এবং প্রত্যেক পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের প্রারম্ভে বাকী কিস্তির এক একটী দিতে হইবে।

(১৪) উক্ত সেলামী বা তাহার কোন কিস্তি খাজনার ন্যায় আদায় করিতে পারা যাইবে, এবং ঐরূপ সেলামী বা উহার কোন কিস্তি (১৩) প্রকরণমতে নির্দ্ধারিত দিবসে দেওয়া না হইলে,

ভূম্যধিকারী ১৫৮ক ধারার (৩) ও (৪) প্রকরণের বিহিত প্রণালীতে তাহা আদায়ের জন্য কালেক্টরের নিকট আবেদন (requisition) করিতে পারিবেন, এবং উহা বাকী খাজনা হইলে কালেক্টর কর্ত্তৃক সেই ধারার বিধানমতে যেরূপভাবে আদায়যোগ্য হইত, সেইরূপে কালেক্টর কর্ত্তৃক উক্ত সেলামীর টাকা আদায়সম্বন্ধেও ১৫৮ক ধারার (৫) হইতে (৯) প্রকরণের বিধানগুলি প্রযোজ্য হইবে।

যে কিস্তি বাকী পড়ে নাই সেই কিস্তির উপর কোন সুদ দিতে হইবে না।

এই প্রকরণমতে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক যে আবেদন করা হইবে তাহার ফরম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, এবং এই প্রকরণের উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(১৫) এই ধারামতে কোন আদেশ ১১৫গ ধারার বিহিত প্রণালীতে আপীলযোগ্য হইবে। কিন্তু দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান চলিতে থাকা কালে কোন দরখাস্ত হইলে, তৎসম্বন্ধে ১০৪ছ ও ১০৪জ ধারার বিধানগুলি প্রযোজ্য হইবে।

(১৬) যদি (৭) বা (৮) প্রকরণ মতে আদেশ বাহির হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন কর্ম্মচারী বা কোন আপীল আদালত বা পুনর্ব্বিবেচনাকারী (Revisional) আদালত দেখেন যে (১) প্রকরণ-মতে কৃত কোন দরখাস্ত (২) প্রকরণের বিধানানুবর্ত্তী হয় নাই, কিন্তু তাহা সেই প্রকরণের অনুবর্ত্তী করা যাইতে পারে, তবে ঐ দরখাস্ত সংশোধন করা যাইতে পারিবে। কোন পক্ষের, বা কর্ম্মচারীর, বা আদালতের প্রবর্ত্তনায় এইরূপ সংশোধন করা যাইতে পারিবে, কিন্তু পক্ষদিগকে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে নোটিশ না দিয়া ইহা করা যাইবে না;

এবং ঐ কর্ম্মচারী বা আদালত যেরূপ সর্ত্ত বা নিয়ম উচিত বোধ করেন কেবলমাত্র সেই সর্ত্তে বা নিয়মে উক্ত সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

(১৭) এই আইনের অন্যত্র বা অন্য কোন আইনে অন্যপ্রকারের বিধান থাকা সত্বেও, এই ধারায় যাহা বিহিত হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য প্রকারে, এই ধারার কোন আদেশ সম্বন্ধে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা বা দরখাস্ত করা যাইবে না।

টীকা। ১৮০ক, ১৮০খ ও ১৮০গ এই তিনটী ধারা ১৯২৩ সালের ১০ আইন (উঠবন্দী সংশোধক আইন) দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। এই ধারাগুলি প্রথমে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং যশোহর জিলায় প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দ্বারা অন্যান্য জিলায় ইহা প্রচলিত করিতে পারিবেন।

যে ভূমি সম্পর্কে ১৮০ক ধারামতে কোন বার্ষিক নগদ খাজনা ধার্য্য হইয়াছে তাহা আর উঠবন্দী থাকিবে না।

১৮০খ ধারা। কোন জমি সম্বন্ধে ১৮০ক ধারামতে কোন অপরিবর্ত্তনশীল বার্ষিক নগদ খাজনা নির্দ্ধারণ করিয়া কোন আদেশ হইলে, যে তারিখ হইতে এই নূতন খাজনা আমলে আসে সেই তারিখ হইতে সেই জমি আর উঠবন্দীরূপে গণ্য হইবে না; এবং উক্ত আদেশের তারিখ হইতে উক্ত প্রজা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তরূপে তাহা দখল করিবেন।

১৮০ক ধারামতে ধার্য্য খাজনা কত কালের জন্য অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

১৮০গ ধারা। (১) ১৮০ক ধারামতে কোন অপরিবর্ত্তনশীল বার্ষিক নগদ খাজনা ধার্য্য হইলে, ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষসাধন বা যোতের পরিমাণের পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন হেতুতে উক্ত খাজনা ১৫ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইবে না; এবং যোতের ভূমির পরিমাণহ্রাস বিনা বা ৩৮ ধারার (১) প্রকরণের (ক) দফা

বর্ণিত হেতু বিনা অন্য কোন হেতুতে ১৫ বৎসরের মধ্যে উক্ত খাজনা হ্রাস করাও যাইবে না।

(২) ১৮০ক ধারার (১২) প্রকরণমতে যে তারিখ হইতে উক্ত আদেশ কার্য্যকর হয়, সেই তারিখ হইতে উক্ত ১৫ বৎসর গণনা করা হইবে।

১৮১ ধারা। এই আইনের কোন বিধান কোন ঘাটোয়ালী বা অন্য কোন চাকরাণ-মধ্যস্বত্বের অনুষঙ্গ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবে না; বিশেষতঃ, এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ-মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে না।

চাকরাণ জমী সংরক্ষণ।

১৮২ ধারা। কোন রাইয়তের বা কোর্ফা রাইয়তের যোত যে গ্রামে অবস্থিত, সেই গ্রামে অথবা তৎসংলগ্ন কোন গ্রামে যদি তাহার কোন বাস্তুজমি থাকে, এবং সেই বাস্তুজমি তাহার যোতের অংশ না হয়, তাহা হইলে, সেই বাস্তুজমির ভূম্যধিকারীর অবস্থা (status) অনুসারে, সেই জমী সম্বন্ধে উক্ত রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়তের স্বত্ব নির্ণয় করা হইবে; এবং এই আইনের যে বিধান গুলি রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়তের প্রতি প্রযোজ্য হয়, সেই বিধানগুলিদ্বারা উক্ত বাস্তুজমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গসমূহ পরিচালিত হইবে।

বাস্তুজমি।

টীকা। এই ধারাটী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাতন ধারামতে, বাস্তুজমিতে প্রজার স্বত্ব স্থানীয় আচার ও প্রথার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিত, এবং তৎকারণে নজীরগুলি পরস্পরবিরোধী হইয়াছিল। নূতন ধারামতে, বাস্তুজমিতে রাইয়তের স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে এই আইনের বিধানাধীন করা হইয়াছে।

পুরাতন ধারামতে বাস্তুভূমিতে কোর্ফা রাইয়তের কোন স্বত্বই ছিল না, এক্ষণে কোর্ফা রাইয়তের বাস্তুভূমি সম্বন্ধেও এই আইন খাটিবে।

১৮৩ ধারা। কোন দেশাচার, প্রথা বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে, বা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশাচার সংরক্ষণ।

টীকা। পূর্ব্বে এই ধারায় দুইটী উদাহরণ ছিল, প্রথমটী রাইয়ত কর্ত্তৃক যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা সম্বন্ধে, ও দ্বিতীয়টী কোর্ফা রাইয়তের দখলীস্বত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে। এই দুই বিষয়ই এখন এই আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং দেশাচারের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং ঐ দুইটী উদাহরণ অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

তামাদি।

১৮৪ ধারা। (১) এই আইনের তৃতীয় তফসীলে উল্লিখিত মোকদ্দমা, আপীল এবং দরখাস্ত, ঐ তফসীলের বিহিত সময়ের মধ্যে করিতে হইবে, এবং উক্ত তামাদির সময় উত্তীর্ণ হইলে পর যে মোকদ্দমা বা আপীল বা দরখাস্ত করা হয়, তাহা ডিস্‌মিস্ করা হইবে; এমন কি, অপর পক্ষ উহা তামাদিবারিত বলিয়া আপত্তি উত্থাপন না করিলেও উহা ডিস্‌মিস্ হইবে।

তৃতীয় তফসীলে মোকদ্দমা, আপীল ও দরখাস্তের তামাদি।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা, আপীল বা দরখাস্ত তামাদিবারিত হইত, এই ধারার কোন কথা দ্বারা সেই মোকদ্দমা বা আপীল বা দরখাস্ত করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

১৮৫ ধারা। (১) তামাদি আইনের ৬, ৭, ৮ ও ৯ ধারা এবং ২৯ ধারার (২) প্রকরণ, এই আইনের তৃতীয় তফসালের উল্লিখিত মোকদ্দমা, আপীল ও দরখাস্তগুলি সম্বন্ধে খাটিবে না; তদ্‌ভিন্ন উক্ত আইনের অন্যান্য বিধানগুলি, এই অধ্যায়ের বিধানের অধীনে, উক্ত মোকদ্দমা, আপীল ও দরখাস্তগুলি সম্বন্ধে খাটিবে।

তামাদি আইনের কিয়দংশ ঐরূপ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে খাটিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ড।

১৮৬ ধারা। (১) এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনের বিধানানুসারে ভিন্ন, অন্য কোন প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি—

বেআইনীমতে ফসলে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ড।

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে বা করিবার উদ্যোগ করে; কিংবা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি বিনা, কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তরে লইয়া যাইতে,

কিংবা তাহা লইয়া অন্য কোন কার্য্য করিতে, বাধা দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে—

তবে সেই ব্যক্তি দণ্ডবিধি আইনের অর্থমতে অপরাধজনক অনধিকারপ্রবেশ (criminal trespa s) করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) দণ্ডবিধি আইনের অর্থমত যে ব্যক্তি (১) প্রকরণে লিখিত কোন কার্য্যে সহায়তা করে, সে উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধজনক অনধিকারপ্রবেশের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকারের জন্য ক্ষতিপূরণ।

ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকারের জন্য ক্ষতিপূরণ।

১৮৬ক ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায়, যদি প্রজা যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভবপর কারণ ব্যতীত ঐ ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে, এবং নিজেই ঐ স্বত্ব দাবী করে, বা কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ভূম্যধিকারী বলিয়া দাঁড় করায়, তবে আদালত ঐ প্রজাকর্ত্তৃক দেয় বাৎসরিক খাজনার দশগুণের অনধিক (যাহা আদালত ন্যায্য বোধ করেন) ক্ষতিপূরণের টাকা, ভূম্যধিকারীর অনুকূলে ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(২) উক্ত (১) প্রকরণানুসারে যে ক্ষতিপূরণের টাকার ডিক্রী দেওয়া হয়, সেই টাকা ও তাহার সুদ, ভূম্যধিকারীর খাজনার দায়ের অধীনে, প্রজার ঐ মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর প্রথম দায় হইবে; এবং ভূম্যধিকারী উক্ত ক্ষতিপূরণ ও সুদের ডিক্রী টাকার ডিক্রীর ন্যায় জারী করিতে পারিবেন, কিংবা খাজনার ডিক্রী যে প্রকারে জারী করা যাইতে পারে, সেইরূপ যে কোনপ্রকারে জারী করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মচারী ও প্রতিনিধিগণ।

কর্ম্মচারী দ্বারা ভূম্যধিকারীর কার্য্য করিবার ক্ষমতা।

১৮৭ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, এই আইনমতে কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হওয়ার বা দরখাস্ত করার বা কোন কার্য্য করার প্রয়োজন হইলে, উক্ত আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষ যদি অন্য প্রকারের আদেশ না করেন, তবে ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী (agent) ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর উপর যে নোটিশ জারী করিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা ভূম্যধিকারীর পক্ষে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর উপর জারী করা চলিবে ; এবং এইরূপে জারী করা হইলে, স্বয়ং ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা হইলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্ম্মচারীনিযুক্তকরণের কিংবা তাহাকে ক্ষমতাদানের দলিল ছাড়া, যে সকল দলীল এই আইনমতে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা তদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত ব সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

কোন কোন স্থলেভিন্ন, সকল সরিক ভূম্যধিকারীগণকে একযোগে বা তাহাদের কমন এজেণ্ট দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে।

১৮৮ ধারা। (১) ১৪৮ক ধারার বিধানের অধীনে, দুই বা ততোধিক সরিক-ভূম্যধিকারী থাকিলে, এই আইনমতে যে কার্য্য ভূম্যধিকারীর করা আবশ্যক হয় বা যাহা করিতে তিনি ক্ষমতাপন্ন হন, সেই কার্য্য সরিক-ভূম্যধিকারীগণ সকলে একযোগে করিবেন কিংবা তাঁহাদের পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এজেণ্ট করিবেন ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি উক্ত মোকদ্দমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে ১৪৮ক ধারার (১) ও (২) প্রকরণের বিহিত প্রণালীতে অন্যান্য সমস্ত সরিক-ভূম্যধিকারীগণকে বিবাদী-পক্ষভুক্ত করা হয়, এবং তাঁহাদিগকে উক্ত মোকদ্দমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে সহ-বাদী বা সহ-দরখাস্তকারীরূপে যুক্ত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে, এক বা একাধিক সরিক-ভূম্যধিকারী—

(/০) ২৬চ ধারার (১) প্রকরণমতে বা ২৬ঞ ধারামতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন,

(৵০) ৭ ধারামতে কোন মধ্যস্বত্বের খাজনাবৃদ্ধি বা ৩০ ধারামতে কোন যোতের খাজনা বৃদ্ধির নিমিত্ত, বা ভূমির পরিমাণের পরিবর্ত্তন হেতু ৫২ ধারামতে খাজনাপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত, মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন,

(৶০) ১০ ধারা, ১৮ ধারার (খ) দফা, ২৫ ধারা, বা ৪৪ ধারার (ক), (খ) বা (গ) দফার লিখিত হেতুতে, অথবা ৪৯ ধারা বা ৬৬ ধারার বিধান অনুসারে, প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারিবেন,

(।০) ৭৮, ৮০ এবং ৮১ ধারামতে উৎকর্ষসাধন সম্পর্কে দরখাস্ত করিতে পারিবেন,

(।/০) ৯০ এবং ৯১ ধারামতে ভূমির মাপের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন,

(।৵০) ১০৫ ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন,

(।৶০) ১০৬ ধারামতে মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারিবেন,

(॥০) ১১৮ ধারামতে খামার জমি লিপিবদ্ধকরণের নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারিবেন,

(॥/০) ১৫৮ ধারামতে প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নির্দ্ধারণের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন,

॥৵০) ১৮০ ধারার (৩) প্রকরণমতে ঘোষণার নিমিত্ত কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন মোকদ্দমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে এই ধারার (১) প্রকরণের লিখিত নিয়মসকল প্রতিপালিত হইয়াছে তাহাতে কোন ডিক্রী বা আদেশ হইলে, সেই ডিক্রী বা আদেশ, একমাত্র ভূম্যধিকারী কিংবা সমগ্র ভূম্যধিকারীবর্গের সমবেত প্রার্থনার উপর যে ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হয় তাহার ন্যায় বলবান হইবে এবং উহা সমগ্র মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে কার্য্যকর হইবে ;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, ৭ ধারা বা ৩০ ধারামতে খাজনার বৃদ্ধির জন্য বা ৫২ ধারামতে খাজনা-পরিবর্ত্তনের জন্য কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে, বা ১০৫ ধারামতে খাজনাধার্য্যের জন্য কোন সরিক-ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক কোন দরখাস্ত করা হইলে, আদালত বা রাজস্ব-কর্ম্মচারী (স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) খাজনা ধার্য্য বা স্থির হইবার পর, যে পরিমাণে খাজনাবৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়াছে তাহা উক্ত প্রজাস্বত্বের সরিক-ভূম্যধিকারীদের মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ অংশের অনুপাতে বণ্টন করিয়া দিবেন—তাঁহারা বাদী বা দরখাস্তকারীরূপে যোগ দিয়া থাকুন আর নাই থাকুন। এইরূপ বণ্টন দ্বারা, সরিক-ভূম্যধিকারীগণ নিজেরা সেই বিষয়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা বা দরখাস্ত করিলে যেরূপ বাধ্য হইতেন সেইরূপ বাধ্য থাকিবেন ; এবং এইরূপ বণ্টন সম্বন্ধে কোন আপীল, দরখাস্ত বা মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে, তাঁহারা এই ধারার (১) প্রকরণমতে সরিক-বাদী বা দরখাস্তকারীর সহিত একত্রে মোকদ্দমা বা দরখাস্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

টীকা। পুরাতন ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া এই ধারাটী সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। নূতন ১৪৮ক ধারা অনুসারে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে তাহা এই ধারায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

১৮৮ক ধারা। [রহিত হইয়াছে]

এই ধারায় এজমালী ভূম্যধিকারীগণকর্ত্তৃক মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিধান ছিল। ১৫৮খ ধারা রহিত হওয়ায় এই ধারার আর কোন প্রয়োজন নাই।

এই আইনানুসারে নিয়মাবলী।

কার্য্যপ্রণালী, কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও নোটিশ জারীকরণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

১৮৯ ধারা। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইনসঙ্গত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—

(১) এই আইনদ্বারা বা এই আইনমতে রাজস্বকর্ম্মচারীদের উপর যে কর্ম্মের ভার অর্পিত হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য তাঁহাদিগকে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিয়মাবলী ; এবং ঐ নিয়মাবলী দ্বারা ঐরূপ কোন কর্ম্মচারীকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন—

(ক) মোকদ্দমা বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন সেই ক্ষমতা ;

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার ও তাহা জরিপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও বঙ্গদেশের জরিপ করণ বিষয়ক আইনমতে কোন কর্ম্মচারী যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা ; ও

(গ) জমির উৎপাদিকা শক্তি বুঝিবার জন্য কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও ঝাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা ;

(২) যেস্থলে এই আইন বা অন্য কোন আইন দ্বারা কোন ফরম বা প্রণালী বিহিত না হইয়া থাকে, সেই স্থলে এই আইনমতে ব্যবহৃত হইবার ফরম এবং এই আইনমতে প্রদত্ত নোটিশ জারী করিবার প্রণালী নির্দ্দেশকরণার্থ নিয়মাবলী ;

(৩) ভূম্যধিকারীর ফী বা ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী যে প্রকারে ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে তাহা নির্দ্দেশকরণার্থ নিয়মাবলী ;

(৪) ১২, ১৩, ১৫, ১৭ ধারা, ১৮ ধারার (ক) প্রকরণ, ২৬গ, ২৬ঙ এবং ৪৮জ ধারা অনুসারে আমানত করা ফী কোন্ কর্ত্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ নিয়মাবলী, এবং ঐ সকল ফী তদ্রূপে বাজেয়াপ্ত করা হইলে তাহা লইয়া যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ নিয়মাবলী ;

(৫) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করণার্থ নিয়মাবলী :—

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কি প্রণালীতে প্রচার করা হইবে—

(/০) ১ ধারার (৩) প্রকরণমতে বিজ্ঞাপন ;

(৵০) ৩৯ ধারার (৩) প্রকরণমতে মূল্যের তালিকা ;

(৶০) ৮৭ ধারার (২) প্রকরণমতে নোটিশ ;

(।০) ১০৩ক ধারার (১) প্রকরণমতে স্বত্বের লিখনের খসড়া ;

(।/০) ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে স্বত্বের লিখন ;

(।৵০) ১০৪খ ধারার (২) প্রকরণমতে হারের তালিকা ;

(।৶০) ১০৪ঙ ধারার (১) প্রকরণমতে বন্দোবস্তী জমাবন্দীর খসড়া ;

(৷৹) ১৬৩ ধারার (৩) প্রকরণের (ঘ) দফামতে নিলামী ইস্তাহার ;

(৷৵৹) ১৯০ ধারার (২) প্রকরণমতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বা হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ ;

(খ) ১২ ধারার (৪) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর ফী এবং ২৬গ ধারার (৭) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী ও তাহা পাঠাইবার খরচা দিবার প্রণালী ;

(গ) নিম্নলিখিত ফী সমূহের পরিমাণ—

(৵৹) ১২ ধারার (২) প্রকরণে লিখিত পরোয়ানার জন্য ;

(৶৹) ২৬গ ধারার (২) প্রকরণের (খ) দফায় লিখিত পরোয়ানার জন্য ;

(৶৹) ২৬গ ধারার (৪) প্রকরণে লিখিত পরোয়ানার জন্য ;

(।৹) ২৬ঙ ধারার (১) প্রকরণে লিখিত পরোয়ানার জন্য ;

(।৵৹) ২৬ঙ ধারার (২) প্রকরণে লিখিত পরোয়ানার জন্য ;

(।৶৹) ১৩ ধারার (১) প্রকরণে লিখিত নোটিশ জারীর জন্য ;

(।৶৹) ৬১ ধারার (২) প্রকরণে লিখিত ফী ;

(ঘ) ফী ও অন্যান্য টাকা পাঠাইবার খরচার পরিমাণ ;

(ঙ) মণি-অর্ডার দ্বারা খাজনা পাঠাইবার প্রণালী ;

(চ) ৮০ ধারার (২) প্রকরণমতে দরখাস্তের সত্যপাঠের প্রণালী ;

(ছ) ৮০ ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত দরখাস্তে যে যে জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকিবে ;

(জ) ৯৯ক ধারার (২) প্রকরণের (ক) দফায় উল্লিখিত রেজিষ্টারের ফরম এবং তাহাতে যে যে বিবরণগুলি থাকিবে ;

(ঝ) ১০১ ধারার (৪) প্রকরণমতে জরিপকরণ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুতকরণের প্রণালী ;

(ঞ) ১০২ ধারার (ঞ) দফার বিশেষ বিধিতে উল্লিখিত বিবরণ সমূহ ;

(ট) ১০৩ক ধারার (১) প্রকরণমতে স্বত্বের লিখনের খসড়া এবং ১০৪ঙ ধারার (১) প্রকরণমতে বন্দোবস্তী জমাবন্দীর খসড়া কতকাল ধরিয়া প্রকাশিত হইবে ;

(ঠ) ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে আপত্তিগুলির বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের প্রণালী ;

(ড) ১০৪থ ধারার (৪) প্রকরণে উল্লিখিত দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষকে ক্ষমতাপ্রদান ;

(ঢ) ১০৪ছ ধারার উল্লিখিত উর্দ্ধতন রাজস্বকর্ত্তৃপক্ষ কে হইবেন ;

(ণ) ১০৫ ধারার (১) ও (২) প্রকরণমত দরখাস্তে যে ষ্ট্যাম্প লাগিবে ;

(ত) ১৫৮ক ধারার (৭) প্রকরণে উল্লিখিত রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তন সমূহ ;

(থ) অন্য যে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য এই আইনে আদেশ বা অনুমতি থাকে।

টীকা। এই ধারার (৩) প্রকরণে "ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী" কথাগুলি, ও (৪) প্রকরণে "২৬গ, ২৬ঙ, এবং ৪৮জ" ধারা সংযোজিত হইয়াছে। (৫) প্রকরণটী সম্পূর্ণ নূতন।

১৯০ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত নিয়মগুলি প্রণয়নের পূর্ব্বে প্রস্তাবিত নিয়মগুলির পাণ্ডুলিপি তৎসম্পর্কিত ব্যক্তিগণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

নিয়মগুলি প্রণয়ন, প্রকাশ, ও মঞ্জুর করণের কার্য্যপ্রণালী।

(২) নিয়মগুলি যদি স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রণীত হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদের বিবেচনায় যে ব্যক্তিদের তাহাতে স্বার্থ সংস্পৃষ্ট আছে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঐ নিয়মাবলী প্রকাশিত করা হইবে; অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশিত করা যাইবে।

কিন্তু উক্ত পাণ্ডুলিপি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলিপির সহিত একটী নোটিশ প্রকাশিত করা হইবে, এবং তাহাতে উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রকাশকরণের তারিখের পর অন্যূন একমাস পরে একটী তারিখ নির্দ্ধারিত থাকিবে, সেই তারিখে উক্ত পাণ্ডুলিপি বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে।

(৪) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন নিয়ম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইলে, ঐ প্রকাশকরণই উক্ত নিয়ম যথারীতি প্রণীত হওয়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৬) যে কর্ত্তৃপক্ষের এই আইনমতে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সেই কর্ত্তৃপক্ষ, উক্ত নিয়মাবলী প্রণয়নার্থ কোন অনুমতির (sanction) প্রয়োজন থাকিলে সেই অনুমতি লইয়া, সময়ে সময়ে এই আইনমতে প্রণীত নিয়মাবলী সংশোধন বা পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত জিলা সম্বন্ধে বিধান।

যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই তথায় ভূমির খাজনা ধার্য্যকরণ।

১৯১ ধারা। যে মহালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই এরূপ মহালে যদি কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত অবস্থিত হয়, এবং,

(ক) উক্ত ভূমিসম্বন্ধে ভূমিরাজস্ব সর্ব্বপ্রথম দেয় হয়, কিংবা

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমিরাজস্ব ইতিপূর্ব্বে দেয় থাকিলেও, ভূমিরাজস্ব পুনরায় ধার্য্য হয়,

তাহা হইলে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা কিংবা ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে কৃত কোন পাট্টার বা চুক্তিপত্রের কোন কথাদ্বারা, কোন প্রজা বিনা-খাজনায় বা কোন বিশেষ খাজনায় কোন প্রজাস্বত্ব ভোগ করিতে স্বত্ববান হইবেন না, যদি (খ) দফামতে পুনর্বন্দোবস্ত স্থলে, চূড়ান্তভাবে বন্দোবস্ত করিবার বা তাহা দৃঢ় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন রাজস্বকর্ত্তৃপক্ষদ্বারা পূর্ব্ববন্দোবস্তের মিয়াদ গত হইলেও ঐরূপে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব পূর্ব্ব বন্দোবস্ত কালে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত না হইয়া থাকে; এবং পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিপত্রে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, রাজস্বকর্ম্মচারী, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার দরখাস্তক্রমে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ৬, ৭, ৮, ৯, ২৭ হইতে ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫০ হইতে ৫২ এবং ১৮০ ধারাগুলির মূল নীতি অনুসারে, সকল শ্রেণীর প্রজার জন্য ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিতে পারিবেন;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, ৭ ধারার (৩) প্রকরণে অন্যপ্রকার কথা থাকা সত্ত্বেও, সেই প্রকরণে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে যে সর্ব্বনিম্ন লাভের পরিমাণ বিহিত হইয়াছে তাহা দুই বা ততোধিক

শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী থাকিলে তাঁহাদিগের মধ্যে উক্ত রাজস্বকর্ম্মচারী বিভাগ করিয়া দিতে পারিবেন।

টীকা। পুরাতন ১৯১ ও ১৯২ ধারা একত্র করিয়া এই নূতন ১৯১ ধারা গঠিত হইয়াছে।

১৯২ ধারা। [এক্ষণে ১৯১ ধারার অন্তর্গত করা হইয়াছে।]

গোচারণ প্রভৃতি স্বত্ব।

গোচারণ স্বত্ব, বনকর স্বত্ব ইত্যাদি।

১৯৩ ধারা। বাকী খাজনা আদায়ের মোকদ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান খাটে, গোচারণ স্বত্ব, বনকরস্বত্ব, জলকরস্বত্ব ও তদ্রূপ অন্যান্য স্বত্বসম্বন্ধে যে খাজনা দিতে হয় তাহা আদায়ের মোকদ্দমাতেও যতদূর সম্ভব সেই সকল বিধান খাটিবে।

ভূম্যধিকারীর অবশ্যপালনীয় নিয়মসংরক্ষণ।

ভূম্যধিকারীর অবশ্য-পালনীয় নিয়ম এই আইনক্রমে প্রজা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।

১৯৪ ধারা। যেস্থলে কোন ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী কোন নির্দ্ধারিত বিধি বা নিয়ম পালন করিবার সর্ত্তে স্বীয় মহাল বা মধ্যস্বত্ব ভোগ করেন, যেস্থলে যে ব্যক্তি ঐ মহাল বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি দখল করেন, তিনি এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না যাহাতে উক্ত বিধি বা নিয়মের লঙ্ঘন ঘটিতে পারে।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এই আইনক্রমে রাইয়তকে বা কোর্ফা রাইয়তকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেই ক্ষমতার পরিচালনাক্রমে রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত যে কার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

টীকা। এই ধারার বিশেষ বিধি নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

১৯৫ ধারা। এই আইনের কোন বিধান নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির উপর হস্তক্ষেপ করিবে না—

বিশেষ আইন সংরক্ষণ।

(ক) এই আইনদ্বারা স্পষ্টরূপে যে আইন রহিত করা হয় নাই, সেই আইনের নির্দ্ধারিত সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য ;

(খ) গভর্ণমেণ্টের মহালের, কিংবা কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডসের বা রাজস্বকর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন মহালের খাজনা আদায়ের কার্য্যপ্রণালী বিধান করণার্থ কোন আইন ;

(গ) গভর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত নিলাম দ্বারা প্রজাস্বত্বের ও দায়গুলির রহিতকরণ সংক্রান্ত কোন আইন ;

(ঘ) মালগুজারী মহালের বাটওয়ারা সংক্রান্ত কোন আইন ;

(ঙ) পত্তনী তালুক বিষয়ক কোন আইনের যতখানি উক্ত তালুক সংক্রান্ত হয় ; কিন্তু ১৮১৯ সালের বঙ্গদেশের পত্তনী তালুক রেগুলেশনের ১১ ধারার (৩) প্রকরণে "খোদকস্ত রাইয়ত বা বাসিন্দা ও বংশানুক্রমে চাষী" শব্দের অর্থে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট সকল রাইয়তকেই বুঝাইবে ;

(চ) এই আইনদ্বারা স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ যে বিশেষ বা স্থানীয় আইন রহিত করা হয় নাই এরূপ আইন।

টীকা। (ঙ) দফায় "কিন্তু......বুঝাইবে" এই কথাগুলি নূতন। পত্তনী রেগুলেশনে খোদকস্ত রাইয়তের কথা আছে, কিন্তু দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের কথা নাই, সুতরাং পত্তনী খাজনার জন্য পত্তনী তালুক নিলাম হইয়া গেলে ঐ রাইয়তগণ রক্ষা পাইতেন না ; এই ধারায় তাঁহাদের স্বত্ব রক্ষিত হইল।

১৯৬ ধারা। [রহিত হইয়াছে।]

প্রথম তফশীল।

(২ ধারা দ্রষ্টব্য)

যে যে আইন রহিত হইল

বেঙ্গল কোডের রেগুলেশন।

সাল ও নম্বর	যতখানি রহিত হইল
১৭৯৩ সালের ৮ রেগুলেশন	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৪ এবং ৬৫ ধারা।
১৮০৫ সালের ১২ রেগুলেশন	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ রেগুলেশন	২,৩, ৪, ২৬ এবং ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ রেগুলেশন	আইনের মুখবন্ধ এবং ২ ও ৩ ধারা।
১৮২৫ সালের ১১ রেগুলেশন	৪ ধারার (I) দফায় "অধীন মধ্যস্বত্বে সংলগ্ন যদি না হয়" হইতে উক্ত দফার শেষ পর্য্যন্ত।

বঙ্গদেশের মন্ত্রি-সভাকৃত আইন।

সাল ও নম্বর	যতখানি রহিত হইল
১৮৬২ সালের ৬ আইন	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৯ সালের ৮ আইন	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গভর্ণর-জেনারেল প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর	যতখানি রহিত হইল
১৮৫৯ সালের ১০ আইন	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফশীল

দাখিলা ও হিসাবের বিবরণ

(৫৬ ও ৫৭ ধারা দ্রষ্টব্য)

দাখিলার বিবরণ।

(ভূম্যধিকারীর অংশ)

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর।

২। গ্রাম, পরগণা, ও থানার নাম

৩। (ক) মহালের নাম ও তৌজির নম্বর, এবং

(খ) (ভূম্যধিকারীগণ ভূস্বামী না হইলে) ভূম্যধিকারীদের মধ্য-স্বত্ব বা যোতের নাম (যদি কিছু থাকে)।

৪। ভূম্যধিকারী বা ভূম্যধিকারীদের নাম এবং তাঁহাদের কিরূপ স্বত্ব।

৫। প্রজার নাম।

৬। যে মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত খাজনা দেওয়া হইতেছে, তাহার বিবরণ—

দাখিলার বিবরণ।

(প্রজার অংশ)

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর।

২। গ্রাম, পরগণা, ও থানার নাম।

৩। (ক) মহালের নাম ও তৌজির নম্বর, এবং

(খ) (ভূম্যধিকারীগণ ভূস্বামী না হইলে) ভূম্যধিকারীদের মধ্য-স্বত্ব বা যোতের নাম (যদি কিছু থাকে)।

৪। ভূম্যধিকারী বা ভূম্যধিকারীদের নাম এবং তাঁহাদের কিরূপ স্বত্ব।

৫। প্রজার নাম।

৬। যে মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত খাজনা দেওয়া হইতেছে তাহার বিবরণ—

দাখিলার বিবরণ।

(ভূম্যধিকারীর অংশ)

(ক) ভূম্যধিকারীর হস্তবুদের ক্রমিক নম্বর, এবং কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে তাহাতে যোতের ক্রমিক নম্বর।

(খ) ভূমির পরিমাণ।

(গ) বার্ষিক খাজনা (নগদান বা ফসলের নির্দ্ধারিত পরিমাণ বা উভয়ই, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়)।

(ঘ) বার্ষিক রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কস সেস।

(ঙ) জলকর, বনকর, এবং ফলকর।

৭। (গ), (ঘ) ও (ঙ) দফার কোন্ কোন্ দফা বাবদ ও কোন্ বৎসর ও কোন্ কিস্তি বাবদ টাকা দেওয়া হইল।

৮। দেওয়ার তারিখ।

৯। ভূম্যধিকারী বা তাঁহার ক্ষমতা-প্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।

দাখিলার বিবরণ।

(প্রজার অংশ)

(ক) ভূম্যধিকারীর হস্তবুদের ক্রমিক নম্বর, এবং কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে তাহাতে যোতের ক্রমিক নম্বর।

(খ) ভূমির পরিমাণ।

(গ) বার্ষিক খাজনা (নগদান বা ফসলের নির্দ্ধারিত পরিমাণ বা উভয়ই, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়)।

(ঘ) বার্ষিক রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কস সেস।

(ঙ) জলকর, বনকর এবং ফলকর।

৭। (গ), (ঘ) ও (ঙ) দফার কোন্ কোন্ দফা বাবদ ও কোন্ বৎসর ও কোন্ কিস্তি বাবদ টাকা দেওয়া হইল।

৮। দেওয়ার তারিখ।

৯। ভূম্যধিকারী বা তাঁহার ক্ষমতা-প্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।

হিসাবের বিবরণ।

(ভূম্যধিকারীর অংশ)

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর।

২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম।

৩। (ক) মহালের নাম এবং তৌজির নম্বর, এবং

(খ) (ভূম্যধিকারীগণ ভূস্বামী না হইলে) ভূম্যধিকারীদের মধ্য-স্বত্ব বা যোতের নাম (যদি কিছু থাকে)।

৪। ভূম্যধিকারী বা ভূম্যধিকারীদের নাম এবং তাঁহাদের কিরূপ স্বত্ব।

৫। প্রজার নাম।

৬। যে মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত খাজনা দেওয়া হইতেছে, তাহার বিবরণ—

(ক) ভূম্যধিকারীর হস্তবুদের ক্রমিক নম্বর, এবং কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, তাহাতে যোতের ক্রমিক নম্বর ;

(খ) ভূমির পরিমাণ ;

(গ) বার্ষিক খাজনা (নগদান বা ফসলের নির্দ্ধাবিত পরিমাণ বা উভয়ই, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) ;

হিসাবের বিবরণ।

(প্রজার অংশ)

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর।

২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম

৩। (ক) মহালের নাম এবং তৌজির নম্বর, এবং

(খ) (ভূম্যধিকারীগণ ভূস্বামী না হইলে) ভূম্যধিকারীদের মধ্য-স্বত্ব বা যোতের নাম (যদি কিছু থাকে)।

৪। ভূম্যধিকারী বা ভূম্যধিকারীদের নাম এবং তাঁহাদের কিরূপ স্বত্ব।

৫। প্রজার নাম।

৬। যে মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত খাজনা দেওয়া হইতেছে, তাহার বিবরণ—

(ক) ভূম্যধিকারীর হস্তবুদের ক্রমিক নম্বর, এবং কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, তাহাতে যোতের ক্রমিক নম্বর ;

(খ) ভূমির পরিমাণ ;

(গ) বার্ষিক খাজনা (নগদান বা ফসলের নির্দ্ধারিত পরিমাণ বা উভয়ই, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) ;

হিসাবের বিবরণ। (ভূম্যধিকারীর অংশ)	হিসাবের বিবরণ। (প্রজার অংশ)
(ঘ) বার্ষিক রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কস সেস ;	(ঘ) বার্ষিক রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কস সেস ;
(ঙ) জলকর, বনকর এবং ফলকর।	(ঙ) জলকর, বনকর এবং ফলকর।
৭। বৎসরের প্রারম্ভে যত টাকা পাওনা ছিল—(১) উক্ত (গ), (ঘ) ও (ঙ) দফার প্রত্যেক দফার হিসাবে পাওনা, এবং কোন্ কোন্ বৎসরের দরুণ ; এবং (২) উহার উপর সুদ।	৭। বৎসরের প্রারম্ভে যত টাকা পাওনা ছিল—(১) উক্ত (গ), (ঘ) ও (ঙ) দফার প্রত্যেক দফার হিসাবে পাওনা এবং কোন্ কোন্ বৎসরের দরুণ ; এবং (২) উহার উপর সুদ।
৮। পূর্ব্বোক্ত পাওনাগুলির বাবদ সেই বৎসরের মধ্যে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ; এবং দেওয়ার তারিখ ও প্রদত্ত দাখিলার ক্রমিক নম্বর।	৮। পূর্ব্বোক্ত পাওনাগুলির বাবদ সেই বৎসরের মধ্যে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ; এবং দেওয়ার তারিখ ও প্রদত্ত দাখিলার ক্রমিক নম্বর।
৯। বৎসরের শেষে যে টাকা পাওনা আছে।	৯। বৎসরের শেষে যে টাকা পাওনা আছে।
১০। হিসাবের বিবরণের তারিখ।	১০। হিসাবের বিবরণের তারিখ।
১১। ভূম্যধিকারীর বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।	১১। ভূম্যধিকারীর বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।

তৃতীয় তফসীল।

তামাদি।

(১৮৪ ধারা দ্রষ্টব্য)

প্রথম ভাগ—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে সময় হইতে মিয়াদের কাল আরম্ভ হইবে।
১। কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়তের মধ্যে যদি কোন স্পষ্ট চুক্তি-থাকে যে রাইয়ত কোন সর্ত্তভঙ্গ করিলে দণ্ডস্বরূপ তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে, তবে সেই সর্ত্তভঙ্গ হেতু তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর	সর্ত্তভঙ্গের তারিখ হইতে।
১ক। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তকে তাঁহার পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এই হেতুতে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	ছয় মাস	পাট্টার মিয়াদের অবসান।
২। বাকী খাজনা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা—		
(/০) কোন একমাত্র ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক আনীত বা		
(/০) সমগ্র ভূম্যধিকারীবর্গ কর্ত্তৃক আনীত, বা		
(৶০) এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক আনীত—		
(ক) উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতের বাবদ ৬১ ধারামতে আমানত করিবার পূর্ব্বে উক্ত খাজনা বাকী পড়িয়া থাকিলে	ছয় মাস	আমানতের নোটিশ জারির তারিখ, বা মণিঅর্ডার উপস্থিতকরণের তারিখ, স্থলবিশেষে যাহা হয়।
(খ) অন্যান্য স্থলে	তিন বৎসর	যে কৃষি বৎসরে ঐ বাকী পড়ে তাহার শেষ দিন।
৩। রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত স্বরূপ বাদী যে ভূমির দাবী করেন, তাহার দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বেদখল হইবার তারিখ।

দ্বিতীয় ভাগ—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ	যে সময় হইতে মিয়াদের কাল আরম্ভ হইবে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আদেশ হইলে জিলার জজ বা বিশেষ জজের আদালতে আপীল।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার তারিখ।
৫। এই আইনমতে কালেক্টরের কোন আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট আপীল।	ত্রিশ দিন	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার তারিখ।

তৃতীয় ভাগ—দরখাস্ত।

দরখাস্তের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে সময় হইতে মিয়াদের কাল আরম্ভ হইবে।
৬। যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধে এই আইনের বিধান খাটে, সেই ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে ডিক্রী বা আদেশ জারী করিবার দরখাস্ত; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রীজারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৲ টাকার অধিক টাকার ডিক্রী না হয়; (কিন্তু যেস্থলে দেনদার প্রতারণা বা বলক্রমে ডিক্রীজারী হইতে দেন নাই, সেই স্থলে তামাদির কাল তামাদি বিষয়ক আইনের বিধানক্রমে নিয়মিত হইবে) কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, কোন বাকী খাজনার ডিক্রীজারীর নিলাম কোন দরখাস্তক্রমে রহিত করা হইলে, জারীর কার্য্যসমূহ চলিতে থাকিবে, এবং উক্ত নিলামের তারিখ হইতে নিলামরদের আদেশের তারিখ পর্য্যন্ত সময়টী এই দফায় বিহিত মিয়াদের কাল হইতে বাদ যাইবে।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আদেশের তারিখ; কিংবা (২) আপীল করা হইয়া থাকিলে আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আদেশের তারিখ; কিংবা (৩) ছানি (review) হইয়া থাকিলে, সেই ছানির পুনরালোচনাক্রমে নিষ্পত্তির তারিখ।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট প্রণীত

নূতন নিয়মাবলী।

(১৯২৯, ২৮শে মার্চ্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত)

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ।

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিদর্শন ও শাসন।

১। এই আইনে বা এই নিয়মাবলীতে অন্যরূপ বিহিত না হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারীগণ স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনকালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনমতে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান বা আদেশ করেন, তাহা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের পরিদর্শন ও শাসনের অধীন হইবে ; এবং এই আইনমতে প্রত্যেক রাজস্বকর্ম্মচারীর আদেশ, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই আইনের কার্য্যপক্ষে তাঁহাকে যে রাজস্বকর্ম্মচারীদের অধীন বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাঁহাদের পরিদর্শন ও শাসনের অধীন হইবে।

যে কালেক্টরের ও কমিশনারের শাসনাধিপত্যে এই নিয়মাবলী-সম্মত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহারা সেইরূপ কার্য্যের অবস্থা ও তাহা কিরূপ অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত থাকিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

[এই নিয়মাবলীতে "ঐ আইন" বলিতে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন বুঝাইবে]

যেখানে ঐ আইনমতে বা এই বিধিমতে নোটিশ জারীর প্রকার নির্দ্দিষ্ট হয় নাই সেখানে কিরূপে নোটিশ জারী হইবে।

২। যেখানে ঐ আইনমতে বা এই বিধিগুলিমতে কি প্রকারে কোন নোটিশ জারী করা হইবে তাহা বিহিত হয় নাই, সেখানে একই যোতের বা মধ্যস্বত্বের এক বা একাধিক দখলীকারের বা মালিকের নামে যদি নোটিশ থাকে, তবে নোটিশ জারী করিতে হইলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে বিবাদীর নামে সমন জারী করিবার যে প্রণালী বিহিত আছে সেই প্রকারে জারী হইবে; এবং একই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন যোতের বা মধ্যস্বত্বের অনেকগুলি দখলীকার বা মালিকদের নামে যদি নোটিশ থাকে তবে উহা জারী করিতে হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে বিবাদীর নামে সমন জারী করিবার যে প্রণালী বিহিত আছে, সেই প্রণালীতে, কিংবা ঘোষণাদ্বারা ও ঢোল পিটাইয়া এবং গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে তাহা লটকাইয়া, এবং গ্রামে যেখানে সাধারণতঃ খাজনা দেওয়া হয় এরূপ কাছারী থাকিলে, সেখানে লটকাইয়া জারী করিতে হইবে। গ্রামে যদি লোকের বসবাস না থাকে, তবে নিকটস্থ যে গ্রামে লোকের বসবাস আছে সেই গ্রামে নোটিশ লটকাইতে হইবে।

কিন্তু যাঁহার উপর নোটিশ জারী করিতে হইবে তিনি নাবালক হইলে, সেই নাবালকের উপর, এবং তাঁহার আইনমত অভিভাবকের উপর কিংবা নোটিশজারীকারী ব্যক্তির প্রার্থনামতে আদালত যাঁহাকে মোকদ্দমার জন্য অভিভাবক (guardian ad litem) নিযুক্ত করেন তাঁহার উপর নোটিশ জারী করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রধান খাদ্যশস্য ও মূল্যের তালিকা।

স্থান।

৩। ঐ আইনের ৩৯ ধারার (১) প্রকরণের কার্য্যপক্ষে জিলার প্রত্যেক মহকুমা "স্থান" বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং মহকুমার কোন্ বাজারে মূল্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হইবে, কালেক্টর তাহা নিদ্ধারণ করিয়া দিবেন।

প্রধান খাদ্যশস্য।

৪। এইরূপ সকল স্থানেই চাউল প্রধান খাদ্যশস্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, এবং অন্য কোন আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা প্রধান খাদ্যশস্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মূল্যের তালিকা প্রস্তুতকরণের তারিখ।

৫। অন্ততঃ ২০ দিন অন্তর প্রতিমাসে কোন হাটের দিনে প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। রেভিনিউ বোর্ডের শাসনাধীনে কালেক্টর ঐরূপ হাটের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন।

বাজার-দর নিরূপণ করিবার প্রণালী।

৬। ৫ম বিধি অনুসারে নির্দ্ধারিত দিনে উক্ত হাটে প্রধান খাদ্যশস্য প্রকৃতপক্ষে যে খুচরা দরে বিক্রীত হইয়াছিল, মূল্যের তালিকায় সেই দর লিখিত থাকিবে।

কে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

৭। (১) সব-ডেপুটী কালেক্টরের নিম্নতর নহে এরূপ কোন গেজেটকৃত কর্ম্মচারী সাধারণতঃ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

কিন্তু বিশেষ স্থলে, যেখানে সব-ডেপুটী কালেক্টর পাওয়া না যায়, সেখানে কালেক্টর কোন কানুনগোকে তালিকা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা দিতে পারেন।

(২) জিলার সদর ব্যতীত অন্য কোন স্থানের হাটে যদি মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, যে সকল দিনে কোন সবডেপুটী কালেক্টরকে বা কানুনগোকে পাওয়া না যায়, সেই সব দিনের মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কমিশনারের অনুমতি লইয়া কালেক্টর কোন সবরেজিষ্ট্রারকে ক্ষমতা দিতে পারেন।

(৩) মূল্যের তালিকা প্রস্তুতকরণে, সেই স্থানবাসী এক বা দুই জন ভদ্রলোকের সাহায্য সর্ব্বদা লওয়া হইবে, এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন, এবং যে কর্ম্মচারী তাহা প্রস্তুত করিতেছেন তিনি, উক্ত তালিকায় স্বাক্ষর করিবেন।

তালিকাপ্রস্তুতকারী কর্ম্মচারী কি কি লিপিবদ্ধ করিবেন।

৮। তালিকা প্রস্তুত করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যতদূর সম্ভব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিবেন—

(ক) যে হাটের দর লিপিবদ্ধ করা হইতেছে সেই হাটে তাঁহার উপস্থিতির তারিখ ;

(খ) তাঁহার সম্মুখে যে যে দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছিল তাহার বিক্রেতা ও ক্রেতাদিগের নাম, বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ ও তাহার মূল্য।

কোন অধস্তন কর্ম্মচারী মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিলে তাহার পরীক্ষা ও পুনর্দস্তখত।

৯। সবডিভিসনাল অফিসার ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক মূল্যের তালিকা প্রস্তুত হইলে, তাহা সবডিভিসনাল অফিসারের নিকট,

বা তৎপক্ষে কালেক্টর কর্তৃক নির্ব্বাচিত অপর কোন কর্ম্মচারীর নিকট, পেশ করা হইবে। ঐ কর্ম্মচারী সেই তালিকা পরীক্ষা করিবেন। তিনি ব্যাখ্যান (explanation) চাহিয়া পাঠাইতে পারেন, ভ্রমসংশোধন করাইতে পারেন, এবং উক্ত তালিকার নির্ভুলতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইলে, তিনি তাহাতে পুনরায় দস্তখত (countersign) করিবেন।

মূল্যের তালিকা প্রকাশকরণ।

১০। যে যে হাট সম্বন্ধীয় মূল্যতালিকা প্রস্তুত হয় সেই সেই হাটে, এবং কালেক্টরের কাছারীতে, মহকুমার কাছারীতে, এবং সেই স্থানের প্রত্যেক থানায় এবং মুনসেফী আদালতে মূল্যতালিকা প্রকাশিত হইবে।

বোর্ডে মূল্যতালিকা পেশকরণ।

১১। ১০ম বিধিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে প্রকাশকরণের তারিখের এক মাস পরে, উক্ত মূল্যের তালিকা, এবং তদ্‌বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইয়া থাকিলে তাহা, ও ঐরূপ আপত্তি সম্বন্ধে তালিকা-প্রস্তুতকারী কর্ম্মচারীর ও পুনর্দস্তখতকারী কর্ম্মচারীর (৯ম বিধি দ্রষ্টব্য) ও কালেক্টরের মন্তব্য, রেভিনিউ বোর্ডের নিকট পেশ করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করিবার দরখাস্ত কাহার নিকট করিতে হইবে।

১২। উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করিবার জন্য ভূম্যধিকারীর দরখাস্ত সেই জিলার কালেক্টরের নিকট করিতে হইবে। উক্ত দরখাস্ত অন্য

কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট করা হইয়া থাকিলে তিনি তাহা কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

স্থানীয় তদন্ত দ্বারা সত্যতা নির্ণয়।

১৩। উক্ত দরখাস্ত যতদূর-সম্ভব এই বিধিগুলির পশ্চাৎলিখিত ১নং ফরম অনুযায়ী হইবে। কালেক্টর স্বয়ং সেই দরখাস্তের সত্যতা নির্ণয় করিবেন, অথবা সব-ডেপুটী কালেক্টর হইতে নিম্নতর নহে এরূপ কোন কর্ম্মচারীকে সত্যতা নির্ণয়ের জন্য নিযুক্ত করিবেন। সর্ব্বস্থলেই স্থানীয় তদন্তদ্বারা সত্যতা নির্ণীত হইবে।

স্থানীয় তদন্তসম্বন্ধে প্রচারকরণ।

১৪। ১৩শ বিধিমতে স্থানীয় তদন্ত করিবার পূর্ব্বে রাজস্বকর্ম্মচারী সমস্ত গ্রামের সকল প্রজাদিগকে উক্ত তদন্ত ও তাহার তারিখ সম্বন্ধে সাধারণ নোটিশ দিয়া ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিবেন। এইরূপ প্রত্যেক গ্রামে ঢোল পিটাইয়া তিনি ঘোষণা প্রচার করিবেন। এবং প্রত্যেক গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে ঐরূপ ঘোষণার নকল এবং ভূম্যধিকারীর দরখাস্তের নকল অস্ততঃ দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে লটকাইয়া দিবেন। যিনি রেজিষ্টারীর জন্য দরখাস্ত করিবেন, তিনি ঐ প্রচারের সমস্ত খরচ বহন করিবেন।

স্থানীয় তদন্তের কথা লিপিবদ্ধকরণ।

১৫। যে রাজস্বকর্ম্মচারী ১৩ বিধিমতে স্থানীয় তদন্ত করেন, তিনি ইহা নির্দ্ধারণ করিবেন যে উৎকর্ষসাধনের কার্য্য করা হইয়াছে কিনা, ও যদি করা হইয়া থাকে, তবে কোন্ সময়ে, কত খরচায়, ও কাহার খরচায় করা হইয়াছে, এবং খরচার কত অংশ ভূম্যধিকারী

বহন করিয়াছেন, এবং সেই কার্য্য ঐ আইনের ৭৬ ধারার অর্থমতে কোন উৎকর্ষসাধন কিনা, এবং ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক আইনসঙ্গত ভাবে করা হইয়াছে কিনা, এবং ঐ উৎকর্ষসাধন ৭৬ ধারার (২) প্রকরণের (ঙ) দফার অন্তর্গত হইলে, প্রথম উৎকর্ষসাধন জন্য পূর্ব্ব হইতেই বর্দ্ধিত খাজনা দেওয়া হইতেছে কিনা, এবং তদ্দ্বারা কোন্ কোন্ প্রজা লাভবান হইয়াছেন ও কি পরিমাণে লাভবান হইয়াছেন। রাজস্বকর্ম্মচারী তাঁহার স্থানীয় তদন্তের ফল কোন কার্য্যানুষ্ঠানে লিপিবদ্ধ করিবেন। কালেক্টর ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মচারী স্থানীয় তদন্ত করিলে, তিনি তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানলিপি কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

স্থানীয় তদন্তের পর কালেক্টরের আদেশ।

১৬। কালেক্টর স্থানীয় তদন্তের কার্য্যানুষ্ঠানের লিপি পাঠ করিয়া ও বিচার করিয়া, এবং আবশ্যক বিবেচনা করিলে আরও তদন্ত করিয়া, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারীকরণসম্বন্ধে মঞ্জুরীর বা না-মঞ্জুরীর আদেশ দিবেন; এবং রেজিষ্টারীকরার আদেশ দিলে, তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন যে, তাহা ঐ আইনের ৭৬ ধারার (২) প্রকরণের (ঙ) দফার অন্তর্গত কিনা, এবং অন্তর্গত হইলে, প্রথম উৎকর্ষসাধন জন্য কত বর্দ্ধিত খাজনা দেওয়া হইতেছে।

উৎকর্ষসাধনসম্বন্ধে প্রমাণ-লিপিবদ্ধকারী কর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

১৭। ঐ আইনের ৮১ ধারার (১) প্রকরণমতে প্রমাণ-লিপিবদ্ধকারী প্রত্যেক রাজস্বকর্ম্মচারী, মোকদ্দমার বিচারকার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা পরিচালনা করেন, সেই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৮ অর্ডারের ৫ ও ৮ রুলের বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভূম্যধিকারীর নিজ-জমির লিপি।

ভুম্যধিকারীর নিজ-জমি লিপিবদ্ধকরণ জন্য কাহার নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

১৮। ঐ আইনের ১১৮ ধারামতে দরখাস্ত কালেক্টরের নিকট করিতে হইবে। অন্য কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট ঐরূপ দরখাস্ত করা হইলে তিনি তাহা কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ঐ দরখাস্তে কি কি বিষয় থাকিবে।

১৯। যে পক্ষ ঐরূপ দরখাস্ত করিয়াছেন তিনি উহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং যতদূর সম্ভব নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি দরখাস্তে লিখিবেন :—

(ক) মহালের নাম, তৌজি নম্বর এবং রাজস্ব ;

(খ) রেজিষ্ট্রীকৃত ভূস্বামীদের নাম, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের অংশ ;

(গ) দরখাস্তে উল্লিখিত প্রত্যেক ভূমিখণ্ড কোন্ গ্রামে অবস্থিত এবং তাহার পরিমাণ ও চৌহদ্দি সম্বলিত বিশদ বর্ণনা।

(ঘ) কোন প্রজা উহা দখল করিতে থাকিলে, ঐরূপ প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের প্রজার নাম ; এবং

(ঙ) দরখাস্তের হেতুসমূহ।

দরখাস্তপ্রাপ্তির পর তদন্ত।

২০। কালেক্টর দরখাস্ত পাইয়া দরখাস্তকারীকে বা তাঁহার কর্ম্মচারীকে পরীক্ষা করিয়া যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন সেইরূপ তদন্ত করিবেন,

এবং কার্য্যানুষ্ঠান চলিবার আদেশ দিবার পূর্ব্বে আরও বিশদ বিবরণ চাহিতে পারেন। কালেক্টর কার্য্যানুষ্ঠান চলিবার আদেশ করিলে, তিনি কোন নিম্ন রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট তদন্ত ও রিপোর্টের জন্য দরখাস্তটী পাঠাইতে পারেন।

প্রয়োজন হইলে জমি মাপকরণ ও তাহার খরচা আমানতকরণ।

২১। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উপযুক্ত কার্য্যকারক দ্বারা ভূমির পরিমাণ মাপ করিয়া নির্দ্ধারিত না হইয়া থাকিলে, কিম্বা যথেষ্ট কারণবশতঃ পুনরায় মাপকরা উচিত বিবেচিত হইলে, কালেক্টর উক্ত ভূমি মাপ করিবার আদেশ দিবেন, ও মাপ করিবার আনুমানিক খরচা নির্দ্ধারণ করিয়া দরখাস্তকারীকে ঐ টাকা একসঙ্গে বা কিস্তিতে কিস্তিতে (তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন) আমানত করিবার আদেশ দিবেন।

কার্য্যানুষ্ঠান লিপিবদ্ধকরণ।

২২। কালেক্টর যদি স্থির করেন যে উক্ত জমি বা তাহার কোন অংশ ঐ আইনের ১২০ ধারার অর্থমতে ভূম্যধিকারীর নিজ জমি, তাহা হইলে তিনি ঐ মর্ম্মে কার্য্যানুষ্ঠান লিপিবদ্ধ করিবেন, ও ভূমির জরিপ দ্বারা নির্দ্ধারিত কোন মানচিত্রও নথিভূক্ত করিবেন।

ঐ আইনের ১১শ অধ্যায় অনুসারে কার্য্যকারী কর্ম্মচারীগণের প্রতি ৩৮ হইতে ৪৫ বিধিগুলি খাটিবে।

২৩। ঐ আইনের ১১শ অধ্যায় অনুযায়ী কার্য্যকারী কোন রাজস্বকর্ম্মচারী সম্বন্ধে ঐ আইনের ১০ম অধ্যায়মতে কার্য্যকারী কোন রাজস্বকর্ম্মচারীসম্বন্ধীয় ৩৮ হইতে ৪৫ বিধিগুলি খাটিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারীর ফী ও ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী আদায় ও প্রেরণ।

এই অধ্যায়ে 'হস্তান্তর-ফী' শব্দের অর্থ।

২৪। এই অধ্যায়ের বিধিগুলিতে 'হস্তান্তর ফী' অর্থে, ঐ আইনের ১২, ১৩, ১৫, ১৮ (১) (ক) ধারাগুলিমতে দেয় ভূম্যধিকারীর ফী, ঐ আইনের ২৬গ এবং ২৬চ ধারাগুলিমতে দেয় ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী, এবং ২৬জ বা ৪৮জ ধারামতে ভূম্যধিকারীকে দেয় ফীও বুঝাইবে।

ফী জন্য নোটিশ এবং খরচা।

২৫। (১) ঐ আইনের ১২, ১৩, ১৫, ১৮ (১) (ক), ২৬গ, ২৬ঙ, ২৬চ, ২৬জ এবং ৪৮জ ধারাগুলিমতে নোটিশে, এই বিধিগুলির পশ্চাল্লিখিত ২নং হইতে ৭নং ফরমে যে বিবরণগুলি দেওয়া আছে, তাহা যতদূর সম্ভব লিখিত থাকিবে।

(২) এই নোটিশ জারীর খরচার জন্য প্রত্যেক যোতের বা মধ্যস্বত্বের হস্তান্তরবাবদ ১৲ পরওয়ানা ফী লওয়া হইবে; কিন্তু অনেকগুলি যোত বা মধ্যস্বত্ব যদি একই হস্তান্তরের দলিলভুক্ত হয় ও একই ভূম্যধিকারী বা সরিক-ভূম্যধিকারীবর্গের অধীনে দখলী হয়, তাহা হইলে মাত্র ১৲ টাকার একটী ফী দেয় হইবে।

(৩) হস্তান্তর-ফী পাঠাইবার খরচা, ফীর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে হইবে, কিন্তু আট আনার কম হইবে না; এক আনার অংশকে পূর্ণ এক আনা বলিয়া ধরা হইবে।

(৪) হস্তান্তর-ফী নগদ টাকায় এবং পরওয়ানা-ফী ও পাঠাইবার খরচা কোর্টফী-ষ্টাম্পে দিতে হইবে; উহা রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারীর নিকট অথবা আদালতের নিকট (স্থলভেদে যেরূপ হয়) দিতে হইবে।

কাহার উপর ও কখন নোটিশ জারী করিতে হইবে।

২৬। (১) যদি একমাত্র ভূম্যধিকারী হয়, কিংবা দুই বা ততোধিক সরিক-এজমালী ভূম্যধিকারী হয় এবং ৯৯ক ধারামতে তাঁহাদের কোন কমন এজেণ্ট থাকে বা ৯৫ ধারামতে নিযুক্ত কোন কমন ম্যানেজার থাকে, তাহা হইলে ২৫ বিধিতে উল্লিখিত নোটিশ ঐরূপ একমাত্র ভূম্যধিকারীর বা তাঁহার এজেণ্টের উপর, বা স্থলভেদে কমন এজেণ্টের বা কমন ম্যানেজারের উপর, জারী করিতে হইবে।

(২) যদি একাধিক ভূম্যধিকারী থাকে, এবং তাঁহাদের কোন কমন এজেণ্ট বা কমন ম্যানেজার না থাকে, তাহা হইলে নোটিশে যাঁহাদের নাম আছে এরূপ প্রত্যেক এজমালী ভূম্যধিকারীর উপর নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(৩) কালেক্টর বা অন্য যে কর্ম্মচারী নোটিশজারীকরণের আদেশ দস্তখত করেন, তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, হস্তান্তর-ফী ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হইয়াছে কিনা, এবং পরওয়ানা-ফী ও পাঠাইবার খরচা কোর্ট-ফী ষ্ট্যাম্পে দেওয়া হইয়াছে কিনা।

জারীর প্রণালী।

২৭। (১) ২৫ বিধিমতে প্রত্যেক স্থলে, কালেক্টরের উপর যে নোটিশজারী করিতে হইবে তাহা ছাড়া অন্য নোটিশ ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়মতে রেজিষ্টারীডাকে পাঠান হইবে, এবং প্রাপ্তিস্বীকার জন্য ফী (acknowledgment fee) দিতে হইবে।

(২) রেজিষ্টারী ডাকে প্রেরিত নোটিশের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র পাওয়া না গেলে, ঐ নোটিশের একখানি নকল দুই সপ্তাহ ধরিয়া কালেক্টরের

আফিসে লটকাইয়া রাখিয়া জারী করা হইবে, এবং তৎপরে ঐ নোটিশ যথারীতি জারী করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৬ (১) বিধি লিখিত স্থলে হস্তান্তর-ফী প্রেরণ।

২৮। (১) যেস্থলে হস্তান্তর-ফী সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেণ্টকে দেয় হয় বা রেভিনিউ বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন ন্যস্ত মহালকে (trust estate), কিংবা কোর্ট-অফ-ওয়ার্ড্‌সের কর্ত্তৃত্বাধীন ও ট্রেজারিতে যাহার জন্য বিশেষ হিসাবের খাতা রক্ষিত হয় এরূপ কোন মহালকে, বা যাঁহার জন্য ২৯খ বিধিমতে বিশেষ হিসাব খোলা হইয়াছে এরূপ কোন ভূম্যধিকারীকে দেয় হয়, তাহা ছাড়া ২৬ (১) বিধিতে লিখিত স্থলে, ২৭ (১) বিধিমতে প্রেরিত নোটিশের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র পাওয়া গেলে, হস্তান্তর-ফী উক্ত ভূম্যধিকারীকে বা তাঁহার এজেণ্টকে, বা কমন এজেণ্টকে বা কমন ম্যানেজারকে (স্থলভেদে যেরূপ হয়) মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। নোটিশের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র পাওয়া না গেলে, উক্ত একমাত্র ভূম্যধিকারী বা তাঁহার এজেণ্টের লিখিত দরখাস্ত ক্রমে তাঁহাকে দেওয়া হইবে বা মনিঅর্ডার দ্বারা পাঠান যাইবে।

(২) মনিঅর্ডারের কুপনে ও স্বীকারপত্র-অংশে কালেক্টরের কেস্ নম্বর, ও মনিঅর্ডার-সংক্রান্ত হস্তান্তর-ফীর বিশদ বিবরণ যে নোটিশে আছে, সেই নোটিশের তারিখ লিখিত থাকিবে।

২৬ (২) বিধিমতে হস্তান্তর-ফী প্রদান।

২৯। (১) যে স্থলে নিম্নলিখিত উপবিধিগুলি মতে, ঐ আইনের ৬গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষ বিধিমতে কোন দরখাস্তে স্বতন্ত্রভাবে টাকা দেওয়া হয়, সেই স্থলব্যতিরেকে, ২৬ (২) বিধিতে উল্লিখিত স্থলে,

নোটিশে লিখিত সমুদয় সরিক-ভূম্যধিকারীর দরখাস্তক্রমে ও তাঁহারা একযোগে রসিদ দিলে, তবে হস্তান্তর-ফী দেওয়া যাইতে পারে।

(২) ঐ আইনের ২৬গ ধারার (৩) দফার প্রথম বিশেষবিধিমতে, ২৬ ধারার নোটিশে উল্লিখিত কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, কোন দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত কর্ত্তৃক যোত হস্তান্তর করার জন্য হস্তান্তর-ফীর মধ্যে তাঁহার প্রাপ্য অনুপাত হিসাবে অংশ লইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে আরজীতে যেরূপ সত্যপাঠ থাকে, ঐ দরখাস্তও সেইরূপ সত্যপাঠযুক্ত হইবে, এবং অন্যান্য সরিক-ভূম্যধিকারীদের নাম ও ঠিকানা, এবং ২৬ বিধিতে উল্লিখিত নোটিশে ভূম্যধিকারী বলিয়া যাঁহাদের নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের কত অংশ তাহাও লেখা থাকিবে। ঐ দরখাস্তের সহিত এই নিয়মাবলীর পশ্চাল্লিখিত ৭ নম্বর ফরম অনুসারে নোটিশও দিতে হইবে; ঐ নোটিশ উপরোক্ত প্রত্যেক সরিক বা ব্যক্তির উপর কালেক্টার জারী করাইবেন।

(৩) কালেক্টরের সম্মুখে ঐরূপ সরিক-ভূম্যধিকারী বা ব্যক্তি বা তাঁহার ক্ষমতাপন্ন এজেন্ট বা কমন এজেন্ট বা কমন ম্যানেজার যদি উপস্থিত না থাকেন, তবে ঐরূপ প্রত্যেক নোটিশই ডাকঘর বিষয়ক আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়মতে "প্রাপ্তিস্বীকারপত্র" (acknowledgment due) সহিত রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, এবং কালেক্টরের সম্মুখে ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্ত দাখিল করা হইলে দরখাস্ত-কারীকে ১৲ পরোয়ানা-ফী কোর্ট-ফী ষ্ট্যাম্প দ্বারা দিতে হইবে।

(৪) উপরোক্ত (৩) উপবিধিতে উল্লিখিত নোটিশজারীর পর কালেক্টর যদি দেখেন যে, দরখাস্তকারী যে অংশ দাবী করিতেছেন সে সম্বন্ধে

কোন বিবাদ নাই, তবে সেই অংশের অনুপাতে হস্তান্তর-ফীর অংশ কালেক্টর তাঁহাকে দিবেন।

(৫) কালেক্টার যদি দেখেন যে, উক্ত অংশ সম্বন্ধে আপত্তি হইয়াছে, কিংবা যদি দরখাস্তকারীর নাম ২৬ বিধিমতে নোটিশে উল্লিখিত না থাকে, এবং সরিকগণও একযোগে রসিদ দিয়া টাকা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হন, তবে উক্ত পক্ষ দেওয়ানী আদালত হইতে ডিক্রী বা আদেশ না পাইলে তাঁহাকে কোন টাকা দেওয়া হইবে না।

(৬) একই স্বত্বে এবং স্বার্থে দরখাস্তকারী দাবী করিলে, (২) উপবিধিমতে কোন দরখাস্তে হস্তান্তর-ফীর দুই বা ততোধিক দফা একই দরখাস্তের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, এবং অন্যান্য সরিকগণ একই হইলে আর পৃথক পরোয়ানা-ফী দিতে হইবে না।

(৭) ২৬ বিধিমতে নোটিশে উল্লিখিত কোন সরিক-ভূম্যধিকারী (২) এবং (৩) উপবিধিমতে নোটিশের জবাবস্বরূপ দরখাস্ত করিলে, উক্ত দরখাস্ত ঐ আইনের ২৬গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষবিধিমতে দরখাস্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এবং ঐ দরখাস্তে অন্য কোন নূতন সরিক-ভূম্যধিকারীর নাম উল্লেখ করা না হইলে, বা দরখাস্তকারী ভিন্নরূপ অংশ বা স্বত্বের দাবী না করিলে, অন্যান্য সরিকগণকে আর পুনরায় নোটিশ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৮) ট্রেজারী হইতে প্রত্যক্ষভাবে লওয়া না হইলে, এই বিধিমতে হস্তান্তর-ফী মনিঅর্ডার দ্বারা ভূম্যধিকারীর নিকট, কিংবা তাঁহার কমন এজেন্ট বা কমন ম্যানেজার কেহ থাকিলে, তাঁহার নিকট, প্রেরণ করা হইবে; কিন্তু যেস্থলে ঐ টাকা সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেণ্টকে দেয় হয়, বা রেভিনিউ-বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন ন্যস্ত মহালকে (trust estate), কিংবা কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ড্সের কর্ত্তৃত্বাধীন ও ট্রেজারীতে

যাহার জন্য বিশেষ হিসাবের খাতা রক্ষিত হয় এইরূপ কোন মহালকে বা যাঁহার জন্য ২৯খ বিধিমতে বিশেষ হিসাব খোলা হইয়াছে এরূপ কোন ভূম্যধিকারীকে দেয় হয়, যেস্থলে এই বিধি খাটিবে না। (পরবর্ত্তী বিধি দ্রষ্টব্য)

গভর্ণমেণ্ট বা কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীন মহাল ইত্যাদির প্রাপ্য ফী প্রদান।

২৯ক। গভর্ণমেণ্টের, বা রেভিনিউ-বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীন কোন ন্যস্ত মহালের, বা কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীন ও ট্রেজারীতে যাহার জন্য বিশেষ হিসাবের খাতা রক্ষিত হয় এরূপ কোন মহালের, প্রাপ্য হস্তান্তর-ফী ট্রেজারীর হিসাবে বা উক্ত মহালের বিশেষ হিসাবে, স্থলভেদে যেরূপ হয়, সরাসরি জমা হইবে।

ভূম্যধিকারীর খতিয়ান বহি।

২৯খ। কোন মহালের, মধ্যস্বত্বের বা উহার অংশের কোন একমাত্র ভূম্যধিকারী বা সমুদয় সরিক-ভূম্যধিকারী কালেক্টরের নিকট খতিয়ান-বহির-জন্য দরখাস্ত করিলে, তাঁহাদের স্বপক্ষে দেয় হস্তান্তর-ফীর জন্য তাঁহাদের নামে বিশেষ হিসাব বা খতিয়ান-বহি খোলা যাইতে পারে; কিন্তু বিশেষবিধি এই যে, এজমালী ভূম্যধিকারীদিগের স্থলে, সেই মহালে বা মধ্যস্বত্বে বা উহার অংশে (যাহার নিমিত্ত দরখাস্ত করা হইয়াছে) তাঁহাদের অংশ একই প্রকারের (uniform) হইলে তবে ঐরূপ হিসাব খোলা হইবে। এবং আরও বিশেষ বিধি এই যে, ভূম্যধিকারী কোন রাজস্বদায়ী মহালের বা নিষ্কর সম্পত্তির মালিক হইলে, তাঁহার নাম কালেক্টারের ল্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেসন রেজিষ্টারে যথাবিধি লিপিবদ্ধ থাকিলে তবে ঐ হিসাব খোলা হইবে।

উদাহরণ। চ ও ছ, এই দুই গ্রাম মিলিয়া একটী মধ্যস্বত্ব হইয়াছে, তাহার অধিকারী তিন ব্যক্তি ক, খ ও গ। চ গ্রামে তাঁহাদের।০, ।০ ও ॥০ করিয়া অংশ, এবং ছ গ্রামে ক'র ।৵০ ও খ'র ।৵০ এবং গ'র কোন অংশ নাই। এস্থলে তাঁহাদের চ ও ছ এই দুই গ্রামের জন্য একটী খতিয়ান খোলা যাইতে পারে না, কিন্তু চ গ্রামের জন্য একটী খতিয়ান ও ছ গ্রামের জন্য পৃথক আর একটী খতিয়ান খোলা যাইতে পারে।

(২) এইরূপ প্রত্যেক দরখাস্তই দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে আরজির ন্যায় সত্যপাঠযুক্ত হইবে, এবং তাহাতে মহালের বা মধ্যস্বত্বের বা তাহার অংশের (স্থল বিশেষে যেরূপ হয়) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, গ্রামের নাম, থানার নাম, এবং স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, যে খতিয়ানে লিখিত হইয়াছে সেই খতিয়ানের ক্রমিক নম্বর, দিতে হইবে। সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর নাম ও ঠিকানা ও তাঁহাদের নিজ নিজ অংশও তাহাতে লিখিত থাকিবে।

(৩) মহালের বা মধ্যস্বত্বের বা তাহার অংশের বর্ণনা ও ২৬ বিধিমতে নোটিশে লিখিত ভূম্যধিকারীদের নাম যদি উক্ত বিশেষ-খতিয়ান-বহির জন্য দরখাস্তে লিখিত নাম ও বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়, তবে হস্তান্তর-ফী সমূহ উক্ত খতিয়ানবহি-ভুক্ত করা হইবে, ও সেই মর্ম্মে সংবাদ ২৬ বিধিমতে হস্তান্তরের নোটিশের মেমোর সহিত ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠান হইবে।

(৪) যাঁহার দরখাস্তক্রমে বিশেষ খতিয়ানবহি খোলা হইয়াছে, সেই ভূম্যধিকারী খতিয়ানবহিতে তাঁহার নামে যে টাকা জমা আছে তাহা পাইবার জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন; এবং তদনুসারে কালেক্টার, কোন বিবাদ না থাকিলে, তাঁহাকে তাহা দিতে পারেন।

(৫) উপরোক্ত (৪) উপবিধিমতে প্রত্যেক দরখাস্তে, ভূম্যধিকারীদের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা, ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লিখিত থাকিবে, এবং উক্ত দরখাস্ত দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে আরজির ন্যায় সত্যপাঠযুক্ত হইবে।

(৬) কোন সরিক-ভূম্যধিকারী (৪) উপবিধিমতে তাঁহার অংশ স্বতন্ত্রভাবে দিবার জন্য দরখাস্ত করিলে, তাহা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২৬গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষবিধিমতে দরখাস্ত বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু তাঁহার অংশ সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকার জন্য বা ঐরূপ অন্য কোন কারণে যদি কালেক্টর অন্য কোনরূপ আদেশ না দেন, তবে ২৯ বিধির বিধান প্রযোজ্য হইবে না, ও অন্যান্য সরিক-ভূম্যধিকারীদের উপর আর নোটিশ জারী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৭) এই বিধিমতে বিশেষ-খতিয়ানবহি রাখিবার জন্য, প্রত্যেক স্বতন্ত্র হিসাবে নিম্নলিখিত হারে বাৎসরিক ফী আদায় করা হইবে:—

সমগ্র মহালের বা মধ্যস্বত্বের রাজস্ব বা খাজনা ১০০৲ টাকার অধিক না হইলে......১০৲ টাকা; অন্য সকল স্থলে......২৫৲ টাকা।

(৮) ভূম্যধিকারী বা কোন সরিক-ভূম্যধিকারী উহার রক্ষণসম্বন্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, উক্ত খতিয়ানবহি বন্ধ করা হইবে। (৭) বিধিমতে বিহিত বাৎসরিক ফী দেওয়া না হইলে, বা কোন বিবাদ থাকার জন্য বা ঐরূপ অন্য কোন কারণে ঐরূপ খতিয়ান বহি রাখা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া কালেক্টর মনে করিলে, তিনি ঐরূপ খতিয়ান বহি পুনরারম্ভ (renew) করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। ১লা এপ্রিল হইতে ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐরূপ হিসাব বহির বৎসর ধরিতে হইবে, ও ফী অগ্রিম দেয় হইবে।

হস্তান্তর-ফী কখন আমানত রাখা হইবে ও কখন বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

২৯গ। (১) যেস্থলে হস্তান্তর-ফী মনিঅর্ডারদ্বারা প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু গ্রহীতা তাহা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেস্থলে, এবং যেস্থলে ট্রেজারীর হিসাবে কিংবা ২৯ক বা ২৯খ বিধিমতে বিশেষ খতিয়ান-বহিতে টাকা জমা করিয়া লওয়া হইয়াছে কিংবা অন্য কোন প্রকারে দেওয়া হইয়াছে, সেস্থলব্যতিরেকে অন্য স্থলে, উক্ত টাকা বা তাহার যাহা বাকী থাকে তাহা ২৬ বিধিতে উল্লিখিত নোটিশ জারীর তারিখ হইতে ৫ বৎসর কাল আমানত করিয়া রাখা হইবে।

(২) ঐরূপ কাল উত্তীর্ণ হইলে, সেই জিলার কালেক্টার, বা সব-ডেপুটি কালেক্টরের নিম্নতর নহে এরূপ যে কর্ম্মচারী কালেক্টর কর্ত্তৃক হস্তান্তর-ফী-সম্পর্কীয় বিষয় সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ঘোষণা করিবেন যে, যে সমস্ত হস্তান্তর-ফী কালেক্টরের আফিসে জমা আছে, এবং যাহা গ্রহণের জন্য কোন দরখাস্ত হয় নাই, তাহা গভর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নোটিশ জারী।

৪৬(২) ধারামতে চুক্তিপত্র দাখিলকরণ ও জারীকরণ।

৩০। ঐ আইনের ৪৬ ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত চুক্তিপত্রের খসড়া, যে আদালত উক্ত যোত-দখলের মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং হাইকোর্টের

বিহিত নিয়মানুসারে তলবানা দাখিল করিলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে বিবাদীর উপর সমন যে প্রকারে জারী হয়, সেই প্রকারে তাহা রাইয়তের উপর জারী করা হইবে।

৬১ ধারার (ঘ) দফাস্থলে আমানতগ্রহণের নোটিশ জারীকরণ।

৩১। ঐ আইনের ৬৩ ধারার (৴০) প্রকরণে উল্লিখিত ৬১ ধারার (ঘ) দফাস্থলে, আমানত গ্রহণের নোটিশ রেজিষ্টারী চিঠিতে ডাকে পাঠাইয়া জারী করা হইবে, কিংবা আদালত আবশ্যক বোধ করিলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে বিবাদীর উপর সমন যেরূপে জারী করা হয়, সেইরূপে তাহা জারী করা হইবে।

১২ (২) ধারামতে সাধারণ নোটিশ প্রচার।

৩২। ১২ ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত হস্তান্তরের সাধারণ নোটিশ প্রচার করিতে হইলে, হস্তান্তরগ্রহীতা প্রজাদের উপর একটী নোটিশ লিখিয়া দিবেন; উহা ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে, কিংবা ভূমির উপরে কোন সুপ্রকাশ স্থানে অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে লটকাইয়া দেওয়া হইবে এবং হস্তান্তর যে গ্রামসম্পর্কিত, সেই গ্রামে ঢোল পিটাইয়া হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া, উক্ত নোটিশ প্রচারিত হইবে। হস্তান্তর-গ্রহীতা উচিত বিবেচনা করিলে, যে আদালত উক্ত যোতবাবদ বাকীখাজনার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন সেই আদালতে নোটিশজারীর জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, এবং হাইকোর্টের বিহিত নিয়মানুসারে পরোয়ানা-ফী দাখিল করিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে আদালত নোটিশ জারী করিবেন।

রাইয়ত কর্ত্তৃক ইস্তফার অভিপ্রায়ের নোটিশ।

৩৩। রাইয়ত যদি প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ধারার (২) প্রকরণমতে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি নিজে ভূম্যধিকারীর উপর ইস্তফা দিবার অভিপ্রায় জানাইয়া নোটিশ জারী করিতে পারেন; কিন্তু তিনি ঐ ধারার (৪) প্রকরণমতে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে, হাইকোর্টের নিয়মানুসারে পরোয়ানা-ফী দাখিল করিলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে বিবাদীর উপর সমন যেরূপে জারী করা হয় উক্ত রাইয়তের ইস্তফা দিবার অভিপ্রায়জ্ঞাপক নোটিশও সেইরূপে জারী করা হইবে।

প্রজাকর্ত্তৃক পরিত্যাগের অভিপ্রায়ের নোটিশ।

৩৪। ঐ আইনের ৮৭ ধারার (২) প্রকরণমতে প্রজার স্বীয় যোত পরিত্যাগের নোটিশ, এই বিধিগুলির পশ্চাৎলিখিত ৮ নম্বর ফরম অনুসারে হইবে ও দোকর লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে একখানি নোটিশ পরিত্যক্ত যোতের উপর ঢোল পিটাইয়া প্রকাশিত হইবে, এবং তৎপরে নথিভুক্ত করিয়া রাখা হইবে; এবং অপর নোটিশখানি, অন্ততঃ দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে, যোতের উপর কোন বসতবাটীতে বা বৃক্ষে বা অন্য কোন সুপ্রকাশ বস্তুর উপর লটকান হইবে। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ১৲ ফী দেয় হইবে।

১৫৫ ধারামতে প্রজার প্রতি নোটিশ।

৩৫। ঐ আইনের ১৫৫ ধারামতে প্রজার প্রতি নোটিশ, যে আদালত উক্ত যোতের বাকীখাজনার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন, সেই আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং হাইকোর্টের

নিয়মবিহিত ফী দেওয়া হইলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে বিবাদীর উপর সমন যেরূপে জারী করা হয়, ঐ নোটিশ সেইরূপে জারী করা হইবে।

ভূম্যধিকারীর উপর দায়ের নোটিশ জারীকরণ।

৩৬। (১) কোন একমাত্র ভূম্যধিকারীর অধীনে, বা যাঁহাদের ২৬(ক) বিধিতে উল্লিখিত কোন কমন এজেণ্ট বা কমন ম্যানেজার আছে, এরূপ দুই বা ততোধিক ভূম্যধিকারীগণের অধীনে, কোন ভূমি দখল করা হইতে থাকিলে, ঐ আইনের ১৭৬ ধারায় উল্লিখিত কোন দলিলের নকল, ঐরূপ ভূম্যধিকারীর উপর বা ঐরূপ এজেণ্ট বা ম্যানেজারের উপর জারী করা হইবে।

(২) দুই বা ততোধিক ভূম্যধিকারীর অধীনে কোন ভূমি দখল করা হইতে থাকিলে, এবং তাঁহাদের পূর্ব্বোক্তরূপ কোন কমন এজেণ্ট বা কমন ম্যানেজার না থাকিলে, ঐরূপ দলিলের নকল—

(ক) যদি কাহারও পূর্ব্বোক্তরূপ কোন কমন এজেণ্ট বা ম্যানেজার না থাকে, তবে প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর উপর, কিংবা

(খ) যদি তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের পূর্ব্বোক্তরূপ কোন কমন এজেণ্ট বা কমন ম্যানেজার থাকে, তবে তাঁহার উপর, ও যে সকল ভূম্যধিকারীর এইরূপ কোন এজেণ্ট বা ম্যানেজার নাই তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর—

জারী করা হইবে।

(৩) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে বিবাদীর উপর সমন যেরূপে জারী করা হয়, সেইরূপে উক্ত নকল জারী করা হইবে।

(৪) এইরূপ নোটিশজারীর জন্য নিম্নলিখিত ফী দিতে হইবে—

(৴০) (১) উপবিধিতে উল্লিখিত স্থলে, এক টাকা ; এবং

(৵৹) (২) উপবিধিতে উল্লিখিত স্থলে, দলিলের প্রথম নকলের জন্য এক টাকা, ও প্রত্যেক অতিরিক্ত নকলের জন্য চারি আনা।

১৮০ক ধারার (৬) প্রকরণমতে নোটিশ জারী করিবার প্রণালী।

৩৭। ১৮০ক ধারার (৬) প্রকরণে উল্লিখিত নোটিশ, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে বিবাদীর উপর সমন যে প্রকারে জারী করা হয় সেই প্রকারে জারী করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম ভাগ—জরীপকারী ও স্বত্বের লিখনপ্রস্তুতকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা।

সেটেল্‌মেণ্ট ও সহকারী সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারের ক্ষমতা।

৩৮। ঐ আইনের দশম অধ্যায়মতে কোন জিলায় জরিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুতকরণার্থ কোন রাজস্বকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে, তিনি "সেটেল্‌মেণ্ট-আফিসার" বা "অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসার" এই আখ্যা সহিত বা আখ্যাব্যাতিরেকে নিযুক্ত হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মচারীর নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) পক্ষগণকে বা সাক্ষীগণকে উপস্থিতকরণ জন্য বা দলিল উপস্থিতকরণ বা তাহা পরীক্ষার জন্য কোন দেওয়ানী আদালত যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন, সেই ক্ষমতাসমূহ;

(খ) যে স্থানসম্বন্ধে ঐ আইনের ১০১ ধারামতে কোন আদেশ করা হইয়াছে, সেই স্থানের অন্তর্গত যে কোন জমিতে প্রবেশ

করিবার ক্ষমতা, এবং তাহা জরিপ করিবার, তাহার সীমানা চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা ;

(গ) যে জমিসম্বন্ধে ঐ আইনের ১০১ ধারামতে আদেশ করা হইয়াছে, সেই জমির উৎপাদিকা শক্তি নিরূপণ করিবার জন্য তাহার ফসল কাটিবার, শস্য ঝাড়িবার ও উৎপন্ন শস্য ওজন করিবার ক্ষমতা ; এবং

(ঘ) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধানমতে যে সকল স্থলে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের দশম অধ্যায়মত কোন কার্য্যানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে, সেই সকল স্থলে স্বহস্তে ইংরাজী ভাষায় সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা।

অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসারের অতিরিক্ত ক্ষমতা।

৩৯। "অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসার" এই আখ্যায় যে রাজস্বকর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাঁহার প্রতি, বঙ্গীয় জরিপ আইনমতে "অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ স্মরভে" ও ডেপুটী কালেক্টারের যে সকল ক্ষমতা আছে, তাহা এতদ্দ্বারা ন্যস্ত হইল।

সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারের অতিরিক্ত ক্ষমতা।

৪০। "সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসার" এই আখ্যায় যে রাজস্বকর্ম্মচারী নিযুক্ত হন তাঁহার প্রতি, বঙ্গীয় জরিপ আইনমতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ স্মরভের যে সকল ক্ষমতা আছে, তাহা এতদ্দ্বারা ন্যস্ত হইল।

সেটেল্‌মেণ্ট ও অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারের অতিরিক্ত ক্ষমতা।

৪১। "সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসার" ও "অ্যাসিসট্যাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসার" এই আখ্যায় যে রাজস্বকর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাঁহার প্রতি, মোকদ্দমা বিচারের জন্য দেওয়ানী আদালত যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন, সেই সকল ক্ষমতা এতদ্দ্বারা ন্যস্ত হইল।

অ্যাসিস্‌টাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারকে কতকগুলি বিষয়ের ভার সমর্পণ করিতে সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারের ক্ষমতা।

৪২। "সেটেলমেণ্ট-অফিসার" আখ্যায় যে রাজস্বকর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তিনি কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাঁহার অধীনস্থ কোন অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিষ্পত্তির জন্য সমর্পণ করিতে পারেন—

(ক) ১০৩ক ধারামতে আপত্তি;

(খ) ন্যায্য খাজনা ধার্য্যকরণ ও তৎসহ হারের তালিকা প্রস্তুত করণ;

(গ) ঐ আইনের দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগ অনুসারে বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুতকরণ;

(ঘ) ১০৪খ (৩) ধারা বা ১০৪ঙ ধারামতে আপত্তি;

(ঙ) ১০৫ ধারামতে ন্যায্য খাজনা ধার্য্যকরণ নিমিত্ত দরখাস্ত;

(চ) ১০৬ ধারামতে বিবাদের বিচার জন্য অনুষ্ঠিত মোকদ্দমা।

সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ও অন্যত্র পাঠাইবার ক্ষমতা।

৪৩। "সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসার" আখ্যায় নিযুক্ত কোন রাজস্ব-কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ কোন অ্যাসিসট্যাণ্ট সেটল্‌মেণ্ট-অফিসারের সেরেস্তা হইতে, ৪২ বিধিতে উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যে-কোন অনুষ্ঠান স্বীয় সেরেস্তায় লইয়া আসিতে পারেন, এবং নিজেই তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারেন, বা তাঁহার অধীনস্থ কোন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসারের নিকট নিষ্পত্তির জন্য পাঠাইয়া দিতে পারেন। তিনি ঐ আইনের ১০৬ ধারামতে কোন বিশেষ মোকদ্দমা বা

বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমা বিচারের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দিতে পারেন।

কোন সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসার নিযুক্ত না হইলে জিলার কালেক্টর তাঁহার কার্য্য করিবেন।

৪৪। কোন জিলায় কোন বিশেষ সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসার নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, সেই জিলার কালেক্টর ঐ আইনের দশম অধ্যায়মত রাজস্বকর্ম্মচারীর সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য এতদ্দ্বারা নিযুক্ত হইলেন, এবং ৩৮ হইতে ৪৩ বিধিমত সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসারের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল।

ডাইরেক্টর অফ্ ল্যাণ্ড রেকর্ডসের ক্ষমতা।

৪৫। ডাইরেক্টর অফ্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস এতদ্দ্বারা ঐ আইনের দশম অধ্যায়মত রাজস্বকর্ম্মচারীর সমস্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হইলেন, এবং ৩৮ হইতে ৪৩ বিধিমত সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসারের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পিত হইল। সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধে তিনি ১০৪খ (৪) ধারামতে, অন্য রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রস্তুত হারের তালিকা ও বন্দোবস্তি জমাবন্দী দৃঢ়ীকরণের জন্য "দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ" (confirming authority) বলিয়া গণ্য হইলেন ; এবং অন্য রাজস্বকর্ম্মচারীগণ ১০৪খ (৩) বা ১০৪ঙ ধারামতে আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া যে সকল আদেশ দেন, সেই আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট ১০৪ছ (১) ধারামতে আপীল হইবে। যে স্থলে ডাইরেক্টর অফ্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ স্বয়ং হারের তালিকা বা বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুত করেন, সে স্থলে রেভিনিউ-বোর্ড "দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ" বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং ডাইরেক্টর অফ্ ল্যাণ্ড রেকর্ড্‌স্ আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া যে সকল আদেশ দিবেন, তদ্বিরুদ্ধে রেভিনিউ-বোর্ডের নিকট আপীল হইবে।

দ্বিতীয়ভাগ—স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার কার্য্যপ্রণালী।

১০১ (২) (ক) ও ১০৩ ধারামতে দরখাস্ত।

৪৬। (১) ঐ আইনের ১০১ (২) (ক) ধারা এবং ১০৩ ধারামতে দরখাস্তসমূহ কালেক্টরের নিকট করিতে হইবে, এবং তিনি তাঁহার মন্তব্য সহ ঐ দরখাস্তগুলি ডাইরেক্টর অফ্ ল্যাণ্ড রেকর্ডসের মারফত কমিশনারের নিকট পাঠাইবেন।

(২) ১০১ (২) (ক) ধারামতে প্রত্যেক দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত থাকিবে—

(ক) দরখাস্তকারী ভূম্যধিকারী কি প্রজা;

(খ) যে স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ সম্বন্ধে দরখাস্ত করা হইতেছে;

(গ) সেই স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের জমিতে দরখাস্তকারীর স্বার্থ।

(৩) ১০৩ ধারামতে প্রত্যেক দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত থাকিবে—

(ক) দরখাস্তকারীর অবস্থা, যথা—তিনি ভূস্বামী কি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি রাইয়ত;

(খ) যে বিষয়ে দরখাস্ত করা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে ঐ আইনের ১০২ ধারায় বর্ণিত বিশদ বিবরণ; এবং

(গ) যে মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ সম্বন্ধে দরখাস্ত করা হইতেছে তাহার প্রজার সংখ্যা, এবং সেই সময়ে তাহাদের দেয় মোট খাজনার পরিমাণ, এবং দরখাস্তের অন্তর্ভুক্ত জমির আনুমানিক পরিমাণ (এই সকল বৃত্তান্ত দরখাস্তকারী যতদূর দিতে পারেন)।

(৪) কোন ভূস্বামী ঐ আইনের ১০১ (২) (ক) ধারামতে বা ১০৩ ধারামতে দরখাস্ত করিলে, ভূমি রেজিষ্টারী আইন মতে দরখাস্তকারীর নাম ও তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ রেজিষ্টারী করা না থাকিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

(৫) কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী ১০৩ ধারামতে দরখাস্ত করিলে, মধ্য-স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব ও তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ উপরিস্থ ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলে, বা কালেক্টরের নিকট সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত না হইলে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

(৬) ১০১ (২) (ক) ধারামতে কোন দরখাস্ত হইলে কমিশনার উহা স্বীয় মন্তব্যসহ স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আদেশের জন্য পাঠাইবেন।

(৭) ১০৩ ধারামতে কোন দরখাস্ত হইলে, কমিশনার তাহা মঞ্জুর করিতে পারেন, কিংবা তিনি যদি মনে করেন যে, উহা মঞ্জুর করিলে সকল ব্যক্তির স্বার্থের সুবিধা হইবে না, তবে তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা না-মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৮) ঐ আইনের ১০১ (২) (ক) ধারামতে বা ১০৩ ধারামতে কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইলে, যে মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশসম্বন্ধে দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহার আনুমানিক পরিমাণের উপর একর-পিছু এক টাকা হিসাবে কালেক্টর দরখাস্তকারীকে আমানত করিতে বলিবেন।

(৯) যদি এইরূপে আমানত করা টাকা দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে অনুষ্ঠান শেষ হইলে ঐ উদ্বৃত্ত টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। যদি ঐ আমানতী টাকা দ্বারা উক্ত খরচা না কুলায়, তবে দরখাস্তকারী, কার্য্যানুষ্ঠান সম্পূর্ণ করার জন্য কালেক্টর যাহা আবশ্যক মনে করেন, তাহা

কালেক্টরের আদেশমত, সময়ে সময়ে আমানত করিবেন। তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে, কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ও দরখাস্ত-মঞ্জুরের আদেশ রহিত করা হইবে।

জরিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করণের কার্য্যপ্রণালী।

৪৭। (১) ঐ আইনের ১০১ (১) ধারা বা ১০১ (২) ধারামতে কোন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের অন্তর্গত কোন ভূমিসম্বন্ধে রাজস্ব-কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক জরিপকরণ বা স্বত্বের লিখন প্রস্তুতকরণের জন্য কোন আদেশ হইলে, এই অংশের নিম্নলিখিত বিধিগুলিতে এবং এই অধ্যায়ের তৃতীয় অংশের বিধিগুলিতে বর্ণিত প্রণালী অনুসারে ও নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ামতে ঐরূপ জরিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে হইবে :—

(৵০) আড়াআড়ি ভাবে জরিপ (Traverse Survey) ;

(৶০) দেশব্যাপী জরিপ বা ক্ষেত বা জরিপ (Cadastral Survey) ;

(৷৴০) সীমানা চিহ্নিত করণ ;

(।০) প্রাথমিক স্বত্বলিপি লিপিবদ্ধকরণ (বা খানাপুরি) ;

(।৵০) স্থানে বুঝাইয়া দেওয়া (বা বুঝারত) ;

(।৶০) তজ্‌দিক্ করণ (Attestation) ;

(।৷৴০) স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকরণ ;

(॥০) ১০৩ক ধারামতে আপত্তির নিষ্পত্তিকরণ ;

(॥৵০) যে স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, সে স্থলে বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুতকরণ ;

(॥৶০) চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুতকরণ ;

(॥৷৴০) চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রকাশকরণ ;

(৮৹) চূড়ান্ত স্বত্বের লিখনের নকল ও মুদ্রিত মানচিত্র বিতরণ ; ও ১১৪ ধারামতে আদেশ হইলে খরচা আদায়করণ ;

(৸৹) ১০৫ ও ১০৫ক ধারামতে ন্যায্য খাজনা ধার্য্যকরণ ;

(৸৶৹) ১০৬ ধারামতে মোকদ্দমার বিচার।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, (৶৹) দফা অর্থাৎ বুঝারত, ডাইরেক্টার-অফ্-ল্যাণ্ড-রেকর্ড্সের অনুমতিক্রমে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

(২) "সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসার" এই আখ্যায় যে রাজস্বকর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তিনি চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, কোন স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের অন্তর্গত কোন ভূমিসম্বন্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান রহিত করিবার আদেশ দিতে পারেন, এবং তাঁহার আদেশমতে পুনরায় নূতন করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে।

(৩) যখন ১০৩ ধারামতে এরূপ আদেশ হয় যে, কোন মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ সম্বন্ধে ১০২ ধারায় বর্ণিত বৃত্তান্তগুলি নির্দ্ধারিত ও লিপিবদ্ধ হউক, তখন রাজস্বকর্ম্মচারী যতদূর সম্ভব, এই ভাগের নিম্নলিখিত বিধিগুলিমতে এবং এই অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগের বিধিগুলিমতে কার্য্য করিবেন।

৪৮। আড়াআড়িভাবে জরিপ (Traverse Survey)—বিজ্ঞাপিত স্থানের দেশব্যাপী জরিপ (Cadastral Survey) আড়াআড়িভাবে জরিপের উপর নির্ভর করিবে, এবং থিওডোলাইট কর্ত্তৃক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এরূপ আড়াআড়িভাবে জরিপ করা হইবে। পূর্ব্বতন জরিপদ্বারা যে সমস্ত স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত, সম্ভব হইলে, এই আড়াআড়িভাবে জরিপের সম্পর্ক রাখিতে হইবে।

৪৯। দেশব্যাপী জরিপ বা ক্ষেত বাট জরিপ (Cadastral Survey)—(১) এই আইনের ১০১ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠানে, রাস্তা,

নদী, রেলের রাস্তা বা দেশের অন্যান্য প্রাকৃতিক গঠন এবং বাস্তু ও অন্যান্য মাঠ দর্শাইয়া একটী বড় মানচিত্র, জরিপ ও স্বত্বের লিখনের জন্য ঐ আইনের ১০৫ক ধারামতে ইউনিট্ বলিয়া গণ্য প্রত্যেক গ্রামের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হইবে।

(২) পূর্ব্বতন জরিপে ১১৫ক ধারামতে গণ্য কোন গ্রামের মানচিত্রের বহিঃসীমার অন্তর্গত কোন স্থান, জরিপের ও স্বত্বের লিখনের পক্ষে ইউনিটের অনুপযোগী হইলে, বা পূর্ব্বে কোন জরিপ না হইয়া থাকিলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণের মন্তব্য যতদূর সম্ভব নির্দ্ধারণ করিয়া, সেট্‌ল্‌মেণ্ট-অফিসার, জরিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুতকরণের জন্য ইউনিট্ বলিয়া যে স্থান ধরিতে হইবে সে সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত উপরিতন কর্ম্মচারীদের মারফত রেভিনিউ বোর্ডে প্রেরণ করিবেন। সেই ইউনিট্, রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলে, স্বত্বের লিখন প্রস্তুতকরণ জন্য গৃহীত হইবে, কিন্তু যতদিন না ঐ আইনের ৩ (১৯) (খ) ধারামতে বিজ্ঞাপিত হইতেছে, ততদিন তাহা ঐ আইনের অর্থমতে গ্রাম বলিয়া গণ্য হইবে না। বিজ্ঞাপন বাহির করিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ড ঐরূপ আদেশের একটী নকল স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবেন।

৫০। সীমানা চিহ্নিত করণ।—তিন গ্রামের সীমানা যেস্থানে মিশে সেইরূপ প্রত্যেক স্থানেই, কোনরূপ স্থায়ী সীমানা-নির্দ্দেশক চিহ্ন সাধারণতঃ প্রস্তুত করা হইবে; এবং রাজস্বকর্ম্মচারীর মতে কোন সীমানা নির্দ্দেশের জন্য আবশ্যক হইলে, অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ চিহ্ন প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে।

৫১। প্রাথমিক স্বত্বলিপি লিপিবদ্ধকরণ (খানাপুরি)—খানাপুরির সময়ে এবং বুঝারত ও তজদিককরণের সময়ে স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইবে। স্বত্বের বৃত্তান্তগুলি (পরে যাহাকে খতিয়ান

বলা হইয়াছে) দ্বারা ঐ পাণ্ডুলিপি গঠিত হইবে। ভূস্বামী, মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত, কোর্ফা রাইয়ত বা দখলীকাররূপে যিনি বা যাঁহারা (এজমালীভাবে) ভূমিতে স্বার্থবান আছেন, সেই ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির জন্য সাধারণতঃ বিভিন্ন খতিয়ান হইবে, এবং ১০১ ধারামতে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত বিশেষ বিবরণ অনুসারে ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বা ব্যক্তি-সমষ্টির স্বত্ব ও দায়িত্ব ঐরূপ প্রত্যেক খতিয়ানে প্রদর্শিত হইবে। কেবল ভূমিরাজস্ব, খাজনা বা সেস্, প্রজার শ্রেণী এবং প্রজাস্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গব্যতিরেকে অন্য সমস্ত বিবরণগুলিই এই সময়ে লিপিবদ্ধ হইবে। এই সময়ে, গ্রামের মাঠ গুলির ক্রমিক নম্বর অনুসারে মাঠের সূচী (field index) বা খসড়া প্রস্তুত হইবে। উক্ত সূচী স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপির অংশীভূত হইবে না। ভূমির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে বা ভূমিগত কোন স্বার্থের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকিলে তাহা রাজস্বকর্ম্মচারী বা কানুনগো সরাসরিমতে ও প্রকৃত দখল দেখিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

৫২। বুঝারত্ (Local explanation)।—মাঠগুলির জমির পরিমাণ নির্ণীত হইলে ও প্রাথমিক স্বত্বের লিখনে লিপিবদ্ধ হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারী বা কানুনগো কর্ত্তৃক, ঐরূপ প্রত্যেক খতিয়ানের একখানি নকল, যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির নামে খতিয়ান খোলা হইয়াছে, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণকে দেওয়া হইবে। রাজস্বকর্ম্মচারী বা কানুনগো জমীতে গিয়া এবং গ্রামের মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐরূপ প্রত্যেক খতিয়ান পরীক্ষা করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিলে, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। রাজস্ব-কর্ম্মচারী বা কানুনগো, ম্যাপে, স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপিতে, এবং যে সমস্ত

খতিয়ানের নকল বিতরণ করা হইয়াছে সেই গুলি উপস্থিত করা হইলে তাহাতে, আবশ্যকমত সংশোধন করিবেন। এই সময়ে ভূম্যধিকারীর ও প্রজার কথিতমত দেয় খাজনা, প্রজার খতিয়ানের পাণ্ডুলিপির নকলে ও অন্য যে নকল উপস্থিত করা হয় তাহাতে লিখিত হইবে, কিন্তু প্রাথমিক স্বত্বলিপি লিপিবদ্ধকরণসময়ে অন্য যে সমস্ত বিবরণ লিখিতে ছাড় হইয়া থাকে, তাহা তজদিকের সময় পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে।

৫৩। তজদিক্‌করণ (Attestation)—ভূম্যধিকারীগণকে ও প্রজাগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব খতিয়ানের নকল পাঠ করিবার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়া তজদিককরণ আরম্ভ করা হইবে। গ্রামের মধ্যে বা সন্নিকটে কোন সুবিধামত স্থানে প্রত্যেক গ্রামের তজদিক্‌করণ হইবে। তজদিক্‌করণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীগণকে ও প্রজাগণকে নোটিশ দিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবে, এবং নির্দ্ধারিত দিবসে তাঁহাদের খতিয়ানের নকল লইয়া রাজস্বকর্ম্মচারীর সম্মুখে হাজির হইতে আহ্বান করা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন তাঁহার নিকট হাজির হইবেন, রাজস্বকর্ম্মচারী তখনই তাঁহার খতিয়ান পরীক্ষা করিবেন, প্রয়োজনীয় লিখনগুলি তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইবেন, আবশ্যক স্থলে সংশোধন করিবেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে খতিয়ান সম্পূর্ণ আছে কিনা তাহা দেখিবেন। ভূমির স্বত্বাধিকারসম্বন্ধে বা ভূমিগত কোন স্বার্থের স্বত্বাধিকারসম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকিলে রাজস্বকর্ম্মচারী তাহা সরাসরিমতে ও প্রকৃত দখলের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। প্রত্যেক ভূস্বামীর বা ভূস্বামীসমষ্টির খতিয়ানে, গভর্ণমেণ্টকে দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ রাজস্বকর্ম্মচারী স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রত্যেক প্রজার বা প্রজাসমষ্টির খতিয়ানে,

প্রজা বা প্রজাসমষ্টি যে শ্রেণীর, প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ বা অনুষঙ্গ থাকিলে তাহা, এবং প্রত্যেক ভূম্যধিকারীকে বা ভূম্যধিকারী-সমষ্টিকে দেয় বৈধ খাজনা, রাজস্বকর্ম্মচারী স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রত্যেক চাষী প্রজার খতিয়ানে, এবং মধ্যস্বত্বাধিকারীর খতিয়ানে, রাজস্বকর্ম্মচারী ভূম্যধিকারীকে আইনমতে দেয় সেস্ লিপিবদ্ধ করিবেন। তাহার পর, আফিসের সেরেস্তায় খতিয়ানের যে নকল থাকিবে সেই নকলে রাজস্বকর্ম্মচারী দস্তখত করিবেন ও তারিখ দিবেন, এবং ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে খতিয়ানের যে নকল দেওয়া হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত করা হইয়া থাকিলে, রাজস্বকর্ম্মচারী দেখিবেন যে, আফিসের সেরেস্তায় রক্ষিত নকলের সহিত যেন তাহা মিলে। রাজস্বকর্ম্মচারী কোন গ্রামের সমস্ত খতিয়ানের তত্ত্বদিককরণ শেষ করিলে, তিনি সেই মর্ম্মে কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫৪। স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকরণ।—রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি বিনা খরচায়, সাধারণের পরিদর্শন জন্য কোন সুবিধামত স্থানে অন্ততঃ একমাস কালের জন্য প্রকাশ করিবেন। ঐ গ্রামের স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি সাধারণের পরিদর্শনের জন্য যে স্থানে ও যে কাল পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে তাহা, ও কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত আপত্তি দাখিল করিতে পারা যাইবে তাহা, সেই স্থানের সমস্ত ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণকে অবগত করাইবার নিমিত্ত, প্রত্যেক গ্রামে একটি ঘোষণাপত্র পূর্ব্বেই প্রচারিত হইবে। ঘোষণাপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহা সত্ত্বেও, রাজস্বকর্ম্মচারী স্বত্বের লিখন পরিদর্শনের কাল, ও যে সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে তাহা বাড়াইয়া দিতে পারেন।

৫৫। ১০৩ক ধারামতে আপত্তি।—(১) আপত্তি করিবার ফরম বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে, এবং যতদূর সম্ভব ঐরূপ ফরমে আপত্তি লিখিতে হইবে।

রাজস্বকর্ম্মচারীর মতে সেই বিষয়ের সহিত যাঁহাদের স্বার্থ যুক্ত আছে এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিগণের উপর জারী করিবার জন্য আপত্তিকারী আপত্তির আবশ্যক পরিমাণে কতকগুলি নকল, মূল আপত্তির সহিত দাখিল করিবেন। আপত্তির শুনানের নিমিত্ত তারিখ ধার্য্য করিয়া ও স্থাননির্দ্দেশ করিয়া, রাজস্বকর্ম্মচারী আপত্তিকারীর ও স্বার্থবিশিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণের জ্ঞাতার্থে, নোটিশ বাহির করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের উপর নোটিশের সহিত আপত্তির এক একখানি নকল পাঠাইবেন। ভূমির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে বা ভূমিগত কোন স্বার্থের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে আপত্তি হইলে রাজস্বকর্ম্মচারী প্রকৃত দখলের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। যে সাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় তাঁহাদের নাম ও নিষ্পত্তির সংক্ষিপ্ত কারণগুলি নথিতে লিখিত হইবে। যখন কোন রাজস্বকর্ম্মচারী আদেশ করেন যে, প্রজাকর্ত্তৃক দেয় বলিয়া যে খাজনা লিখিত আছে তাহার পরিমাণের পরিবর্ত্তন হইবে, তখন তিনি সেই প্রজাকর্ত্তৃক দেয় সেসের পরিমাণেও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তনের আদেশ দিবেন। বিশেষভাবে স্বার্থবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তাঁহার প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে কোন আপত্তি নিষ্পত্তি করা হইবে না; তবে যদি রাজস্ব-কর্ম্মচারী সন্তুষ্ট হন (এইরূপ সন্তোষের কারণও তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) যে, সেই ব্যক্তির উপর নোটিশ রীতিমত জারী করা হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি সেই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(২) স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকরণের পূর্ব্বে, যদি রাজস্ব-কর্ম্মচারী কোন স্থানে কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীকর্ত্তৃক দেয় সেস্ লিপিবদ্ধ করিতে অসমর্থ হন, কিংবা যদি স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকরণের পর, উপযুক্ত ভাবে পুনরায় মূল্যনিরূপণ হেতু, কোন

স্থানে কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীকর্ত্তৃক আইনমতে দেয় সেসের পরিমাণের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে কালেক্টর, স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশকরণের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে, উহার কোন কথা ছাড় সম্বন্ধে বা উহাতে লিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে, আপত্তি করিতে পারেন; এবং তখন রাজস্বকর্ম্মচারী, উপরোক্ত (১) উপবিধিতে যাহা বিহিত আছে তাহা সত্বেও, উক্ত আপত্তির বিচার করিবেন, এবং আবশ্যক হইলে, স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপিতে, উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীকর্ত্তৃক আইন মতে দেয় সেসের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ও সংশোধন করিবেন।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীকে উক্ত লিখন সম্বন্ধে পূর্ব্বে না জানাইয়া ও তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিবার সুযোগ না দিয়া ঐরূপ কোন লিখন ও সংশোধিত লিখন লিপিবদ্ধ করা হইবে না।

৫৬। বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুতকরণ।—যেস্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা ধার্য্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেস্থলে রাজস্বকর্ম্মচারী নিম্নলিখিত প্রণালীমতে প্রত্যেক গ্রামের জন্য হস্তবুদ প্রস্তুত করিবেন :—

(/০) হস্তবুদ প্রস্তুতকরণের পূর্ব্বে, রাজস্বকর্ম্মচারী, যেস্থানে ও যে সময়ে হস্তবুদ প্রস্তুতকরণ আরম্ভ হইবে, তাহা ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণকে জানাইবার নিমিত্ত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। কোন প্রজা অনুপস্থিত হইলে, সেই প্রজার উপর কোন বিশেষ নোটিশ জারী না করাইয়া, তাহার পূর্ব্ব খাজনার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন খাজনার পরিমাণ হস্তবুদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না।

(৵০) কোন হারের তালিকা অনুসারে বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার সময়ে, রাজস্বকর্ম্মচারী ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা

করিবেন যে তাঁহারা নিজেরা জমিকে কিরূপ শ্রেণীতে বিভাগ করেন ও সেই শ্রেণী-বিভাগমতে প্রত্যেক শ্রেণীর জমির উৎপাদিকাশক্তি কিরূপ। হারের তালিকায় প্রত্যেক শ্রেণীর জমিসম্বন্ধে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনার হার নির্দ্ধারণ সময়ে, রাজস্বকর্ম্মচারী প্রত্যেক শ্রেণীর জমির জন্য সেই সময়ে দেয় খাজনার হার নির্ণয় করিবেন ও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, ও জমির শ্রেণীবিভাগ ও উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণ যাহা বলেন তাহাও বিবেচনা করিবেন। তালিকার হার অনুসারে কোন খাজনা ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে, রাজস্বকর্ম্মচারী প্রজার অবস্থা বিবেচনা করিবেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে তিনি মোট কত খাজনা দিতেছেন, ও তালিকার হার অনুসারে তাঁহাকে কত খাজনা দিতে হইবে তাহা তুলনা করিয়া দেখিবেন; এবং সেই শ্রেণীর জমির মধ্যে উক্ত প্রজার দখলী জমি ভাল কি মন্দ রাজস্বকর্ম্মচারী তাহাও বিবেচনা করিবেন।

(৶০) হস্তবুদে যাহা চূড়ান্ত লেখা হইবে তাহা স্থির করিবার সময়, রাজস্বকর্ম্মচারী, যে প্রজার খাজনা ধার্য্য করা হইতেছে তাঁহার যোত ও খাজনাসম্বন্ধে প্রধান প্রধান লিখিত বিষয় নিজে পড়িয়া শুনাইবেন কিংবা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া শুনান হইবে, এবং এইরূপ প্রত্যেক প্রজার নিমিত্ত ধার্য্য ন্যায্য খাজনা রাজস্বকর্ম্মচারী নিজহস্তে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(।০) ন্যায্য খাজনা ধার্য্যকরণের পর, রাজস্বকর্ম্মচারী নিজ হস্তে প্রজাকর্ত্তৃক ভূম্যধিকারীকে দেয় সেস্ বন্দোবস্তি জমাবন্দীতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(।৶০) স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ও যে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রকাশিত হয়, হারের তালিকার ও বন্দোবস্তি

জমাবন্দীর খসড়াও সেই প্রণালীতে ও সেই কালের জন্য প্রকাশিত হইবে।

(।৵০) ঐ আইনের ১০৪খ (৩) ধারামতে বা ১০৪ঙ ধারামতে কোন আপত্তি হইলে, জমি যে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামে বা তাহার সন্নিকটে রাজস্বকর্ম্মচারী তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। প্রত্যেক আপত্তির উপর নিষ্পত্তির হেতুগুলি রাজস্বকর্ম্মচারী লিপিবদ্ধ করিবেন। ৪৫ বিধিতে উল্লিখিত ঊর্দ্ধতন রাজস্বকর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই সকল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।

৫৭। চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুতকরণ।—ঐ আইনের ১০৩ক ধারামতে সমস্ত আপত্তি নিষ্পত্তি করা হইলে, এবং যদি কোন বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রস্তুত, মঞ্জুর ও স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে, এবং সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তির আদেশ বা তাহার আপীলের আদেশ অনুসারে স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারী চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবেন। ঐরূপে সংশোধিত স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপির সহিত মিল রাখিয়া চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইবে, এবং স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপির খতিয়ান যে ক্রমে লিখিত হয়, সাধারণতঃ সেই ক্রমে খতিয়ানপরম্পরায় চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবে। খসড়া (বা গ্রামের মাঠগুলির সূচী) চরম স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সাধারণ বা বিশেষ আদেশদ্বারা যেরূপ নির্দ্ধারণ করেন, তদনুসারে চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন ছাপা হইবে বা হাতে লেখা হইবে।

৫৮। চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রকাশকরণ।—রাজস্বকর্ম্মচারী কোন সুবিধামত স্থানে, বিনা খরচায় সাধারণের পরিদর্শনের জন্য উক্ত চরম স্বত্বের

লিখন অন্ততঃ একমাস কালের জন্য প্রকাশ করিবেন। তৎপূর্ব্বে সাধারণের পরিদর্শনের জন্য সেই গ্রামের চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন যে স্থানে ও যত কাল খোলা থাকিবে, তাহা ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক গ্রামে, ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণের অবগতির জন্য, একটী ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবে।

৫৯। ছাপা মানচিত্র ও চূড়ান্ত স্বত্বের লিখনের নকল বিতরণ।—৪৯(১) বিধিমতে যে সকল মানচিত্র প্রস্তুত হয় তাহা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছাপা হইতে পারে, এবং সরকারী কর্ম্মচারী, ভূম্যধিকারী, প্রজা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপে বিতরিত হইতে পারে। চূড়ান্ত স্বত্বের লিখনের নকল বা তাহার অংশ ছাপা বা হাতে লেখা হইতে পারে, এবং সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ৭৬ ধারামতে সার্টিফিকেটযুক্ত হইয়া, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপে সরকারী কর্ম্মচারী, ভূম্যধিকারী, প্রজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরিত হইতে পারে। সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণকে, ছাপা মানচিত্র এবং স্বত্বের লিখনের নকল বা তাহার অংশ, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানবিশেষে যেরূপ আদেশ করেন সেইমতে মূল্য লইয়া বা বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে। যখন মূল্য লওয়া হইবে, তখন তাহা সাধারণতঃ, জরিপ ও বন্দোবস্তের কার্য্যের জন্য যে খরচা হইয়াছে, তাহার হিসাব খোলা থাকিলে, তাহাতে উশুল যাইবে।

তৃতীয় ভাগ—চূড়ান্ত প্রকাশকরণের পর কার্য্যপ্রণালী।

১০৫ ও ১০৫ক ধারামতে ন্যায্য খাজনা ধার্য্যকরণ।

৬০। (১) ভূম্যধিকারী বা প্রজা ন্যায্য খাজনা ধার্য্যকরণের জন্য দরখাস্ত করিলে, তিনি বাদীরূপে ও অপরপক্ষ বিবাদীরূপে গণ্য হইবেন।

কার্য্যানুষ্ঠানগুলি মোকদ্দমার ন্যায় বিবেচিত হইবে, এবং এই বিধির নির্দ্দেশের অধীনে, মোকদ্দমার বিচারের জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে যে কার্য্যপ্রণালী বিহিত হইয়াছে রাজস্বকর্ম্মচারী সেই কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিবেন।

(২) কোন মহাল বা মধ্যস্বত্ব কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিলে বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৯৫ ধারামতে জিলার জজকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ম্যানেজারের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিলে, এবং তৎসম্বন্ধে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য না হইলে বা শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, উক্ত মহালের বা মধ্যস্বত্বের ম্যানেজারকে ভূম্যধিকারীরূপে গণ্য করিয়া, খাজনা লিপিবদ্ধ ও ধার্য্যকরণ-সম্বন্ধে এই বিধিতে যে কার্য্যপ্রণালী বিহিত হইয়াছে তাহা অনুসৃত হইবে।

(৩) ন্যায্য খাজনা ধার্য্যের জন্য কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা দরখাস্ত করিলে, সেই দরখাস্তের সহিত যাঁহার স্বার্থ সংযুক্ত আছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর, উক্ত দরখাস্তের নকল বা উদ্ধৃতাংশ (extract) বা তাহার সারমর্ম্ম (যেটুকুর সহিত উক্তব্যক্তির স্বার্থ সংযুক্ত আছে) সহ নোটিশ জারী করা হইবে।

(৪) রাজস্বকর্ম্মচারীর সম্মতি লইয়া, একই গ্রামে একই ভূম্যধি-কারীর অধীনে ভূমিদখলকারী বহুসংখ্যক প্রজা খাজনাধার্য্যের জন্য একযোগে দরখাস্ত করিতে পারেন, এবং সেই অভিপ্রায়ে ভূম্যধিকারী দরখাস্ত করিলেও একই কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহারা বিবাদীশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি কোন সময়ে রাজস্বকর্ম্মচারী দেখেন যে, এইরূপ পক্ষগণের বিচার্য্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য একত্র বিচার করা সুবিধাজনক নহে, তবে তিনি সেই বিষয়ের পৃথক বিচারের আদেশ দিতে পারেন, কিংবা তিনি উচিত মনে

করিলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে, উক্ত দরখাস্তের একত্র বা পৃথক বিচার ও নিষ্পত্তির আদেশ দিতে পারেন।

(৫) ন্যায্য খাজনা ধার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত দিনে, বা মূলতুবি রাখা হইয়া থাকিলে, পরবর্ত্তী নির্দ্ধারিত দিনে, যে যে প্রজার খাজনা ধার্য্য করা হইবে সেই সেই প্রজার নাম, তাঁহার প্রজাস্বত্বের পরিমাণ ও বর্ত্তমান খাজনা রাজস্বকর্ম্মচারী পড়িয়া শুনাইবেন বা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া শুনান হইবে, এবং তৎপরে তিনি ১০৫ ধারার বিধানমতে ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন।

(৬) যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা হাজির না হন, তবে উপযুক্ত ভাবে নোটিশ জারী করা হইয়াছে ইহা প্রমাণ হইলে একতরফা কার্য্য হইতে পারে।

(৭) যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা হাজির হন, এবং প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৫ ধারার (৫) বা (৬) প্রকরণমতে উচিত খাজনা ধার্য্য না হয়, অর্থাৎ রাজস্বকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত খাজনায় যদি পক্ষগণ সম্মত না হন বা আপোষে কোন খাজনায় সম্মত না হন, তাহা হইলে রাজস্বকর্ম্মচারী খাজনার মোকদ্দমার বিচারের জন্য ঐ আইনের ১৪৮ ধারার (এ) দফায় যে প্রণালী বিহিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন ও আইনানুসারে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন;

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, প্রয়োজনীয় স্থলে, রাজস্বকর্ম্মচারী স্বীয় বিবেচনামত বিস্তারিত ভাবে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৮) এই নিয়মাবলীমতে ন্যায্য খাজনা ধার্য্য হইলে, ঐ আইনের ১১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে তাহা উক্ত ভূমিবাবদ দেয় খাজনা বলিয়া খতিয়ানে লিখিত হইবে।

(৯) ন্যায্য খাজনা ধার্য্যকরণ বিষয়ে রাজস্বকর্ম্মচারীকে পৃথক ডিক্রী প্রস্তুত করিতে হইবে না; কিন্তু ন্যায্য খাজনা বিষয়ে তাঁহার রায়ে বা তৎসংলগ্ন তফ্সীলে যাহা লিখিত থাকে তাহাই ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) ঐ আইনের ১০৫ক ধারানুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠান, ১০৫ ধারার যে কার্য্যানুষ্ঠানে ঐরূপ ইস্যু উত্থিত হইয়াছে, তাহারই অংশ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং ১০৫ক ধারার কার্য্যানুষ্ঠানের নথী ১০৫ ধারার কার্য্যানুষ্ঠানের নথীর অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। ১০৫ক ধারামতে কোন ইস্যুর বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার সময়ে, রাজস্বকর্ম্মচারী এই বিধির (৭) উপবিধিতে বিহিত প্রণালীমতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

৬১। ১০৬ ধারামতে মোকদ্দমা।—ঐ আইনের ১০৬ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান, সর্ব্ববিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় গণ্য হইবে।

৬২। এই নিয়মাবলীতে অন্যপ্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৪৮ ধারার (ঠ) প্রকরণে যে কার্য্যপ্রণালী বিহিত হইয়াছে তাহা, প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সহকারে, ১০৫, ১০৫ক ও ১০৬ ধারার সকল কার্য্যানুষ্ঠানে প্রযোজ্য হইবে।

প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৫, ১০৫ক ও ১০৬ ধারার কার্য্যানুষ্ঠানে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৬ অর্ডারের ৯ রুলমতে প্রণীত নিয়মাবলী খাটিবে না।

৬৩। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৬ অর্ডারের ৯ রুলমতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়, তাহা ঐ আইনের ১০৫, ১০৫ক ও ১০৬ ধারামত কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর আদালতের কার্য্যানুষ্ঠানে খাটিবে না।

১১৫খ ধারানুসারে দরখাস্ত কে নিষ্পত্তি করিবেন।

৬৪। ঐ আইনের ১১৫খ ধারানুসারে সরলবিশ্বাসজনিত ভ্রম-সংশোধনের দরখাস্ত, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন রাজকর্ম্মচারী নিষ্পত্তি করিবেন। যিনি ঐ ধারামতে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহেন এরূপ কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট ঐরূপ দরখাস্ত করা হইলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, ও স্বীয় মন্তব্যসহ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। এই দরখাস্তে ৸০ আনার কোর্টফী লাগিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

ফী-র সাধারণ হার।

নোটিশ জারীর ফী।

৬৫। নোটিশ জারী।—(১) রাজস্ব বা দেওয়ানী আদালত যে নোটিশ বাহির করেন, তদ্ব্যতীত অন্যান্য নোটিশের জন্য (ঐ আইনের অন্য কোন বিধিতে যাহার জন্য কিছু বিহিত হয় নাই), একই গ্রামবাসী এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইলে, বার আনা পরোয়ানা ফী আদায় করা হইবে। রাজস্ব বা দেওয়ানী আদালতের নোটিশ সম্বন্ধে কোর্টফী আইন প্রযোজ্য হইবে।

(২) যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর নোটিশ জারী করা হয়, সেস্থলে প্রত্যেক গ্রামে জারীর জন্য বার আনা ফী আদায় করা হইবে।

(৩) উপরোক্ত ফী-র অতিরিক্ত, রেলে বা নৌকায় বা খেয়া

পার হইয়া যাওয়া আবশ্যক হইলে তজ্জন্য প্রকৃতপক্ষে যে খরচা পড়ে, সেই খরচা, পরোয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে, যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে পরোয়ানা বাহির হইতেছে, তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে। রেলের খরচা, নৌকাভাড়া ইত্যাদি যাহাতে লাগে এরূপ একাধিক পরোয়ানা যদি একই পেয়াদা লইয়া যায়, তবে এইরূপ যত পরোয়ানা লইয়া যাওয়া হয় সেই সমস্ত পরোয়ানার উপর সমভাবে ভাগ করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা হইবে। কোর্ট-ফী আইনের ২০ ধারার (৵০) দফামতে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীর ৭ম বিধিমতে ফৌজদারী পরোয়ানা জারীর জন্য যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারে নৌকা ভাড়া আদায় করা হইবে, এবং নৌকা ভাড়ায় প্রকৃতপক্ষে যে খরচ পড়ে অথবা ঐ ধরণের পরোয়ানাজারীর জন্য নৌকার বন্দোবস্ত রক্ষার জন্য যে খরচ পড়ে তাহা সংকুলানের পক্ষে যাহা যথেষ্ট হয় তাহা আদায় করা হইবে।

(৪) যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বা তাঁহার এজেন্টের অনুরোধমতে, জারীর স্থানে কোন পেয়াদার ২৪ ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হইলে, উক্ত ব্যক্তি কিংবা তাঁহার এজেণ্ট তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে দৈনিক পাঁচ আনা হিসাবে বিলম্বের জন্য ক্ষতি-পূরণ দিবেন, ও পেয়াদার নিকট হইতে তাহার রসিদ লইবেন। ঐরূপ ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হইলে, পেয়াদা অপেক্ষা করিবে না। যাঁহার প্রার্থনামতে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বা তাঁহার এজেণ্টের দোষে যদি উক্তরূপ বিলম্ব না হয় তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

৬৬। প্রজাস্বত্ব আইনের ৬৩ (১) ধারামতে ৬১ ধারার (ক) ও (খ) দফার আমানতী টাকা পাঠাইতে হইলে, মনিঅর্ডার কমিশন আদায় করা হইবে।

খাজনা আমানত করার জন্য ফী।

৬৭। ঐ আইনের ৬১ (১) ধারামতে খাজনা আমানত করা হইলে উক্ত ধারার (গ) ও (ঘ) স্থলে আমানতকারীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত হারে ফী আদায় করা হইবে :—

পাঁচ টাকার অনূর্দ্ধ টাকার জন্য /০ ;

পাঁচ টাকার উর্দ্ধ, কিন্তু দশ টাকার অনূর্দ্ধ টাকার জন্য ৵০ ;

দশ টাকার উর্দ্ধ কিন্তু পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ টাকার জন্য ।০ আনা।

পঁচিশ টাকার উর্দ্ধ হইলে, প্রথম পুরাপুরি পঁচিশ টাকার জন্য চারি আনা এবং বক্রী টাকার জন্য চারি আনা ; কিন্তু যদি বক্রী টাকা দশটাকার উর্দ্ধে না হয়, তবে তজ্জন্য দুই আনা দিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, কোনস্থলেই পাঁচ টাকার অতিরিক্ত ফী দিতে হইবে না।

নবম অধ্যায়।

বিবিধ।

১ (৩) ধারামতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রণালী।

৬৮। ঐ আইনের ১ ধারার (৩) প্রকরণে উল্লিখিত নোটিশ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং ঐ স্থান বা তাহার অংশ যে কালেক্টরীর ও মহকুমার ও চৌকির এলাকার মধ্যে অবস্থিত তথায় প্রকাশিত হইবে ; এবং ঐরূপ স্থানে ঢোল পিটাইয়া উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

মনিঅর্ডারের ফরম।

৬৯। মনিঅর্ডারদ্বারা খাজনা পাঠাইতে হইলে, খাজনার মনি-অর্ডারের জন্য যে ফরম বিহিত হইয়াছে সেই ফরমে মনিঅর্ডার

লিখিতে হইবে এবং ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীর ঠিকানা কিংবা ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক অন্য কোন স্থান খাজনাগ্রহণের জন্য নিরূপিত হইলে সেই ঠিকানায় প্রেরিত হইবে; এবং পূর্ব্বেকার খাজনা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইয়া থাকিলে সেইমতে ভূম্যধিকারীর নাম লিখিয়া মনিঅর্ডার প্রেরিত হইবে; পূর্ব্বখাজনা এজেণ্টকে দেওয়া হইয়া থাকিলে মনিঅর্ডারে এজেণ্টের নাম লিখিতে হইবে।

কমন এজেণ্টগণের রেজিষ্টারের ফরম।

৭০। ৯৯ক ধারার (২) প্রকরণের (ক) দফায় উল্লিখিত সাধারণ এজেণ্টগণের রেজিষ্টারী এই নিয়মাবলীর পশ্চাৎলিখিত ৯নং ফরম অনুযায়ী হইবে, এবং সেই ফরমে উল্লিখিত বিবরণগুলি তাহাতে লিখিত থাকিবে।

বিশেষ সমনের ফরম।

৭১। ১৪৮ (ট) ধারার (/০) দফায় উল্লিখিত বিশেষ সমন এই নিয়মাবলীর পশ্চাৎলিখিত ১০নং ফরম অনুযায়ী হইবে।

১৪৮ (ট) (৵০) ধারামতে পোষ্টকার্ড-নোটিশের ফরম্।

৭২। ১৪৮ (ট) ধারার (৵০) দফায় উল্লিখিত পোষ্টকার্ড এই নিয়মাবলীর পশ্চাৎলিখিত ১১নং ফরম অনুযায়ী হইবে।

১৪৮ক (২) মতে সরিক- ভূম্যধিকারীর প্রতি সমনের ফরম

৭৩। ১৪৮ক ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত সমন এই নিয়মাবলীর পশ্চাৎলিখিত ১২নং ফরমে হইবে।

১৬৩ (৩) (গ) ধারামতে সংক্ষিপ্ত বিবরণের ফরম।

৭৪। ১৬৩ ধারার (৩) প্রকরণের (গ) দফায় উল্লিখিত নিলামের

ইস্তাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এই নিয়মাবলীর পশ্চাৎলিখিত ১৩নং ফরম অনুযায়ী হইবে।

১৮০ক (১৪) ধারামতে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনের ফরম।

৭৫। যে সেলামী বা তাহার অংশ দেওয়া হয় নাই তাহা আদায়ের নিমিত্ত, কোন ভূম্যধিকারীকর্ত্তৃক ১৮০ক ধারার (১৪) প্রকরণমতে যে আবেদন (requisition) দাখিল করিতে হইবে, তাহা এই নিয়মাবলীর পশ্চাৎলিখিত ১৪নং ফরমে হইবে।

গভর্ণমেণ্ট বা হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী প্রকাশকরণের প্রণালী।

৭৬। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী যে প্রকারে প্রকাশিত হয়, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বা হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রণীত, ঐ আইনের ১৯০ ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত নিয়মাবলীও সেই প্রকারেই প্রকাশিত হইবে।

স্বত্বের লিখনের নকলের জন্য আদালত কর্ত্তৃক অনুরোধপত্রে বিশেষ বৃত্তান্ত।

৭৭। স্বত্বের লিখনের আবেদা নকল বা উদ্ধৃতাংশের (extract) জন্য কালেক্টরের নিকট কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক অনুরোধপত্রে, এই নিয়মাবলীর পশ্চাৎলিখিত ১৫ নং ফরমে যে সমস্ত বিবরণ উল্লিখিত আছে তাহা যতদূর সম্ভব সন্নিবিষ্ট থাকিবে। এতদর্থে কালেক্টর কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী উক্ত নকল বা উদ্ধৃতাংশ বিশুদ্ধ বলিয়া সার্টিফিকেট্ দিবেন।

ফরমসমূহ।

১নং ফরম।

দরখাস্ত।

(১২ এবং ১৩ বিধি দ্রষ্টব্য)

(প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ৮০ ধারা।)

... ... এর কলেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

দরখাস্ত শ্রী ... ... , পিতার নাম ... ... সাং ... ... বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৮০ ধারামতে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করাইবার জন্য দরখাস্ত।

[পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাতেও চলিতেছে]

	১	যে পরগণায় বা মহালে উৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে তাহার নাম।
	২	যে গ্রামে উৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে তাহার নাম।
	৩	উৎকর্ষসাধিত ভূমিতে দরখাস্তকারীর স্বাত্বের রকম।
	৪	উৎকর্ষসাধনের রকম।
	৫	কাহার দ্বারা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, কাহার খরচায়, ও ভূম্যধিকারী তাহার কত অংশ বহন করিয়াছেন।
	৬	উৎকর্ষসাধনের খরচা।
	৭	কবে করা হইয়াছে।
	৮	প্রত্যেক গ্রামে উপকৃত প্রজা সকলের নাম।
	৯	প্রত্যেক উপকৃত প্রজা কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

২নং ফরম।

হস্তান্তরের নোটিশ।

(২৫ বিধি দ্রষ্টব্য)

(বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১২ ও ১৮ ধারা)

[কায়েমী মধ্যস্বত্বের, নিষ্কর মধ্যস্বত্বের, ও রাইয়তগণের মোকররী যোতের জন্য ব্যবহার্য্য ;]

ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রী·····························বরাবরেষু।

অবহিত হউন যে, ১৯········সালের·················তারিখে ····· ······সবরেজিষ্টারী আফিসে অত্র সংযুক্ত তফসীলে উল্লিখিত মধ্যস্বত্বের (বা মোকররী যোতের) হস্তান্তর রেজিষ্টারী হইয়াছে, এবং ভূম্যধিকারীর (হস্তান্তর) ফী················টাকা············তারিখের ·········নং চালান দ্বারা অত্র কালেক্টরীতে আমানত আছে।

কোন একমাত্র ভূম্যধিকারী স্থলে, কিংবা সকল সরিক-ভূম্যধিকারী-দের জন্য কোন সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে, এই নোটিশ-প্রাপ্তির স্বীকারপত্র পাওয়া যাইলে, ঐরূপ একমাত্র ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়, অন্য কোনরূপ অভিপ্রেত না হইয়া থাকিলে, মনিঅর্ডার দ্বারা উক্ত টাকা প্রেরিত হইবে।

স্থান——————————তারিখ——————————

——————————এর কালেক্টর।

প্রজা কর্ত্তৃক কথিত উক্ত ভূম্যধিকারীদের নাম ও ঠিকানা :—

[যে সকল সরিক-ভূম্যধিকারী খাজনা গ্রহণ করেন তাঁহাদের সকলেরই নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইবে।]

তফসীলে দফা নম্বর	ভূম্যধিকারীদের নাম	ঠিকানা	সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ যদি কেহ থাকেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা

তফসীল।

হস্তান্তরকারীর নাম, পিতার নাম, এবং সাকিন।	হস্তান্তরগ্রহীতার নাম পিতার নাম, এবং সাকিন।	হস্তান্তরের প্রকার।	দলিলে দফা নম্বর।	মহালের নাম ও তৌজি নম্বর।	যে গ্রামে ও থানায় উক্ত ভূমি অবস্থিত।	হস্তান্তরিত প্রজাস্বত্বের ভূম্যধিকারীর খতিয়ান নম্বর।	হস্তান্তরিত প্রজাস্বত্বের খতিয়ান নম্বর।	প্রজাস্বত্বের প্রকার (কায়েমী মধ্যস্বত্ব, নিষ্কর, বা মোকররী যোত)।	নিষ্কর না হইলে প্রজাস্বত্বের বাৎসরিক খাজনা।	প্রদত্ত ভূম্যধিকারীর ফীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

নোট।—৭ম ও ৮ম স্তম্ভ। যে স্থলে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হয় নাই সেই স্থলে এই দুই কলমে সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিতে হইবে।

৩নং ফরম।

হস্তান্তরের নোটিশ।

(২৫ বিধি দ্রষ্টব্য)

(বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ২৬গ ও ৪৮জ ধারা)

[দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তগণ কর্ত্তৃক হস্তান্তর জন্য ও কোর্ফা রাইয়তগণকে ১২ বৎসরের অধিক কালের পাট্টা দানের জন্য ব্যবহার্য্য।]

ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ-কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রী......................................বরাবরেষু।

অবহিত হউন যে, ১৯ ... সালের ... তারিখে ... সবরেজিষ্টারী আফিসে, অত্রসংযুক্ত তফ্সীলে উল্লিখিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের (বা কোর্ফারাইয়তী পাট্টার) হস্তান্তর রেজিষ্টারী হইয়াছে, এবং হস্তান্তর ফী-স্বরূপ ... টাকা .. তারিখের ... নং চালানদ্বারা অত্র কালেক্টরীতে আমানত আছে।

কোন একমাত্র ভূম্যধিকারীস্থলে, কিংবা সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর জন্য কোন সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে, এই নোটিশ প্রাপ্তির স্বীকারপত্র পাওয়া গেলে, ঐরূপ একমাত্র ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়, অন্য কোন রূপ অভিপ্রেত না হইয়া থাকিলে, মনিঅর্ডার দ্বারা উক্ত টাকা প্রেরিত হইবে।

স্থান.........তারিখ..... ......এর কালেক্টর।

প্রজা কর্ত্তৃক কথিত ভূম্যধিকারীদের নাম ও ঠিকানা :

[যে সকল সরিক-ভূম্যধিকারী খাজনা গ্রহণ করেন তাঁহাদের সকলেরই নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইবে]

তফ্‌সীলে দফা নম্বর।	ভূম্যধিকারী-দের নাম।	ঠিকানা।	সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ যদি কেহ থাকেন, তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

তফসীল।

হস্তান্তর-কারীর নাম, পিতার নাম, এবং সাকিন।	হস্তান্তর-গ্রহীতার নাম পিতার নাম, এবং সাকিন।	হস্তান্তরের প্রকার যথা—বিক্রয়, দান বিনিময় ইত্যাদি বা পাট্টা।	দলিলের দফা নম্বর।	মহালের নাম এবং তৌজি নম্বর।	যে গ্রামে ও থানায় স্বত্ব ভূমি অবস্থিত।	হস্তান্তরিত প্রত্যেক স্বত্বের ভূম্যধিকারীর খতিয়ান নম্বর।	হস্তান্তরিত প্রত্যেক স্বত্বের খতিয়ান নম্বর।	নিষ্কর না হইলে প্রত্যেক স্বত্বের বাৎসরিক খাজনা।	স্বত্বের অংশের হস্তান্তর স্থলে: প্রত্যেক স্বত্বের ভূমির পরিমাণ।	স্বত্বের অংশের হস্তান্তর স্থলে: হস্তান্তরিত প্লট নং বা অবস্থিত খতিয়ান নং।	স্বত্বের অংশের হস্তান্তর স্থলে: হস্তান্তরিত ভূমির পরিমাণ।	অবিভক্ত স্বত্বের অংশ হস্তান্তর স্থলে অংশের পরিমাণ।	স্বত্বের খণ্ড বা অংশ হস্তান্তর স্থলে, তদনুপাতে খাজনা।	দলিলে লিখিত পণ বা মূল্য।	ভূম্যধিকারীর ফী-স্বরূপ প্রদত্ত টাকা।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

নোট—৭, ৮ এবং ১১ স্তম্ভ। যে স্থলে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হয় নাই, সেস্থলে এই সব স্তম্ভে সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হইবে।

৩ স্তম্ভ।—উইল দ্বারা দান স্থলে, প্রোবেট আইনমতে মোকদ্দমার নম্বর ও বৎসর এখানে লিখিতে হইবে।

৪নং ফরম।

আদালত কর্ত্তৃক নিলাম বা ফোরক্লোজের নোটিশ।

(২৫ বিধি দ্রষ্টব্য)

(বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৩, ১৮ (১), ২৬ঙ ও ২৬জ ধারা)

ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রী······························বরাবরেষু।

অবহিত হউন যে অত্রসংযুক্ত তফসীলে উল্লিখিত প্রজাস্বত্বের নিলাম (বা তাহার বন্ধক ফোরক্লোজের ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ) ১৯······সালের······তারিখে·········স্থানের······আদালত কর্ত্তৃক দৃঢ় করা হইয়াছে; এবং ······টাকা ভূম্যধিকারীর (হস্তান্তর) ফী······তারিখে ······নং চালান দ্বারা অত্র কালেক্টরীতে আমানত আছে।

কোন একমাত্র ভূম্যধিকারীস্থলে, কিংবা সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর জন্য কোন সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে, এই নোটিশ-প্রাপ্তির স্বীকারপত্র পাওয়া গেলে, ঐরূপ ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেন্ট বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়, মণিঅর্ডার দ্বারা উক্ত টাকা প্রেরিত হইবে।

যাঁহাদের সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নাই এরূপ সরিক-ভূম্যধিকারিগণ-স্থলে, সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর একত্র দরখাস্ত ও রসিদে টাকা দেওয়া হইবে।

কোন দখলাস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরস্থলে, কোন সরিক-ভূম্যধিকারী ঐ আইনের ২৬গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষবিধিমতে কার্য্য করিলে উক্ত ক্ষীর স্বীয় অংশ পৃথকভাবে পাইতে পারেন।

তারিখ ....

.... এর কালেক্টর।

ভূম্যধিকারী বলিয়া কথিত সকল ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা :—

[যে সকল সরিক-ভূম্যধিকারীগণ খাজনা গ্রহণ করেন তাঁহাদের সকলেরই নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইবে।]

তফসীলে দফা নম্বর।	ভূম্যধিকারী-দের নাম।	ঠিকানা।	সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ, যদি কেহ থাকেন, তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

তফসীল।

ডিক্রীজারীর মোকদ্দমার নম্বর ও সন।	নিলাম দৃঢ়করণের বা বন্ধক ফোরক্লোজের চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখ।	দেনদারের নাম পিতার নাম ও সাকিম।	ডিক্রীদারের নাম পিতার নাম ও সাকিম।	ক্রেতার নাম পিতার নাম ও সাকিম	নিলামের ব ফোরক্লোজের দফা নম্বর।	মহালের নাম এবং তৌজি নম্বর।	যে গ্রামে ও থানায় স্বত্ব ভূমি অবস্থিত।	হস্তান্তরিত প্রজাস্বত্বের ভূম্যধিকারীর খতিয়ান নম্বর।	হস্তান্তরিত প্রজাস্বত্বের খতিয়ান নম্বর।	প্রজাস্বত্বের প্রকার, যথা কায়েমী মধ্যস্বত্ব, নিষ্কর মোকররী বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট যোত।	বিক্রীত বা ফোরক্লোজ করা স্বার্থের পরিমাণ।	প্রদত্ত হস্তান্তর ফীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

নোট।—স্তম্ভ ৬। অনেকগুলি মধ্যস্বত্ব বা যোত একই নিলামের ডিক্রীর বা ফোরক্লোজের ডিক্রীর অন্তর্ভুক্ত হইলে ও তাহারা একই ভূম্যধিকারীর অধীনে ভুক্ত না হইলে প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দফা দিতে হইবে।

স্তম্ভ ৯ এবং ১০। স্বত্বের লিখন না থাকিলে সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে হইবে

৫নং ফরম।

(২৫ বিধি দ্রষ্টব্য)

.... (স্থান) এর.............আদালত।

ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা নং.......................সন...............

মেমো নং.....................তাং.......................

. ...জিলার কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

ভূম্যধিকারীর উপর জারীর নিমিত্ত ও আবশ্যক কার্য্যের জন্য, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের......(স্থলভেদে ১২, ১৮, ২৬ঙ বা ২৬জ ধারা লিখিতে হইবে) ধারামতে অত্র সংযুক্ত নোটিশগুলি পাঠান হইতেছে, এবং ইহাও জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,..... ....টাকা ভূম্যধিকারীর (হস্তান্তর) ফী......................ট্রেজারিতে.......... তাং.........নং চালান দ্বারা আমানত করা হইয়াছে, এবং পরোয়ানা ফী-স্বরূপ ....টাকা ও পাঠাইবার খরচার জন্য.........টাকা কোর্টফী ষ্ট্যাম্পে দেওয়া হইয়াছে।

(স্বাক্ষর)...... .....

জজ।

সংযুক্ত কাগজাতের তফ্সীল।

ট্রেজারী চালান	...	পৃষ্ঠা
সংযোজিত আদালতের রসুম ষ্ট্যাম্প	...	পৃষ্ঠা
প্রধান নোটিশ	...	পৃষ্ঠা
জারীর জন্য নোটিশ	...	পৃষ্ঠা

৬নং ফরম

উত্তরাধিকারের নোটিশ।

(২৫ বিধি দ্রষ্টব্য)

(বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৩ এবং ১৮ ধারা)

ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রী······· ···················বরাবরেষু।

অবহিত হউন যে, আমি শ্রী·····················সাং গ্রাম·············· জিলা·········অত্রসংযুক্ত তফ্‌সীলে উল্লিখিত মধ্যস্বত্ব (বা মোকররী হারে রাইয়তী যোত) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং············ টাকা ভূম্যধিকারীর ফী···············তাং··· ·······নং চালান দ্বারা ······কালেক্টরীতে আমানত করা হইয়াছে।

একমাত্র ভূম্যধিকারী স্থলে, বা সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে, অত্র নোটিশ-প্রাপ্তির স্বীকারপত্র পাওয়া গেলে, উক্ত ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেণ্ট বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়, মনিঅর্ডার দ্বারা, পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

যাহাদের সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নাই এরূপ সরিক-ভূম্যধিকারীগণ স্থলে, সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর একত্র দরখাস্তে ও রসিদে টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

ভূম্যধিকারীদের নাম ও ঠিকানা (যে সকল সরিক-ভূম্যধিকারী খাজনা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলের নাম লিখিতে হইবে)	(জানা থাকিলে) সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষের নাম ও ঠিকানা।

তাং.........   (স্বাক্ষর)..............., প্রজা।

আদেশ হইল যে, পূর্ব্বোল্লিখিত ভূম্যধিকারীদের উপর নোটিশ জারী হউক।

তাং.........   ....এর কালেক্টর।

তফসীল।

মহালগুলির নাম ও তৌজি নম্বর।	উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মধ্যস্বত্ব বা মোকররী হারের রাইয়তী যোতের বিবরণ—গ্রাম, পরগণা, থানা ও জিলা।	[illegible] খতিয়ান নম্বর।	মধ্যস্বত্ব বা মোকররীহারে রাইয়তী যোতের বাৎসরিক খাজনা।	পূর্ব্বতন মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা মোকররী হারের রাইয়তের নাম, পিতার নাম, ও সাকিন।	উত্তরাধিকারের স্বত্বের প্রকার।	ভূম্যধিকারীর ফীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

৭নং ফরম।

দরখাস্তের নোটিশ।

[২৯ (২) বিধি দ্রষ্টব্য]

(বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ২৬গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষ বিধি)

.. ... জিলার কালেক্টরী।

শ্রী . . . . .বরাবরেষু

সাং গ্রাম ... .. . পোঃ আঃ জিঃ . ... ।

অবহিত হউন যে, শ্রী . ...গ্রাম ....জিলা...... .. .. অত্রসংযুক্ত তফ্‌সীলে উল্লিখিত যোতসকল বাবদ প্রদত্ত ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী, যাহা বর্ত্তমানে অত্র কালেক্টরীতে আমানত আছে, তাহার অংশ গ্রহণার্থ দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্তকারী কর্ত্তৃক কথিত সবিক ভূম্যধিকারীদের ও প্রজাকর্ত্তৃক উল্লিখিত ভূম্যধিকারীদের নামও তদন্তর্ভুক্ত অংশগুলি নিম্নে লিখিত হইল। উক্ত অংশমতে হস্তান্তর-ফীর বণ্টন ও প্রদান সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিলে ১৯......

সালের······তারিখের পূর্ব্বে দাখিল করিতে হইবে, ও সেই তারিখে উক্ত দরখাস্ত নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হইবে।

(স্বাক্ষর)············

ঐ আইনের ৩ (১৬) ধারামতে ক্ষমতাপন্ন কালেক্টর।

ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজা কর্ত্তৃক কথিত ব্যক্তিগণের নাম ও সরিক-ভূম্যধিকারীগণের নাম।	ঠিকানা।	অংশ।

তফ্‌সীল।

ক্রমিক নম্বর	গ্রাম।	মহালের নাম ও তৌজি নম্বর	যে মধ্যস্বত্বের অব্যবহিত নিম্নে উক্ত যোত ভোগ করা হইতেছে তাহার (কোন নাম থাকিলে) নাম ও খতিয়ান নম্বর	যে যোত বাবদ হস্তান্তর ফী প্রদত্ত হইয়াছে তাহার খতিয়ান নম্বর।	হস্তান্তরের প্রকার।	হস্তান্তর কারী ও হস্তান্তর-গ্রহীতার নাম	হস্তান্তর-ফীর পরিমাণ।	ট্রেজারীর চালানের নম্বর এবং তারিখ।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

নোট। ৪ ও ৫ স্তম্ভ। স্বত্বের লিখন না থাকিলে, উক্ত সম্পত্তির সাধারণ বিবরণ দিতে হইবে।

৮নং ফরম।

বিজ্ঞাপন।

(৩৪ বিধি দ্রষ্টব্য)

(প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ৮৭ ধারা)

.....................এর কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

যেহেতু নিম্নলিখিত যোত, যাহা এ পর্য্যন্ত শ্রী....... ....সাং ....দখল করিতেছিল, তাহা আমাকে কোনরূপ নোটিশ না দিয়া ও তাহার খাজনা দেওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া সে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য এতদ্দ্বারা আমি নোটিশ দিতেছি যে, আমি উক্ত যোত পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতেছি, এবং সেই মতে তাহাতে পুনঃ প্রবেশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি।

(স্বাক্ষর)......................

তাং............ ভূম্যধিকারী।

সম্পত্তির তফ্‌সীল।

যে গ্রামে ও পরগণায় অবস্থিত তাহার নাম।	যোতের ভূমির পরিমাণ ও চৌহদ্দি।	যোতের খাজনা।
১	২	৩

৯নং ফরম।

সাধারণ এজেণ্টগণের রেজিষ্টার বা তালিকা।

(৭০ বিধি দ্রষ্টব্য)

[বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ৯৯ক ধারার (২) প্রকরণের (ক) দফা]

তফ্‌সীল।

ক্রমিক নম্বর	সাধারণ এজেণ্টের নাম ও ঠিকানা।	যে ভূম্যধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা।	নিয়োগপত্রের তারিখ।	যে মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তদীয় অংশের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।	কোন্ অংশের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।	কত কালের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।	ক্ষমতার পরিমাণ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

১০ নং ফরম।

খাজনার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ সমন

(৭১ বিধি দ্রষ্টব্য)

[প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৪৮ ধারার (ট) (/০) দফা]

জিলা......

.. .. র (স্থানের)..........আদালত।

১৯ ....সালের......নম্বর।

শ্রী... . ...বরাবরেষু।

যেহেতু শ্রী.. ... ... (নাম, পরিচয় ও নিবাস) নিম্নলিখিত প্রজাস্বত্ব বাবদ প্রাপ্য খাজনা, সেস্ ও সুদ (বা খেসারত) সর্ব্বসাকুল্যে........ টাকার জন্য আপনার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, তজ্জন্য এতদ্দ্বারা আপনাকে ১৯.........সালের......তারিখে .. ..ঘটিকার সময় স্বয়ং হাকির হইতে বা যিনি মোকদ্দমাসংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যক প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম এরূপ ব্যক্তি সমভিব্যবহারে উপযুক্তভাবে উপদেশপ্রাপ্ত কোন উকিল দ্বারা হাজির হইতে ও দাবীর জবাবদিহি করিতে সমন করা যাইতেছে; এবং যেহেতু আপনার হাজিরার দিনই মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির দিন বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, তজ্জন্য আপনি স্বীয়পক্ষ সমর্থনের জন্য যে সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের উপর ও যে সমস্ত দলিলের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন, উক্ত তারিখে তাহা উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

অবহিত হউন যে, উপরোক্ত তারিখে আপনি হাজির না হইলে, বাদী ··· টাকার অনধিক টাকা, মায় (দায়েরের) তারিখ·· হইতে টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদ এবং ......টাকা খরচা মায় তাহার সুদের ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

১৯......সালের.........মাসের......দিবসে আমার স্বাক্ষরে ও আদালতের মোহরাঙ্কিত মতে দত্ত।

(স্বাক্ষর)·········

জজ।

১। সমন দাখিলকরণের তারিখ।

২। নাজিরকে সমন দেওয়ার তারিখ।

৩। জারীর জন্য পেয়াদাকে সমন দেওয়ার তারিখ।

৪। জারীর পর পেয়াদা কর্ত্তৃক ফেরত দেওয়ার তারিখ।

৫। নাজির কর্ত্তৃক আদালতে ফেরত দেওয়ার তারিখ।

বিজ্ঞাপন। (১) আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার সাক্ষীরা স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হইবে না, তবে কোন সাক্ষীকে হাজির হইতে বাধ্য করিবার জন্য, এবং কোন সাক্ষী দ্বারা কোন দলিল আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য, অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়া ও আবশ্যক খরচা আমানত করিয়া, অত্র আদালত হইতে আপনি সমন লইতে পারেন।

(২) আপনি দাবী স্বীকার করিলে, আপনি আদালতে···টাকা (মোকদ্দমার খরচা তদন্তর্ভুক্ত) জমা দিবেন, তাহা হইলে আপনি ডিক্রী জারী হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

১৯ নং ফরম।

নোটিশ।

(৭২ বিধি দ্রষ্টব্য)

[বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৪৮ ধারার (ট) (৶০) দফা]

জিলার আদালত।

১৯ সালের ..... নং খাজনার মোকদ্দমা।

বাদী, বনাম , বিবাদী।

শ্রী........ .... বরাবরেষু।

এতদ্দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত মোকদ্দমায় উক্ত বাদী ১৪৮ (চ১) * ধারার (৶০) দফা মতে কিস্তি হইতে খাজনা, সেস ও সুদ (বা খেসারত) বাবদ টাকা, এবং মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ .. হইতে টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত বাৎসরিক শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদ এবং খরচা... টাকা মায় তদুপরি হারে সুদের ডিক্রী পাইয়াছেন।

(স্বাক্ষর) .

জজ।

---

* ইহা ভুল। ১৪৮ (ট) হইবে।

১২নং ফরম।

বাকী খাজনার মোকদ্দমায় বিবাদীপক্ষভুক্ত সরিক-ভূম্যধিকারীর উপর সমন।

(৭৩ বিধি দ্রষ্টব্য)

[বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৪৮ক (২) ধারা।]

জিলা.........

.........র.........আদালত।

১৯২...সালের...নং খাজনার মোকদ্দমা।

বাদী... ... ..., বনাম ... ... , বিবাদী।

শ্রী... ... .ররাবরেষু।

যেহেতু .. . .(নাম, পরিচয় ও সাকিম) নিম্নলিখিত প্রজাস্বত্ববাবদ প্রাপ্য বাকীখাজনা, সেস্ ও সুদ (বা খেসারত), সর্ব্বসাকুল্যে...টাকার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং ১৪৮ক ধারামতে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য এতদ্দ্বারা আপনাকে ১৯২ সালের মাসে দিবসে ..ঘটিকার সময় স্বয়ং হাজির হইতে বা যিনি মোকদ্দমাসংক্রান্ত বিষয়সম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যক প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম এরূপ কোন উকিল দ্বারা বা ঐরূপ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম একপ ব্যক্তি সমভিব্যাহারে কোন উপযুক্তভাবে উপদেশপ্রাপ্ত উকিলদ্বারা হাজির হইতে এবং দাবীর জবাবদিহি করিতে, ও উক্ত প্রজাস্বত্ব বাবদ উক্ত মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ পর্য্যন্ত আপনার প্রাপ্য বাকীখাজনা, সেস ও সুদ (বা খেসারত) উপরোক্ত দাবীর সহিত যুক্ত করিয়া ১৪৮ক ধারার (২) প্রকরণ মতে দরখাস্ত করিতে, সমন করা যাইতেছে।

অবহিত হউন যে, উপরোক্ত তারিখে আপনি হাজির না হইলে আপনার অনুপস্থিতিতেই উক্ত মোকদ্দমার শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে, এবং আপনি অত্র মোকদ্দমার সহবাদীরূপে ভিন্ন, উক্ত প্রজাস্বত্ব বাবদ উক্ত মোকদ্দমার বিষয়ীভূত কালের জন্য বা তাহার পূর্ব্বের কোন কালের জন্য আপনার প্রাপ্য কোন খাজনার নিমিত্ত কোন ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

১৯২...সালের...মাসের...দিবসে আমার স্বাক্ষরে ও আদালতের মোহরাঙ্কিত মতে দত্ত।

....

জজ।

সমন দাখিলকরণের তারিখ।

নাজিরকে সমন দেওয়ার তারিখ।

জারীর জন্য পেয়াদাকে সমন দেওয়ার তারিখ।

জারীর পর পেয়াদা কর্ত্তৃক ফেরত দেওয়ার তারিখ।

নাজির কর্ত্তৃক আদালতে ফেরত দেওয়ার তারিখ।

বিজ্ঞাপন। আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার সাক্ষীরা স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হইবে না, তবে কোন সাক্ষীকে হাজির হইতে বাধ্য করিবার জন্য, এবং কোন সাক্ষীদ্বারা কোন দলিল আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য, অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়া ও আবশ্যক খরচা আমানত করিয়া অত্র আদালত হইতে আপনি সমন লইতে পারেন।

১৩ নং ফরম।

মধ্যস্বত্বের বা যোতের ক্রোকের আদেশের ও নিলামী ইস্তাহারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

(৭৪ বিধি দ্রষ্টব্য)

(বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৬৩ ধারা।)

[ক্রোকের আদেশ ও নিলামের ইস্তাহার বাহির হওয়ার কালে দেনদারের নিকট রেজিষ্টারীডাকে প্রেরিত হইবে]

জিলা আদালত।

১৯২ সালের নং ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা।

.. . ডিক্রীদার

দেনদার।

শ্রী দেনদার বরাবরেষু।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৬৩ ধারামতে মধ্যস্বত্ব বা যোতের ক্রোক ও নিলামের আদেশের নিম্নলিখিত বিবরণগুলি আপনার জ্ঞাতার্থে প্রেরিত হইল :—

১। ক্রোকের আদেশ ও নিলামের ইস্তাহার বাহির হওয়ার তারিখ

২। ১৬৩ (২) ধারার (ক) দফামতে বা (খ) দফামতে নিলামের ইস্তাহার বাহির হইয়াছে কিনা

৩। যে মোকদ্দমায় ডিক্রীজারীর কার্য্যপ্রণালী চলিতেছে, সেই মোকদ্দমার নম্বর, নিষ্পত্তিকারী আদালত ও পক্ষগণের নাম

৪। যাহার জন্য সম্পত্তি ক্রোকের ও নিলামের আদেশ হইয়াছে সেই ডিক্রীর টাকার পরিমাণ মায় খরচা ও নিলামের তারিখ পর্য্যন্ত সুদ···

৫। নিলামের জন্য ধার্য্য তারিখ ও সময় ·····

৬। ক্রোক ও নিলামজন্য আদিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ······

(স্বাক্ষর) ····

জজ।

---

১৪ নং ফরম।

সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্রের ফরম।

(৭৫ বিধি দ্রষ্টব্য)

[বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮০ক (১৪) ধারা]

·······জিলার কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৮০ক (৮) ধারামতে আদেশ (যাহার একটী আবেদা নকল অত্র সহ দাখিল করা হইল) অনুসারে সেলামী·····টাকা শ্রী···········(নাম)র নিকট হইতে আমার প্রাপ্য বলিয়া অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছি; উক্ত টাকা আদায় করিয়া দিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করি।

(সত্যপাঠ)। (স্বাক্ষর)·········

ভূম্যধিকারী।

(১) সার্টিফিকেট্-দেনদারের নাম ···

(২) সার্টিফিকেট্-দেনদারের ঠিকানা······

(৩) যে পাওনা টাকার জন্য এই আবেদন করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ·········

(৪) পাওনার বিবরণ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ সেলামী বা তাহার কোন এক কিস্তি, এবং যে তারিখে উহা দেয় হয় ···

(৫) যে মোকদ্দমায় উক্ত সেলামী সম্বন্ধে আদেশ হয় তাহার নম্বর ও বৎসর, এবং উক্ত আদেশের তারিখ········

---

১৫ নং ফরম।

স্বত্বের লিখনের যথার্থ বলিয়া প্রকাশিত বা সার্টিফিকেট-দত্ত নকল বা তদুদ্ধৃতাংশের নিমিত্ত কালেক্টরের নিকট অনুরোধপত্র।

(৭৭ বিধি দ্রষ্টব্য)

[বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৪৮ (খ১) ধারা]

···তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত স্বত্বের লিখনের সার্টিফিকেটদত্ত নকল বা তদুদ্ধৃতাংশ (যাহা ·· ··সালের · নম্বরের মোকদ্দমার জন্য আবশ্যক হইয়াছে,) অত্র আদালতে অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন।

(স্বাক্ষর)·· ··· ··

জজ।

---

* ইহা ভুল। ১৪৮ (গ) হইবে।

গ্রামের নাম।	থানা।	থানা নম্বর।	তৌজি নং, এবং নিষ্কর হইলে রেজিষ্টার নম্বর।	স্বত্বের লিখন প্রকাশিত হওয়ার সময়ে ভূম্যধিকারীর নাম।	স্বত্বের লিখন প্রকাশিত হওয়ার সময়ে প্রজার নাম।	যাহার নকল বা দৃষ্টাংশপ্রয়োজন সেই খতিয়ান নং বা স্বত্বের লিখনের অঙ্গীভূত অন্য দলিলের উল্লেখ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮